সূচীপত্র।

ইতি সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ

জয়তিঃ

গণেশ বন্দনা।

ত্রিপদী। বন্দ বিশ্বমস্ত্রীস্তুত, বিমল চরণাবৃত, বিরাজিত রতন নূপুর। সরোরুহোপর স্থিতি, ব্রহ্মাণ্ডের গতিগতি, গণপতি বিশ্বের ঠাকুর॥ স্থূলখর্ব্ব কলেবরে, শোভা করে চারি করে, শঙ্খচক্র গদা শ্বেতাম্বুজে। দিয়ে রত্নময় বালা, সাজায়েছে গিরিবালা, সলজ্জিত শশীকলা, হেরে চতুর্ভুজে॥ মহাযোগে যোগবলে, ষড়াননে যিনি ছলে, গলে দোলে পারিজাতহার। শিব আস্য বিনির্গত, আগম পুরাণ যত, তবাঙ্কিত বিশ্বেতে প্রচার॥ মকর কুণ্ডল বর, শ্রুতি যুগে শোভা কর, করীকম্বু শ্রীমুখ সুঠাম। কটি তটে বাঘাম্বর, দেব২ লম্বোদর, তব পদে অসংখ্য প্রণাম॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণু বন্দনা।

ত্রিপদী। মাধবায় নমোনম, পুরাণ পুরুষোত্তম, তুমি দেব বেদাদির কারণ। কালীয় বরণ ঘটা, নবীন নীরদ ছটা, হেরে মুনি মনঃ বিমোহন॥ সুচারু চরণ তল, জিতে কোকনদ দল, ভ্রমর নূপুর কল তায়। মোহন মুরালি করে, ধারণ বিম্বিকাধরে, সে মাধুরী উপমা কোথায়॥ পরিধান পীতাম্বর, গলে বনমালা বর, শিরে শিখিপুচ্ছ সুশোভন। মেঘে সৌদামিনী প্রায়, সজল রঞ্জিকা তায়, শক্রধনু তরুর গগন॥ অধরে মধুর হাসি, চাহিতে

সে সুধারাশি, মৃত হয় অমৃত ভাজন। চন্দন চর্চ্চিত কায়, সে শোভা কহিব কায়, নীলকান্তে হীরক মিলন॥ কখন যমুনা নীরে, কখন পুলীন তীরে, কখন বিপীন বৃন্দাবনে। কখন কদম্ব মূলে, কখন কালিন্দী [illegible] কুলে, কখন বা গিরি গোবর্দ্ধনে॥ কখন নিকুঞ্জ বনে, লইয়ে গোপিনীগণে, সদা রাস হাস পরিহাস। বর্ণিব সে সব কত, পুরাণের মত যত, রচিলা দ্বাদশ [illegible] ব্যাস॥ শুন প্রভু শ্রীনিবাস, এদিন দাসের আশ [illegible] নাহিক কিছু চাই। অন্তেতে থেকে অন্তরে, যেকোনা অন্তরান্তরে, অন্তে যেন ও চরণ

ব্রহ্ম বন্দনা।

ত্রৌপদী। এক ব্রহ্ম নিরাকার, দ্বিতীয় নাহিক আর, বিশ্বরূপ মূলাধার, স্থূল আত্মা ভূতের নিদান। যার জ্ঞানে জ্ঞান হয়, সর্ব্বদেবী দেবময়, ভুবন ত্রয় আশ্রয়, গুণময় সদা গুণহীন॥ বিবর্জ্জিত বৃদ্ধিহ্রাস, সর্ব্বত্র সম প্রকাশ, অজ্ঞান করেন নাস, কর্ম্ম ফাঁস আশ বিমোচন। চৈতন্য দিব্যশাশ্বত, কেবল জগত হিত, নিত্যানন্দ সর্ব্বগত, ব্যোমাতীত বেদের কথন॥ সমারূঢ় জ্ঞান শক্তি, মুক্তিময় করে যুক্তি, তব পদে যার ভক্তি, জীবন মুক্ত হয় সেইজন বিন্দু নাদ কলাতীত, ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রপালিত, তাহে বেদ বিদ্যাতীত, হিতাহিত জীবন মরণ॥ নযত্ত প্রমাণ শক্তি, নাহি গম্য বুদ্ধি যুক্তি, অতিক্রান্ত ভূত পংক্তি, সমাধান অবসান হয়। সর্ব্ব বপু রিপু সঙ্গে, অষ্টগ প্রকৃতি সঙ্গে, পঞ্চদশেন্দ্রিয় রঙ্গে, ত্রিতঙ্গে লইয়া ব্রহ্মময়॥ আপনি যন্ত্রি হইয়া, দেহ যন্ত্রাদি সৃজিয়া, নানামত প্রকাশিয়া, তাহে সদা বাড়িছে উল্লাস। অধিসক্ত অবিভক্ত, অদ্বিধি ৪

বিপরীত, কেবুঝে তব চরিত, তোমাতেই সকল প্রকাশ ।। অজ্ঞান মূল হরণ, বর্ত্তমান সর্ব্বক্ষণ, চৈতন্য কর প্রদান সাক্ষিরূপ সকল অন্তরে। তুমি ধর্ম্ম গুণ কর্ম্ম, তুমি মন্ত্র সদব্রহ্ম, নাহিক মরণ জন্ম, তব মর্ম্ম কে জানিবে নরে। তোমা বিনা অন্য জন, নিত্য নহে কদাচন, শব ময় ত্রিভু-বন, তুমিহে জীবন সবাকার। হরি হর প্রজাপতি, তোমারে ত্রিগুণোৎপত্তি, সৃজন সংহারস্থিত, নানা জ্যোতি অংশ সে তোমার ।। যতেক দেব সবাকার, যোগী ঋষিসিদ্ধ আর, কিবা নর দুরাচার, কীট পতঙ্গেতে সমভাব। এজ-গত হয় জন্য, তোমা বিনা নাহি অন্য, জীবন ভুবন শূন্য, মান্যমাত্র তব অবির্ভাব ।। ভ্রান্তি আশা অভিলাষে, বদ্ধ হয় অনায়াসে, অহঙ্কার সঙ্গ দোষে, কর্ম্মফাঁসে যত জীব-গণ। কারকর্ম্ম কেবা করে, কেবা দুঃখ ভোগ ভরে, নাহি জানে চরাচরে, সমরূপ ব্যপ্ত নিরাঞ্জন ।। অসার এই সংসার, দেহে পাত্র সমাকার, এক বস্তু মলাধার, পরিপুর্ণ এতিন ভুবনে। সুর্য্যেতে জরস্মি যিনি, শশিতে শীতল তিনি, বেদের এইতো বাণী, সেই আত্মা ব্যাপ্ত ভুতগণে ।। অন্তরে বাহির গতি, স্থূল নহে সূক্ষ্ম অতি, দর্শন অন্ধ আকৃতি, বদ্ধ নহে সনাতন গুণে। ঘটস্থিত যে আকাশ-বায়ুর সর্ব্বত্র বাস, তথা আত্মা সুপ্রকাশ, দীপ্ত লিপ্ত নহে তে কারণে ।। জীবভুঞ্জে কর্ম্মফল, মন্দ কিবা আর ভাল বিষাদে ভাবে বিশাল, অহঙ্কার আত্ম অভিমানে। এক ব্রহ্মদ্বয় নহে, সর্ব্বস্থানে সমরহে, তত্ত্বজ্ঞানিগণ কহে, মোহে মেহে জীবে নাহি জানে ।। এক সূর্য্য গগণেতে, দুই নাই এজগতে, লক্ষ কুপ সলিলেতে, দেখিলে দেখিবে লক্ষ অর্ক। সকলি অনিত্যে তাহা, প্রবিম্ব ময় সাহা, হেন রূপে আত্মস্পৃহা, শ্রুতি কহে নাহি ইতে তর্ক ।। তিনিভাস মন্দ সন্দ, নির্ব্বন্ধ আদি আনন্দ, যাহার পদারবিন্দ

বন্দিলে সবার স্তব হয়। আমি অতি অভাজন, তত্ত্ব জ্ঞানেতে বঞ্চন, সগুণ হয়ে নির্গুণ, দয়াময় জনে কৃপাকর ॥

ব্রহ্মলোক বর্ণন

চৌপদী ॥ কিবা মনোহর, দেখিতে সুন্দর, শোভে ব্রহ্মপুর, সর্ব্বলোকপরে। কনক রচিত, মৃত্তিকা শোভিত পীযূষ পূরিত, স্থির সরোবরে ॥ কল্পতরু তায়, কিবা শোভা পায়, ফল ধরে যায়, ধর্ম্মমোক্ষ আদি। পত্র পুষ্পআর, ভক্তি তত্ত্ব সার, কেহ নাহি আর, তাহাতে বিবাদি ॥ সদা স্থির ছায়া, স্নিগ্ধ করে কায়া, দূরে যায় মায়া সেতরু পরশী। চন্দ্র কলাক্ষয়, তথায় না হয়, সদা পূর্ণ রয়, শরদের শশী ॥ শীত উষ্ণকাল, বরষার কাল, তাহাদের কাল, সে কাল বসন্ত। সত্য যে নগর, অজর অমর, শোকাদি বিকার নহে বলবন্ত ॥ তথা জ্ঞান নদী, বহে নিরবধি, হংস গুণনিধি, কেলি করে তাতে। সেপরম হংস, নাহি তার ধ্বংস, জীব যার অংশ, সর্ব্বভূতে স্থিতে ॥ ব্রহ্মাব্রহ্ম গুরু, হেন হংসারূঢ়, না জানে নিগূঢ়, মূঢ় দুরাচারে। সদাই আনন্দ, পারিজাত গন্ধ, বহে মন্দ২ মলয় সমীরে ॥ ত্যজি ত্রিভুবন, হরির নন্দন, রহে সর্ব্বক্ষণ, স্থির ভাবে তথা। ধরি ফুলধাণ, সেই ফুলবাণ, করয়ে সন্ধান হানে শক্তি যথা ॥ কোকিলে কুহরে, ভ্রমর গুঞ্জরে, বিযোগী শিহরে চমকিত অতি, প্রফুল্ল মুকুল, নানাজাতি ফুল, দেখি অলিকুল, ব্যাকুলিত অতি ॥ নাহি দুঃখ শোক, সুখী ব্রহ্মলোক, জিনিয়া গোলক, অতি মনোরম। অতুল্য শোভায়, শোভিছে তথায়, রত্নবেদী-তায়, নিরুপমক্রম ॥ কমল আসন, তাহাতে আসন, বামে সুশোভন, বিদ্যা [illegible]। ইন্দ্র চন্দ্র যম, বায়ু আদি ক্রম, করয়ে বিশ্রাম, হরষিতে অতি ॥ অর্কের মণ্ডলে,

সুরপুর বলে, বিশয়ে সকলে, দেবদলে পূর্ব্ব। উত্তারে কিন্নর, যক্ষ রক্ষ আর, সিদ্ধ বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্বাদি সর্ব্ব ।। পশ্চিম দিকেতে, বৈসে আনন্দেতে, ধ্যান সম্বন্ধেতে ব্রহ্ম ঋষিগণ। করে বেদ ধ্বনি, সদা স্বস্তি বাণী, শুনি পদ্মযোনি, আনন্দ মগন ।। সাধুপুত্র সবে, আনন্দে রহিবে, ভ্রান্তি শান্তি পাবে, কহ আরবার। দক্ষিণে পিতৃর বৈসে নিরন্তর, যম আদি পর, অপর তাহার ।। স্বধারূপে তৃপ্ত, নাহি পর আপ্ত, যাহা স্বধাব্যাপ্ত, অপযাপ্ত রসে। সকলে আনন্দে, বিধি পদ দ্বন্দ্বে, নতশিরে বন্দে, ভক্তির আবেশে।। নাহি অন্য কথা, যাকর বিধাতা, তোমা বিনা বৃথা, সংসার সকল। তব আজ্ঞাবহ, ভুক্তিনিশি অহ, তাে যে উৎসাহ, মায়া মোহ বল ।। ব্রহ্ম দূতগণ, করিছে ভ্রমণ, করিতে পালন, যে আদেশ হয়। ব্রহ্মার সভায় এমত সময়, আগমন হয়, দেব মৃত্যুঞ্জয় ।। দেখি পদ্মযোনি সম্ভ্রমে তখনি, উঠিয়া আপনি, সভাতে দাণ্ডায়। হরষিত হয়ে, বিধি পাদ্য লয়ে, পদ প্রক্ষালিয়ে, আসন বসায় ।। করে দূত কাম, পুরবাচ নাম, দেখিতে সুঠাম, বিদ্যাধরে জাত। বিধি তারে বলে, দূতযাহ চলে, আন গিয়ে ভুলে পুষ্প পারিজাত ।। শুনি সেই কথা, নোয়াইয়ে মাথা, চলিলেন যথা, সেই পুষ্পবন। শ্রীশ্যামাচরণ, করিছে বারণ করিতে গমন, হবে অঘটন ।।

গ্রন্থারম্ভঃ।

পুরবাচের উপর ব্রহ্মার অভিশাপ।

পয়ার। পাইয়া বিধির আজ্ঞা বিদ্যাধর সুত। পবন গমনে ধায় হয়ে হর্ষযুত॥ পথাপথ নাহি চাহে চলে দ্রুত গতি। দেখে পুষ্প পারিজাত গন্ধ বহে অতি॥ কি কব কুসুম শোভা আভা জবা জিনি। কেশর কনকদাম যেন দিনমণি॥ মকরন্দ অসম্বন্ধ সদা সুধা ক্ষরে। ঘ্রাণে তাপ পাপ নাশে বিমল অন্তরে॥ তার ঘ্রাণ লয় যেই সেই ভাগ্যবান। অজর শরীর হয় মহাবলবান॥ মদনের ফুলধনু জন্য ফুলে নয়। পারিজাত মগ্ন হয় এইতো নিশ্চয়॥ ব্যা-পিয়া যোজন চারি যার গন্ধ চলে। যাহার সৌরভে যোগিগণ আঁখি মেলে॥ বিরহির বিষসম বিষম জ্বালা। ঝরে মরে জ্বরে বপু অনপুঃ বিশাল॥ রাশি২ প্রস্ফু টিত তথা পুষ্পগণ। বাছিয়ে বাছিয়ে দূত করিছে চয়ন॥ দু-লিতে প্রফুল্ল ফুল স্মরে জরে কায়া। নবীন পল্লব বৃক্ষ সদা স্থির ছায়া॥ কোকিল ভ্রমরগণ সদা নৃত্য করে। শুনি ধ্বনি পুরবাসি মদনে শিহরে॥ মলয় সমীর স্থির বহে সদা কাল। ভাবে দূত বিপরীত বুঝি হয় কাল॥ হইল অধৈর্য্য বপু রিপু বলবন্ত। হারাইল জ্ঞান কামে হইয়া উ-মত্ত॥ পুষ্প সাজি ফেলি ভূমে চৌদিগে নিহারে। দেখে এক নারী স্নান করে সরোবরে॥ বদন শরদ শশী হাসি জ্যোৎস্না সম। খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অপাঙ্গ বিষম॥ স্না-

ঙ্কতি তাহার নাম উর্ব্বশীর সুতা। ৺রে নীরে ধরে ...।
কামে ব্যাকুলিতা।। পুরবাচে দেখি রামা বাতুলের প্রায়
কুল মান রক্ষা হেতু পলাইয়া যায়।। দূত বলে তুমি গেলে
না বাঁচিব আমি। আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর তুমি।।
বিলম্ব না সহে হয় সংশয় জীবন। এত বলি বলে ধরি
করে আলিঙ্গন।। অধরে অধর দিয়া করিছে চুম্বন। লাজে
অধোমুখী ধনী মলিন বদন।। পুরবাচ এক মনে করিছে
রমণ। ক্ষণেক বিলম্বে কর্ম্ম হৈল সম্পূরণ।। যাজ্ঞিক
হইয়া কর্ম্মে দিলেন আহুতি। তবেতো মদন বাণে পাইল
নিস্কৃতি।। চেতন পাইয়া তবে মাঙ্কতিরে কয়। তোমার
কারণ মম প্রাণ রক্ষা হয়।। অভিমান ত্যজ ধনী না হও
উদাস। আমি এজন্মের মত হৈনু তব দাস।। তব আজ্ঞা
বহ অহর্নিশি আমি রব। যে আজ্ঞা করিবে যবে তখনি পা-
লিব।। এত বলি কণ্ঠ হৈতে মাণিকের হার। অতুল্য অমূল্য
ধনে গলে দিল তার।। হার পেয়ে তুষ্ট হয়ে সে করে গমন।
তার পর পুরবাচ ভাবে মনে মন।। কি কর্ম্ম করিনু বলে
করে হায়২। কেমনে দেখাব মুখ ব্রহ্মার সভায়।। সকল
অন্তরযামি চিত্র গামি বিধি। রহিতে নারিল মিথ্যা হব
অপরাধি।। হইল প্রহর দুই আনিয়াছি বনে। কি হইবে! কি
করিব ভাবে মনে২।। এখানে বিরিঞ্চি তার আসার আ-
শয়। প্রহর পর্য্যন্ত সদা শিবের বাসায়।। পরে না পাইয়া ফুল
শোকাকুল হয়ে। আপনি আনিল ব্রহ্মা কুসুম তুলিয়ে।।
দেখিল নয়নে কর্ম্ম পাপি দুরাচার। থর২ কাঁপে অঙ্গ
ক্রোধেতে ব্রহ্মার।। আসিয়া শিবের পূজা করি সমাপণ।
তত্ত্ব কথা শিব সঙ্গে হয় কতক্ষণ।। তার পরে নিজ স্থানে
গেল দেবগণে। নিজগণ লয়ে ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে।।
হেন কালে পুষ্প লয়ে আইল সে জন। দেখে ক্রোধে কহে
বিধি নির্দ্দয় বচন।। ব্রহ্মলোকে থাকি কর পশু ব্যবহার।

এস্থানেতে থাকিতে তুমি যোগ্য নহে আর॥ মর্ত্তে মর্ত্ত হয়ে গিয়ে কর এব্যভার। দেব দেহ ছাড়ি হও নরের আকার॥ শুনি শাপ মনস্তাপ পেয়ে দূত কয়। লঘুদোষে গুরু দণ্ড কেন মহাশয়॥ কিঙ্করে কেমনে কালে কর সম্পূরণ। দয়া নাহি চিত্তে বলে করয়ে রোদন॥ নানাবিধ স্তুতি করে ধরে রাঙ্গাপায়। কিঞ্চিৎ কহিছে শ্যামবর্ণিয়া ভাষায়॥

পুরবাচের স্তব ও দেহ পতন।

লঘুত্রিপদী। বিধাতার বাণী, পুরবাচ শুনি, প্রমাদ গণিছে মনে। অখণ্ড কথন, বিধির বচন, জানে জনে ত্রিভুবন। কি রূপ উদ্ধার, হইবে আমার, আরবার কত দিনে। যেতে মর্ত্ত্যলোক, হয় বহু শোক, এ আজ্ঞা কর কেমনে॥ তুমি বিশ্বপিতা, বিখ্যাত বিধাতা, সন্তান তব সংসার। নীচউচ্চ জীব, তোমাতে প্রভব, তুমি বিশ্ব নলাধার॥ অকৃতি সন্তান, আমি হতজ্ঞান, কৃপাময় কর ত্রাণ। হরি হে বিষাদ, একি পরমাদ, শুনিয়া কাঁপিছে প্রাণ॥ তাত পিতা রোষ, তনয়ের দোষ, জনক নাহিক ধরে। তাহাতে বিধাতা, ভুঞ্জি তব কথা, বৃথা দোষ দেহ মোরে॥ তোমার বচন, ললাট লিখন, প্রালব্ধ যাহারে বলে। প্রাক্তনের যোগে, ভাল মন্দ ভোগে স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতলে॥ বৃথা অভিমান, সকলে অজ্ঞান কার বা প্রভুত্ব আছে। ভাল মন্দ যত, তোমার কহত, ফলাফল আগে পিছে॥ কার শক্তি নাই শুন হে গোঁসাই, সব তব আজ্ঞা বহে। তোমার লিখন, হবে এ ঘটন, কান্দিতে কান্দিতে কহে॥ যে কর্ম্ম যেকরে, তব লিপিবরে, কিবা ভাল আর মন্দ। যজ্ঞ দান ধর্ম্ম, আর পাপ কর্ম্ম, সে সব তব নির্ব্বন্ধ॥ তোমা ছাড়া গতি নাহি প্রজাপতি, তুমি গতি মতি জীবে। অভিমান আর, কামাদি বিকার, তোমার আজ্ঞা প্রভবে॥ তাহে মুরারে, কে

রহিতে পারে, জান হে আপনি তত্ত্ব। স্থর পুরন্দরে গুর্ব্ব-
ঙ্গনা হরে, স্মরে হইয়ে মত্ত॥ শিব কোপাগুণে, দহিল
মদনে, তবু মনে কামে ব্যস্ত। হের শশধরে, গুরুপত্নী
হরে, আছেন কলঙ্ক গ্রস্ত॥ মদনের গুণ, তুমি ভাল জান,
কন্যায় আসক্ত মন। দেখে সেই দোষে, ত্রিলোচন
রোষে ছিণ্ডিল তব বদন॥ কামের আগুণে, পোড়ে
ঋষিগণে, এড়াইতে কেবা পারে। আমি ক্ষুদ্র তায়, কি
করিব হায়, কেন কোপ কর মোরে॥ শুনিয়া শ্রবণ,
সরোজ নন্দন, বলে ত্যজ সুত ভয়। আমার বচন, না
হবে লঙ্ঘন, স্বরূপ এই নিশ্চয়॥ গিয়া মর্ত্তপুর, হবে
রাজেশ্বর, করিবে আমার পূজা। পণ্ডিত ভাজন, পাবে
সর্ব্বজন, ক্ষিতিমধ্যে মহাতেজা॥ কিছু কালান্তরে
পুনঃ ব্রহ্মপুরে, আনিব শাপান্ত পরে। না করো রোদন,
শুনরে নন্দন, দৈবেতে সকল করে॥ আমার বচন, অখণ্ড
লক্ষণ, যাও বাছা ভূমিতলে। করিব করুণা পুরিবে বা-
সনা, আনন্দে না রও ভুলে। কহিতে২ পড়ে আচম্বিতে
ব্রহ্মার সাক্ষাতে কায়া। দেখি বিধি পুনঃ, হন মৌন মন
বাড়িল মায়ার মায়া॥ করে সে জীবন, ভুবন ভ্রমণ, অনে-
ষণ ভাল স্থান। ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পূর্ব্ব নির্ব্বন্ধেতে, নবদ্বীপ
পাইল স্থান॥ শ্যামার চরণ, করিয়া ধারণ, হৃদিপদ্ম শত
দলে। করিল রচন, শ্রীশ্যামাচরণ, কৌতুক বিলাস ছলে॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম।

পয়ার। সর্ব্বত্রে তাহার জ্যোতি করিয়ে ভ্রমণ। নদীয়া
নগরে গিয়া উত্তরে তখন॥ দেখে রাজা ভাগ্যধর পুণ্যবাণ
অতি। কুলে শীলে ধনে মানে যেন প্রজাপতি॥ জা-
তিতে ব্রাহ্মণ নৃপতাহে গোষ্ঠীপতি। সুবর্ণে সোহাগা যেন
একত্রে বসতি॥ [illegible] রত্ন ধন রাজ্য বহু তব। [illegible]

উষ্ট্র খচর প্রচুর ॥ পাত্র মিত্র দেয়ান কুটুম্ব জ্ঞাতিজন । বহু পরিবার ভূপ করেন পালন ॥ ইষ্টদেবে নৃত্য সেবা নিষ্ঠা ভক্তি যুক্ত । সদা সত্য বাদী ধীর দেবে অনুরক্ত ॥ অশেষ গুণের ধাম নাম রঘুরাম । যথা যোগ্য রাণী তাঁর অংশুময়ী নাম ॥ না ছিল সন্তুতি আর বিহীন সন্তান । সেই দিন রাজরাণী করে ঋতুস্নান ॥ পুরবাচ মনে জানি উত্তম আধার । বায়ু রূপে গর্ভেতার হইল সঞ্চার ॥ দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় শুক্ল শশী যেন । প্রথম কুলাল গর্ভ রহে এক দিন ॥ দ্বিতীয় দিবসাবধি পঞ্চম বাসর । বদন আকার গর্ভে বাস নিরন্তর ॥ জরায়ু জননী গর্ভে হইয়ে বেষ্টন । কুলাল চক্রের ন্যায় করেন ভ্রমণ ॥ সপ্তম দিবস পর এক পক্ষ আর । মাংস পিণ্ড সম গর্ভে বাস হয় তার ॥ পরে পঞ্চবিংশতি বাসর আদি বিধি । অঙ্কুর গর্ভেতে বাস করে গুণনিধি ॥ সেই কালে পঞ্চ অঙ্গ হয়তো গঠন । শিরস্কন্ধ গলা পৃষ্ঠ উদর গণন ॥ এক মাসাবধি দুই মাস গণনায় । হস্তপদ পার্শ্ব আদি বিধি দেন তায় ॥ কিন্তু অসন্ধিত রহে প্রাণের বিহীনে । অবয়ব অষ্ট অঙ্গ হয় মাস তিনে ॥ চতুর্থ মাসেতে হয় সকল অঙ্গুলী । জীবের সঞ্চার দেহে সন্ধিত সকলি ॥ নাশানন গুহ্যশ্রেণী চক্ষু শ্রোত্র আদি । পঞ্চম মাসেতে তাহা করে গঠে বিধি ॥ ছয়মাসে নাভি লিঙ্গ কর্ণের গহ্বর । বিরলে গড়িল বিধি অতি মনোহর ॥ সপ্তম মাসেতে কেশ গঠে প্রজাপতি । আট মাসে লেখে রোম হইল আকৃতি । নয় মাসে চেতহয় সুখ দুঃখ জানে । মাতৃ ভক্ষ্য অন্নরস করে আস্বাদন ॥ দশমাস দশদিন পুত্র যবে হয় । আনিল সুতিকা বায়ু সেই যে সময় ॥ সেই যে সুতিকা বায়ু অহি অয়বান । প্রসব বেদনে রাণী করে আন চান ॥ হরি পর আরি [illegible] হর । ভূমিষ্ঠ হইল আসি শোণিত বেষ্টিত ॥

হুলাহুলী কুলাচালি হয় মহোৎসব। গ্রামবাসি আসি করে জয় জয় রব। দ্বিজ শ্যাম বলে পরে শুনহ কারণ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম করিল ধারণ॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাল্য লীলা।

ত্রিপদী। ভূমিষ্ঠ হইল সুত, সর্ব্ব সুলক্ষণ যুত, শশীসম অঙ্গের কিরণ। বদন সরোজ যিনি, দিব্য পাণি দুই খানি, আঁখি তাহে খঞ্জন গঞ্জন॥ কপাল চিবুক ভাল, বিধাতা গড়িল ভাল, ওষ্ঠাধর সিন্দুর সমান। খগওষ্ঠা সমনাশা, আধ [illegible] মিষ্ট ভাষা, কর্ণযুগ কুমদ বাগান॥ মনোহর কটি তার, ডম্বুর সম আকার, নাভিসুধা কূপ অনুমানি। রম্ভা তরু সমউরু, [illegible] চারু, বালকের কতবা বাখানি॥ কেশ বেশ হীন দন্তে, কুআদিত নয় অন্তে, সেসব বিহীন [illegible]পাকে। বর্ণনা না করি আর, শিশুবোধে রক্তাকার, [illegible] পিণ্ড সম শিশু কালে॥ বাসরে রূপ বর্ণনা, পতি [illegible] আগে জানা, যাহে ইতে হইল স্থকিৎ। দেখিয়া পু-[illegible] রূপ, পুলকেতে পুরিত ভূপ, আনন্দেতে পুরে নিজচিৎ॥ মদন জিনীয়া রূপ, তাহারি কারণ নৃপ, নাম তাঁর রাখে কৃষ্ণচন্দ্র। যে হেরেছে সে মাধুরি, তার যাই বলিহারি, সে নাহি দেখিতে চাহে চন্দ্র॥ নানাধন নানাজনে, দান করে হৃষ্ট মনে, শিশুর কল্যাণে দ্বিজ রায়॥ হুলাহুলী জয় রব, যেই প্রথা আছে সব, মহাজনগণেরাপস্থায়॥ যেটেরা ষষ্ঠির পুজা, আটি কোড়ে করে রাজা, খই কড়ি মোহর ছড়ায়। গ্রহ সুপ্রসন্ন জানি, ছয়মাসে নৃপমণি, অন্ন সুতের বদনে ছোয়ায়॥ শুক্লচন্দ্র সম কায়, কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধি পায়, পঞ্চম বৎসরাক্রম করে। হরষিত রাজা হয়ে, শুভলগ্ন যোগ পেয়ে, খড়ি দান করে তার করে॥ বালক চত্তর হয়, সা-

মান্য বাহুকে নয়, শাপভ্রষ্ট মহিতে অহিত। নানাশাস্ত্র অধ্যয়ণ, বেদ শাস্ত্রে পরায়ণ, কাব্য শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত॥ সুধা-সম মিষ্টভাষী, সুমধুর মৃদুহাসি, ধর্ম্মে মতি অতি বিচক্ষণ। উপনয়নাদি করণ, চূড়া আদি প্রকরণ, সমাধিল যে সব রাজন। উপযুক্ত দেখি কাল, চিন্তাযুক্ত মহীপাল নিজ পুত্র বিবাহ কারণ। রাজনাট রাজপাট, দেশে দেশে যায় ভাট করিতে কন্যার অন্বেষণ॥ নানাস্থানে দূতগণ, করিয়ে বহু ভ্রমণ, পরে কন্যা মিলাইলা বিধি। বাহুলে গ্রামেতে ধাম, রামকৃষ্ণ দ্বিজ নাম, পদ্মনামে তাঁর কন্যা নিধি॥ রতি জিনি রূপবতী, ঐরাবতী সমজোতি, নাভি রতি রতি নির্দ্ধামন। বয়স অতীত দশ, নাহি যোগ ভঙ্গ দশ, মিত্র বেধ তাহাতে ঘটন॥ সপ্তশলকা নাহি পায়, রাজ-যোটক মিলে তায়, অরিষড় অষ্টক বিহান। পুত্রের বিবাহ লাগি, হয়ে রাজা অনুরাগী, দেশে দেশে করে নিমন্ত্রণ॥ বিবাহ সুসাজ যত, করে রাজা নানামত, রোষনাই নাহি পরিমাণ। কৃত্রিম পর্ব্বত করে, কাগজেতে রঙ্গ ভরে, আর করে বিধির উদ্যান॥ ময়ূর পংক্তি তক্তানাম, কতবা কহিব সীমা, অনেক লইল চতুর্দ্দোল। বাদ্য করণ নানাজাতি, সহস্র সেফাই সাথি, কত শত চলে রাজদল॥ অমাত্য সুহৃদগণ, সঙ্গে লয়ে দ্বিজগণ, চলিলেন বাহুল নগরে। ডঙ্কা বাজে সারি২, আসা সোঁটা চোপ দারি, ন-কিব ফুকারে উচ্চৈঃস্বরে॥ ক্রমে ক্রমে অতিক্রম, পথ তাহা-দের হয়, দেখা হয় কন্যা কর্ত্তা সনে। অভ্যর্থনা করে দ্বিজ আইস হে মহারাজ, চল২ আমার সদনে॥ শ্রীশ্যামাচরণ দ্বিজ, শ্যামাপদ সরসিজ, হৃদিপদ্মে করিয়া ধারণ। রসিক রঞ্জন আশে, নবরস পর কাশে, ত্রিপদীতে করিল রচন॥

পয়ার। রাজারে দেখিয়া দ্বিজ হয়ে হরষিত। আপন ভবনে লয়ে চলিল ত্বরিত॥ বসায় সকল জনে যথাযোগ্য স্থানে। জামাতারে লয়ে যায় পরে সম্প্রদানে॥ বেদের বিহীত-নীতি যে রীতি চলন। অঙ্গ ভঙ্গ নহে তাহা করিল পূরণ॥ পরে স্ত্রী আচার করে কৃষ্ণচন্দ্রে নিয়ে। যায় সবে অন্তঃপুরে হুলাহুলি দিয়ে॥ গোমূত্রে ঢাকিয়া পীড়া আলিপানা তায়। বরপাত্র রায় গিয়া তাহাতে দাঁড়ায়॥ মহৌষধি ঐ ছলে অঙ্গেতে ছোঁয়ায়। ধুস্তুরে জলিয়া দীপ্ত বদনে দেখায়॥ মোনামুনি বেঁধে দিল কন্যার গলায়। নানাগুণ দ্রব্য রাখে বরণ ডালায়॥ আপন মস্তক মাপি সূত্র পরিমাণ। ব্রাহ্মণী বরণ করি সপ্ত পাক যান॥ পরে গাঁটছড়া বান্দি বসিল বাসরে। নারীগণ আসি তথা পরিহাস করে॥ কেহ কহে কোথা থাক বলহে নাগর। কেহ বলে চায়ে দেখ এই যেন চোর॥ কেহ বলে ভূপতি পদ্মারে কোলে কর। কেহ বলে রাজ রাক্ষাটীর কঠিন অন্তর॥ কোন জন বলে গীত গাওহে রাজন। কেহ হাসি কর্ণে কর দিতেছে তখন॥ এইমতে কত কহে কি কহিব আর। কহিতে না পারি পুথি বাড়িছে আমার॥ পরে গ্রামবাসি আসি পঞ্চসি নাগরী। অনঙ্গে অবশ হয় কৃষ্ণ-চন্দ্র হেরি॥ অপরূপ রাজরূপ কাম রূপ পারি। হেরিয়া রমণীগণ ধৈরয হারায়॥ বিরহে বিভোর হয়ে যত নারী-গণ। খেদ ছলে করে তারা রূপের বর্ণন॥ সেইতো বিরহ সিন্ধু কে বর্ণিতে পারে। কিঞ্চিৎ কহিছে শ্যাম সাধ্যানু-সারে॥

স্ত্রীগণের বিরহ ও রাজার রূপ বর্ণন।

ত্রিপদী। যত নারীগণ, হয়ে হৃষ্টমন, করিছে গমন, বাসরে রাজ দরশনে। নাগর নাগরী [illegible]

কৌতুক প্রচারি, প্রেমরস আলাপনে ॥ করে মুখে হাসি, কেহ মৃদুভাষি, কেহ কারে আসি, কথা কহে সঙ্গোপনে। পথে যেতে যেতে, কহে কত মতে, যার যেই চিতে, উদয় হয় যে মনে ॥ কেহ বলে আই, আর বাঁচি নাই, বিষম বালাই, শাশুড়ী ননদী মোর। সদাই গঞ্জনা, করয়ে লাঞ্ছনা, সহেনা সহেনা, যাতনা আমার আর ॥ এমত প্রকার, কত কহে আর, মনে হয় যার, যেমত উদয় খেদ। করয়ে প্রকাশ, কাহার উল্লাস, কেহ উপহাস, শুনে পরে ভাবি ভেদ ॥ কথোপকথনে, চলে রামাগণে, দ্বিজের সদনে, যথা বসি মহারাজ। ভুবনমোহন, সেইতো রাজন, করে নিরীক্ষণ, যত যুবতী সমাজ ॥ কেহ বলে সই, কি দেখিলাম ঐ, মরে মরে রই, না দেখি জন্মিয়া হেন। কেহ বলে আই, রূপের বালাই, লয়ে মোরে যাই, না দেখি জন্মে এমন ॥ কিবা চন্দ্র নিয়ে, প্রেম রস দিয়ে, মদনে মিশায়ে, ইহারে গড়িল বিধি। কি রূপ মাধুরী, আহা মরি মরি, শুন সহচরি, ইহারে মিলয়ে যদি ॥ ত্যজে গৃহবাসি, হব এর দাসি, হেরি মুখ শশী, স্বভাব ভাবিত মতি। কামে জর২, হইয়ে অন্তর, করয়ে উত্তর, অন্য এক রসবতী ॥ এই মহাশয়, হয়ে কুলময়, আমারে মিলয় যদি, করি যদি বিধি। বেণী বিনাইয়ে, কবরী বান্ধিয়ে, তাহাতে বসায়ে, প্রেমরজ্জু দিয়ে বাঁধি ॥ অন্য রামা কন, করিয়া সমান, ইহ মহাজন, আমার মনেতে হয়ে। বিরহে বাটিয়ে, আশা তৈল দিয়ে, সোহাগে ছানিয়ে, মাখিব সকল গায়ে ॥ অন্য নারী কন, এজন কাঞ্চন, যদ্যপি মিলন, হয় সঙ্কেতে আমার। বিরহে জ্বালিয়া, সোহাগে গালিয়া, প্রেমরস দিয়া, ইহার গড়িব হার ॥ কোন রামা কন, এক দৃষ্টি রন, যদ্যপি মিলন, হয় সঙ্কেতে আমার। হৃদয়ে বসায়ে, প্রেম [illegible] দিয়ে, রূপ [illegible], হেরিব মাধুরী তার ॥ [illegible]

যাব ঘরে, সত্য কহি তোরে, যদি দয়া করে, রহিনু উহার আশে। চিত্রের পুত্তল, রমণীর দল, আঁখি ছলং, অশ্রুজলে সবে ভাসে॥ এক রামা কয়, মানব এনয, হেন মনে হয়, মদন হবে এজন। যার দরশনে, মন নাহি মানে, বিনে পঞ্চবাণে, আর কি আছে এমন॥ কোন রামা বলে, মদন হইলে, অঙ্গহীন বলে, এজন না হয় স্মর। এইতো নিশ্চয়, অসুরের ভয়, হয়ে পরাজয়, আসিয়াছে পুরন্দর॥ অন্য নারী কয়, ইন্দ্র এই নয়, হেন বোধ হয়, এজন হইবে শশী। রাহুর ভয়েতে, আসিয়া মর্ত্ত্যেতে, বাসরে লুকায়ে রহিয়াছে যেন বসি॥ অন্য রসবতী, কহিছে ভারতী, নহে নিশাপতি, কলঙ্ক বিহীন জন। চন্দ্রেতে কলঙ্ক, অর্থাতি শশাঙ্ক, সে হলে মৃগাঙ্ক, অঙ্ক থাকিত ভূষণ॥ হেন জ্ঞান হয়, হরের তনয়, এই রসময়, শুন প্রাণ সহচরি। অন্য এক সতী, কহিছে ভারতী, মিথ্যা তবমতি, অন্যায় সহিতে নারি॥ হৈলে ষড়ানন, শুনলো কারণ, ময়ুর বাহন, অবশ্য থাকিত তার। এই মোর মতি, বিরহি দুর্গতি, দেখি প্রজাপতি, করিবারে প্রতিকার॥ দেখ কাম জ্বরে, বিরহিণী মরে, বুঝি তার তরে, দয়া হৈল বিধাতার। এই সে কারণে, অশ্বিনী নন্দনে, আসিতে এখানে, আজ্ঞা হৈল বুঝি তার॥ অশ্বিনী নন্দন, অবশ্য এজন, ভুবনমোহন, কেবা হেন রূপবান। দেখিয়া মাধুর্য্য, ভুলে গৃহকার্য্য, মরেতে অধৈর্য্য, দেহে মোহে রূপবান॥ কেহ বলে আর, ঘরে গিয়া ছার, হেরিব অঙ্গার সমান অভাগা পতি। গৃহে কেবা যায়, ধরি এর পায়, যদি লয়ে যায়, করি আমার সংহতি॥ পরিধান বাস, পাইয়া হুতাশ, উল্লাস বিলাস, প্রকাশ শরীর ময়। মস্তক অঞ্চল, কাচলি বন্ধন, সদাই চঞ্চল, কটির বসন হয়॥ করিতে বন্ধন, করয়ে যতন, অমনি কম্পন, খসন হয় কি জ্বালা। [illegible] চায়, মন নাহি যায়, [illegible] একি দায়,

যতেক কুলের বালা ॥ মদনে মাতিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, পতিকে নিন্দিয়া, সকলেতে খেদ করে। মনোমত পতি, নহিলে যুবতী, বিমর্শিত অতি, বিষাদ সদা অন্তরে ॥ এমন কুকাল, সে রসে সরস, নহিলে পরশ, না বাঁচে পরাণ আর। দ্বিজ শ্যাম কহে, কামানলে দহে, নারীগণ কহে পতি-নিন্দা যে যাহার ॥

পয়ার। মাতিয়া মদনের শরে যতেক যুবতী। চল চল গৃহে যাই কহিছে ভারতী ॥ চলিতে চরণ চলে মন নাহি চলে। বিচ্ছেদ বিকার হলে পতিনিন্দা বলে ॥ এককামা বলে ঘরে কিবা প্রয়োজন। মনোমত নহে পতি অতি অভাজন ॥ আমি হেন রসবতী ত্যজিয়া আমায়। পর সঙ্গে রঙ্গরস তার সর্ব্বদায় ॥ আমারে কখন প্রিয়বাক্য নাহি কয়। নিশিতে বিচ্ছেদ সই কইলো কথায় ॥ কেবল ধর্ম্মের ভয় ভাবি পরিণাম। মনেতে বাসনা হয় লিখাইতে নাম ॥ অন্য রসবতী কহে দহে কামানলে। কহিতে আপন দুঃখ ভাসে অশ্রুজলে ॥ নবীনা যুবতী আমি তাহে রস-বতী। আমারে মিলালে বিধি অতি বৃদ্ধপতি ॥ দুঃখেতে ফাটিয়ে বুক মুখ দেখে তার। লোলচর্ম্ম ভিন মাথা বক্রের আকার। সম্বল কলসী কানা ডাবার বৈঠক। পাকাটার নল মুখে কাশে খক খক ॥ অহর্নিশি বিমরিশ নেত্রে বহে জল। শোন সুড়া সম বুড়ার মাথার কুণ্ডল ॥ দে-খিয়া পতির রঙ্গ মরিলো জ্বলিয়া। কোন কালে থাকি নাত্র একত্রে শুইয়া ॥ শয়ন কলঙ্ক মাত্র লোকে ভাল বলে। রতি রঙ্গ পতি সঙ্গ নহে কোন কালে। আমার বাসনা নাই তার যদি হয়। হরিষে বিষাদ তাতে প্রমাদ নিশ্চয় ॥ চুম্বন করিতে যদি তার হয় সাদ। সুখে উপজয়ে দুঃখ বিষম বিষাদ ॥ দংশিতে অধর তার নড়ন নড়য়। আহা উহু মরি বলে দাঁতের জালায়। আসক্ত নায়ক হবু

তারে কে থেকায়। আমার কপালে একি হায় হায় হায়॥ মরি মনোদুঃখে দেখি রতিহীন পতি। কি দোষ তাহার দিন সেই ভীমরতি॥ আছে গরু কিন্তু সই নাহি বহে হাল। অভাগির দুঃখ ভোগ সম চিরকাল॥ তাহার শুনিয়া দুঃখ অন্য এক নারী। কহিতে আপন দুঃখ চক্ষে বহে বারি॥ বলে আমি রসবতী কত বাক্য জানি। আমারে মিলিল পতি শুষ্ক কাষ্ঠ জিনি॥ গণ্ডমূর্খ হস্তী সম মত্তি অনিবার। হিতে করে বিপরীত পীরিতে তাহার॥ ভাল মন্দ নাহি বুঝে দ্বন্দ্ব সদা করে। মূর্খের অশেষ দোষ বিদিত সংসারে॥ স্বর্ণ বর্ণ আছিল ভাবিয়া হৈল কাল। বিধির বদনে ছাই কি পোড়া কপাল॥ অরসিকের প্রেম সই অরণ্যে রোদন। অন্ধজনে প্রতি যেন দেখান দর্পণ॥ অন্য নারী বলে মুখ বরঞ্চতো ভাল। ভুজঙ্গ সমান পতি বুদ্ধি অতি খল॥ ঈর্ষা বেষ বাঁকা মুখ ঠোক কথা কয়। হিষাহিষি ঠেশাঠেশী সকল সময়॥ কামিনী হইলে সাধি তবু সাধে নহে। তুষানল সম খল মম অঙ্গ দহে॥ বিষ যদি পাই তাই করিয়ে ভোজন। ইচ্ছা হয় শুন আই ত্যজিলো জীবন॥ খলের পীরিতি সই বালি যেন বাধ। ক্ষণেকেতে হাতে দড়ি ক্ষণে ধরী চাঁদ॥ আর এক নারী কহে করে হাহাকার। বলে কেবা দুঃখি আছে সমান আমার॥ অন্তরে অন্তর পতি শঠতা দুর্জ্জন। কথায় চাতুরী করে কে করে গণন॥ তাহার অধিনা আমি নাহি ভাবে মনে। অপর পরের ভাব তার সর্ব্বক্ষণে॥ কি করিব কি হইবে সদাই হুতাস। রসিক সুজন পেলে ত্যজি গৃহ বাস॥ শঠের পীরিতি সই জলের লিখন। কখন চেতন থাকি কখন মরণ॥ অন্যরূপবতি তায় করিয়ে স্মরণ। সে কিবা করিয়া বলে নিজ বিবরণ॥ কহিবার কথা নহে না কহিলে নয়। তস্কর দুষ্ক

পতি সদা মনে ভয় ॥ রজনীতে তার সঙ্গে নাহিক মিলন। বন পোড়া হরিণী সম থাকি সর্ব্বক্ষণ ॥ তাহার যেমন মনঃ আমার তা নয়। সদা ভাবি কোন দায় কখন কি হয় ॥ পদ্মপত্রে জল হেন প্রাণ কাঁপে ধড়ে। চোরাণীর মন থাকে পুঁই আঁধারে পড়ে ॥ তার কথা শুনে কহে অন্য রূপবতী। শুনলো আমার দুঃখ যতেক যুবতী ॥ চির বিরহিণী আমি নহে পতি সঙ্গ। কি দোষ তাহার দিব সেই ধ্বজভঙ্গ ॥ কথায় কুলানী করে রসিকতা বড়। ভুবনে বিখ্যাত হেগো রোগীর মুখে দড় ॥ কাকলী কাঁশী সার করে জালাতন। এমন পতির কেন না হয় মরণ ॥ শরদ নদীর পতি রতিতে বঞ্চন। ঘন ঘন গর্জ্জন নহে বরিষণ ॥ কেবল আমার গুণে বাড়িয়াছে বংশ। নাহলে এতেক দিনে হইত নির্ব্বংশ ॥ অন্য রূপবতী কহে নিজ বিবরণ। মাতাল দাঁতাল পতি অতি অভাজন ॥ বিষম বেহুঁস সেটা বাতুলের সম। অনাচার কদাচার সদা তার ভ্রম ॥ চলিতে চরণ টলে পড়য়ে খানায়। শৃগাল কুকুর মুখেমুখ দিয়া যায় ॥ কভু ভ্যাসে তবু মোরে করয়ে তাড়ন। কখন বা পায়ে ধরে যারে যাহা মন ॥ দেখিয়া তাহার ভঙ্গি হই মর্ম্ম জ্বেলী। হাসি পায় কণেক২ রসিকাদি ভাহার পীরিতি দেখি মরিলো লজ্জায়। কিসে ভাগেরাজে ঠকা এ বিষম দায় ॥ অন্য রামা কহে পরে আপনার দুঃখ নয়নের নীরে ভাসে হয়ে অধোমুখ ॥ বলে আমি কণা সই পতিতো বামন। খেদেতে বিদরে বুক অরণ্যে রোদন॥ পতি সঙ্গে যদি করি একত্রে শয়ন। অঞ্চলে লুকায়ে থাকে হয়ে অদর্শন ॥ দেখিয়া তাহারে সখি মরিলো লজ্জায়। হাত ছোট বাঞ্ছা বড় এ বিষম দায় ॥ জনা রামা বলে সই ত্যজলো বিষাদ। একেতে পুরিল তব উভয়ের সাধ ॥ তোমার নজার সুখী যা দেখি কাহায়।

কোল শোভা মনোলোভা হেন কেবা গায়॥ আমি অতি দুঃখিনী যে আমার সমান। কাহারে নাহিক হেরি এমন নাতান॥ পতির পৃষ্ঠেতে কুঞ্জ অতি সুবিস্তার। বসিয়া থাকিলে হয় নুরদ আকার॥ চিত হয়ে শয়নেতে বাঁধা সে সর্ব্বদা। শটান না হৈতে পারে কুজে আছে বাধা॥ ঘোঙ্গা কড়ি মত রহে উবুড় হইয়া। দেখিয়া পতির রূপ মরিলো জ্বলিয়া॥ অন্য রূপবতী বলে কুজ্জা সই ভাল। আমি হেন রসিকা আমার পতি কালা॥ ঢাক ঢোল বাজাইলে না পায় শুনিতে। আঁধারে প্রমাদ বড় কৌতুক আলোতে॥ হাসিলে তাহার কাছে আর রক্ষা নাই। হৈরে চোরে ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষম বালাই॥ আর এক রামা কহে কালা মনোহর। কটুভাবে গালি দিলে না করে উত্তর॥ আমার সমান কেবা আছে নিরানন্দ। আমি হেন রূপবতী মম পতি অন্ধ॥ বিধাতা বঞ্চিত মোরে সদাই অসুখ। লজ্জায় কাহারে সই না দেখাই মুখ॥ বেশভূষা আভরণে হয়েছি বর্জ্জন। নয়ন দর্শনে অন্ধে কোন প্রয়োজন॥ অন্য রামা বলে অন্ধ বিধির লিখন। আমার সমান দুঃখি না দেখি কখন॥ কুরুণ্ডে কুরুণ্ডে পতি মুরত মুরতি। দেখিয়া আকার তার অঙ্গ দহে জ্যোতি॥ হেলে দুলে চলে পথে হেরে হাসি পায়। কোঁচরে তবিল করি সর্ব্বদা বেড়ায়॥ বসন আচ্ছাদি যদি হাটে বৈসে থাকে। তরমুচ ব্যাপারি তাকে বোধ করে লোকে॥ রতিরঙ্গ সে প্রসঙ্গ ভঙ্গ সেই কাজে। মরি মনঃ দুঃখে কথা নাহি কহি লাজে॥ বিধির বদনে ছাই কি বালাই জাই। রসিক সুজন পেলে তার সঙ্গে যাই॥ এই রূপ গোদা খোঁড়া হাবা বোবা আদি। সকলের নারী খেদ করে মরে কান্দি॥ তাহাদের খেদ শুনি এক রামা বলে। কান্দিলে কি হবে সই যা আছে কপালে॥ তোমা

যবা হৈতে তব আমি সুখি মানি। যুবক আমার কান্ত মুখে মিষ্ট বাণী॥ পরম পণ্ডিত কবি বিদ্যার সাগর। ধনেমানে কুলে শীলে আমার নাগর॥ পদ্যরস কাব্যরস রসবতি আর। এ সকল রঙ্গরস মুখাগ্রে তাহার॥ কতমত কথা কহে করিলে শ্রবণ। সর্ব্ব দুঃখ দূরে যায় হই হৃষ্ট-মন॥ তাহার শুনিয়া বাণী যত নারীগণ। ক্রোধিত হইয়া ঘরে যায় সর্ব্বজন॥ যায় যায় ফিরে চায় ভাসে অশ্রু-জলে। মন চুরি কৈল রায় অপাঙ্গের ছলে॥ রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ। শ্রীশ্যাম কহিল বাক্য কৌ-তুক বিলাস॥

রাজার আপন বাটীতে গমন।

পয়ার। এইরূপে নানারঙ্গে প্রেম আলাপনে। রজনী বঞ্চিল রায় নারীগণ সনে॥ প্রাতঃকালে উঠিয়া বাসর হইতে। চলিলেন বৃদ্ধ রাজা বৈসে যে স্থানেতে॥ পি-তারে প্রণাম করি ডাণ্ডাইল রায়। হেনকালে নারীগণ স-ম্বাদ পাঠায়॥ শয্যা তোলানীর টাকা দেও এইক্ষণে। নাহিলে হইবে দুঃখ সবাকার মনে॥ শুনি রাজা রঘুরাম হাস্য করি কয়। ইহার কারণ কেন করিতেছ ভয়॥ রাজা জিজ্ঞাসিল পরে জানিতে কারণ। বাসরে জাগিয়া ছিল নারী কয় জন॥ কৃষ্ণচন্দ্র কহে আমি করি অনুমান। একশত নারী ছিল মম বিদ্যমান॥ শুনি হরষিত রাজা মুদ্রা করে দান। জনে জনে শত শত স্বর্ণ মুদ্রা পান॥ কল্যাণ করিয়া পরে ঘরে সবে যায়। হেন কালে রঘুরাম মাগিছে বিদায়॥ কহে কুশণ্ডিকা আদি হইবে করিতে। বিদায় করহে ভাই মোরে অচিরাতে॥ হাসি দ্বিজ বলে বল এ আর কেমন। দরিদ্র পাইলে নিধি না ক্রুরে বর্জ্জন॥ এইস্থানে কুশণ্ডিকা করিয়া পূরণ। পরেতে গৃহেতে যাব

শুনহে রাজন ॥ রাজা বলে একথা অপ্রথা মনে হয়। গৃহে গিয়া কুশণ্ডিকা হইবে নিশ্চয় ॥ দ্বিজ বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার। আনিল মেলানি ভার আর নমস্কার ॥ কন্যারে জামতা সনে লইয়া ব্রাহ্মণী। আরণ বরণ করে চক্ষে বহে পানি ॥ যথা শক্তি অনুসারে রাখিল সম্মান। কি করে ধনেতে যার প্রিয়বাক্য দান ॥ রাজার হুকুম পেয়ে শত খানে জাদ। উঠিল রাজার ভেরী করি ঘোর নাদ ॥ পূর্ব্ব মত শত শত নহবত চলে। জয়ডঙ্কা রাম-বাশ বাজে আগুদলে ॥ দামামা দগড়া তুরি কাড়া ঝঙ্কা ঢোল। বাঁশি কাঁশি শত শত সুমধুর বোল ॥ সানাই ভো-তুঙ্গ বিনা রামসিঙ্গা বাজে। নকিব ফুকারে সদা জয় মহারাজে ॥ চতুর্দ্দোলে কৃষ্ণচন্দ্র করি আরোহণ। মহা পায়া পরে পদ্মা বসিলখভন ॥ রেসেলা চলিল সবে বাহিয়া বাহিনী। কতক্ষণে নিকেতনে গেল নৃপমণি। ঘরে গিয়া হুলাহুলি জয় রব করে। রাণী আসি পুত্রবধু উভয়েরে বরে রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ। শ্রীশ্যাম কহিছে কাব্য কৌতুক বিলাস ॥

রাণীর পুত্র বধুর বরণ।

পয়ার। হরষিতে রাজরাণী লয়ে এয়োগণ। পুত্রবধু উভয়েরে করেন বরণ ॥ পরেধান্য খুঁচি রাখি পদ্মার মাথায়। জাতিতে কাটিছে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ॥ দুগ্ধেতে আলতা গুলি রাখিয়া পাতরে। ডাঙাইল পদ্মাবতী চেং মৎস্য করে ॥ পরে জয়রব দিয়ে মঙ্গলাচরণ। বর কন্যা একঠাই বসিল দুজন ॥ কড়িলয়ে হাতাহাতি খেলে দুই জনে। যেমত আচার করে পূর্ব্ব নারীগণে ॥ তদন্তেতে [illegible] অন্য স্থানে। [illegible]

সবে জানে॥ ফুল সজ্জা অগ্রে সজ্জা পাঠায় ব্রাহ্মণ ভারে ভারে মিষ্টান্ন নানা আয়োজন॥ কোন নারী রাজারে দিতেছে যৌতুক। কেহবা করয়ে আসি পদ্মারে কৌতুক॥ ক্রমেতে পদ্মার সনে রাজার হৈল প্রেম। তিল অদর্শনে মনে হয় রায় ভ্রম॥ কাঁদা খোড়া খুদ মাগা ন রিন্থ রচিতে। কি করি বাড়িছে পুঁথি বিবাদ তাহাতে। কালীর চরণ রজ মাখি সর্ব্ব অঙ্গে। কৌতুক বিলাস শ্যাম রচে মনোরঙ্গে॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যভার।

পয়ার। হেনমতে কতকাল হয় অবসান। পরে রাজ রঘুরাম হইল নিদান॥ বিষম বিকার জ্বর নাড়ী সন্ধিহীন। দাহ আদি দোষ তাহে প্রকাশিল তিন॥ কত কবিরাজে রাজা দিল বহুধন। যে যা চাহে তাই পায় প্রাণের কারণ॥ আসন্ন হইলে কাল কে রাখিবে। সকলে কালের বস এবেত জানিবে॥ রঘুরাম রাজা হয় গঙ্গা লাভ কার। কৃষ্ণচন্দ্র করে তাঁর বিহিত সংকার॥ চন্দন কাষ্ঠেতে চিতা জ্বালাইয়া তার। পরে শ্রাদ্ধশান্তি করে যেরূপ ব্যবহার॥ সোণার সোরঙ্গ করে সম্ভ্রম প্রমাণ। সোণার ষোড়শকত কে করে বাখান। কাঙ্গালী বিদায় করে পিটাইয়া ঢোল। নগরে নগরে হৈল মহাজনরোল॥ ব্রাহ্মণে মোহর দান শূদ্রে মুদ্রা পান। ছোট বড় সর্ব্বজনে করে কল্যাণ॥ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় কাঞ্চি কাশী। সর্ব্বত্রের অধ্যাপক পত্র পায়ে আসি॥ মনোরম তা সবার করিয়া বিদায়। পরেতে কৌলিক করে কৃষ্ণচন্দ্র রায়॥ ভূরিভোজ সম রাজা করে আয়োজন। মাসাবধি জাতিজনে করান ভোজন॥ পরেতে আপনি কৃষ্ণ উৎকৃষ্ট ভাবিয়া। রাজা হইয়ে পিত সিংহাসনে গিয়া। পাত্রসব পালে

বিচারে পণ্ডিত। আপনিও পণ্ডিত পণ্ডিত সভা স্থিত॥ বর্ব্বর সহিত রাজা না কহে কথন। শিষ্টের পালন ভূপ দুষ্টের শমন॥ গুণবোদ্ধা অদ্বিতীয় এই বসুন্ধরে। যজ্ঞ দান পূজা রাজা অবিরত করে॥ শাসনে গো ব্যাঘ্র জল পিয়ে একঠাঁই। গুণের সাগর রাজা হেন আর নাই॥ পাত্র মিত্র ভৃত্যগণে সবে বুদ্ধিমান। নির্ব্বোধ হইলে তার দণ্ড হয় প্রাণ॥ কালিদাস বাণেশ্বর কবিচন্দ্র আর। ভারত অসিত নাথ পঞ্চরত্ন যাঁর॥ পূর্ব্বেতে বিক্রমাদিত্য নবরত্ন যেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্ন তাহার সমান॥ মহাসুখে মহারাজ সদা করে বাস। পণ্ডিত হইলে পার্শ্বে সদাই উল্লাস॥ নানা শাস্ত্র অধ্যায়ণ হয় সর্ব্বক্ষণ। শাস্ত্র উক্তি বিনা কথা না কহে রাজন॥ গ্রামবাসি লোকে যশ সদা কাল গায়। বলয়ে এমন রাজা না দেখি কোথায়॥ এই রূপে কত কাল গত হয় পরে। আসিয়া পণ্ডিত এক নদীয়া নগরে॥ জিনিয়া অনেক দেশ শেষ রাজপাঠে। আসিয়া সম্বাদ কহে রাজার নিকটে॥ শুনি তারে আসিবারে দিলেন আদেশ। কি হেতু আইলে তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন শেষ॥ পণ্ডিত কহিছে আমি দ্রাবিড় নিবাসী। বিচারের আশা করি তবস্থানে আসি॥ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র কাঞ্চি পারা। মগদ মথুরা মুরা কাশী ব্রজ আরা। হরিদ্বার কাংক্ষল হেংলাজ জলামুখী। নিম্নগিরি বিন্ধ্যগিরি কেতকী কে সখী॥ পত্রিকা কেদার আর নানাগুণি স্থানে। জয়ী হয়্যা আসিয়াছি তোমার সদনে॥ শুনি রাজা সমাদর করেন বিস্তর। নিরব হইল সব শুনি তাঁর স্বর॥ গভীর সাগর সম বচন প্রকাশ। রাজার সভাস্থগণে মনে পায় ত্রাস॥ প্রকারে জিনিলে সভা আর সভাজন। অপরুদ্ধ হয়ে ভূপ ভাবে মনে মন॥ কহিলেন পণ্ডিতেরে বাসায় যাইতে। বিচার হইবে কল্য তোমার সহিতে॥ এতেক কু-

হিল যদি রাজ্যের ঈশ্বর। তুষ্ট হয়ে বাসায় চলিল দ্বিজবর ॥ পারিষদ লয়ে রাজা ভাবে অনিবার। কিরূপে হইব জয়ী করিয়া বিচার ॥ জীবের সমান জীব দ্বিজের নন্দন। কার সাধ্য জিনে আর না দেখি এমন ॥ শ্রীশ্যামাচরণ বলে শুনহে ভুপতি। গোপাল নহিলে ইথে নাহি অব্যাহতি ॥

গোপাল ভাঁড়ের রাজসভায় গমন।

পয়ার। বাসায় আসিয়া দ্বিজ বসিল তখন। এখানেতে নরপতি অতি মৌন মন ॥ কেমনে রহিবে মান কে করিবে ত্রাণ। বলে এতদিনে নষ্ট হইল গুমান ॥ এইরূপে সে দিবস রজনী প্রভাতে। পুনশ্চ আসিল দ্বিজ রাজার সভাতে ॥ দেখিয়া তাহারে সবে হয় মৌন মন। খগপতি দেখিয়া যেমন নাগগণ ॥ পণ্ডিত কহিছে হাসি ওহে মহীপাল। বিচার করিতে বুঝি উপযুক্ত কাল। রাজা বলে অদ্য ফিরে যাওহে বাসায়। কল্য হইবে বিচার আমার সভায় ॥ পণ্ডিত কহিছে ভাল কল্য জানা যাবে। হারিলে হইব দাস হারালে কি হবে ॥ রাজা বলে অর্দ্ধ রাজ্য দিব আমি দান। শুনি হরষিতে কবি বাসস্থানে যান ॥ এখানে বিষাদ ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কি রূপেতে এইবার মান রক্ষা পায় ॥ হেনকালে গোপাল আসিল সে সভায়। গললগ্ন কৃত্তবাসে সম্মুখে দাঁড়ায় ॥ চরণে শরণ লয় অষ্টাঙ্গে প্রণতি। ভাল মন্দ কোন কথা না কহে ভূপতি ॥ গোপাল কহিছে রাজা এ কেমন ধারা। আজি কেন সদানন্দ নিরানন্দ পারা ॥ রায় বলে কি আর বলিব আমি বাণী। এতদিনে নষ্ট হইল যাছিল গুমানি ॥ কহিল গোপাল কহ শুনি আর কেমন। ভুপতি কহিল তারে সব বিবরণ ॥

হাসিয়া গোপাল বলে এই সে কারণ। অতি অল্প দায়ে কেন বিষাদ রাজন॥ আজ্ঞা দেহ এইক্ষণে জিনিব তাহারে। তোমার দাসের দাস আমারে কে পারে॥ রাজা বলে পাগলের প্রায় কহ কথা। কিসে তুমি জয়ী হবে খেয়ে মোর মাথা॥ গোপাল কহিছে রাজা বুদ্ধি বলবান। কি করে পণ্ডিতে বুদ্ধি সারদা সমান॥ শুনিয়া প্রশংসা রাজা করেন তাহার। তোমার সমান বন্ধু কে আছে আমার॥ সুখের সকলে ভোগী দুঃখে মাত্র তুমি। বিনা মূল্যে তব স্থানে বিক্রীত হৈ আমি॥ গোপাল কহিছে ভূপে কিঙ্করে এমন। কহিছ বচন তুমি কিসের কারণ॥ এই আমি চলিলাম জিনিতে পণ্ডিত। এখনি সংবাদ পাবে আসিব ত্বরিত॥ এতবলি গোপাল চলিল নিজবাস। দ্বিজ শ্যাম কহে পরে কৌতুক বিলাস॥

গোপালের পণ্ডিতের বাসায় গমন।

পয়ার। ঘরে গিয়া চিন্তাকরি মনেতে রসাল। ধরিল দ্বিজের বেশ সুবেশ গোপাল॥ গলে উপবীত মোটা দীর্ঘ ফোঁটা ভালে। পরিধান পট্টবাস করে কমণ্ডলে॥ আর এক দাস ভাঁড় সংহতি লইয়া। চলিল তাহার মাথে তল্পি চাপাইয়া॥ আপনি খাটের খুরা ভাঙ্গি নিজকরে। শত বস্ত্র জড়াইল সেই গ্রন্থ ঘিরে॥ খট্টাঙ্গ পুরাণ কক্ষে করিয়ে যতনে। যাইল গোপাল ভাঁড় দ্বিজ বিদ্যমানে॥ বসিয়া পণ্ডিত করেন তৈল মর্দ্দন। হেনকালে গোপাল দিলেন দরশন॥ কহিল ভূপাল দিল মোরে পাঠাইয়ে। দ্রুতগতি যেতে হবে তোমারে জিনিয়ে॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ শুনিছি আপনি। কেমন বিচার কর যাব তাহা শুনি॥ বিজয় নাহিক সয় আছে ছাত্রগণ। চাতকের প্রায় করে

পথ নিরীক্ষণ ॥ আমি গিয়া বেদ আদি দরশন হয়। পড়াইলে তবে তাহাদের তৃপ্তি হয় ॥ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রে নিত্য নিত্য পাঠ চাই। বেদান্ত করিল অন্তঃ এমনি পড়াই ॥ পণ্ডিত কহিছে তুমি কোন শাস্ত্র জান। গোপাল কহিছে আমি সকলে প্রধান ॥ চারি বেদ ভেদ ষড় দরশন আর। চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ধর্ম্ম মুখাগ্রে আমার ॥ অষ্টাদশ পুরাণোপ পুরাণ কে ধরে। চতুঃষষ্ঠী তন্ত্রমন্ত্র জিহ্বাযন্ত্র পরে ॥ বড়াই না করি দ্বিজ না ভাবিহ দেষ। বিচার হইলে পরে জানিবে বিশেষ ॥ শুনিয়া ভাবিছে দ্বিজ এই সে কারণ। বড়ই পণ্ডিত বলে পাঠালো রাজন ॥ গোপাল কহিছে দ্বিজ করহে বিচার। দ্বিজ কহে ক্ষণেক বিলম্ব কর আর ॥ মর্দ্দন করেছি তৈল নাহি করি স্নান। কেমনে বিচার বল পাইব কল্যাণ ॥ গোপাল কহিছে তৈল তিলকো সম্ভবে। নতৈল সার্ষপং তৈলং শ্রুতিতে প্রভবে ॥ শুনি দ্বিজ বলে প্রশ্ন অগ্রে কহ তুমি। পুরিব অবশ্য যাহা জানে পাই আমি ॥ শ্রীশ্যাম কহিছে দ্বিজ এইবার দায়। কহিলে তাহার প্রশ্ন উত্তর কে পায় ॥

কমল কুম্ভয়োদ্বন্দঃ উভয়োশ্চ পরস্পরং।
শুভাশুভা বভৎ ভেদং নিশ্চিতং ব্রুহি মে নৃপ ॥

ত্রিপদী। গোপাল কহিছে শুন, হয়ে অতি বিচক্ষণ, আমার প্রশ্নের বিবরণ। বারিকুম্ভ পরস্পরে, উভয়েতে দ্বন্দ করে, বলি শুন তাহার কারণ ॥ কলসী জলেরে কয়, তুই অতি দুরাশয়, তোর তরে মোর অপমান। আজি ভূমি কাটি মোরে, কুমারে মস্তকে করে, আনে ঘরে হয়ে গীবধাম ॥ এটো হাঁড়ি সমির্ভারে, পণে মোরে দগ্ধ করে, শেষে এসে বাজারে সাজায়। কি হিন্দু কি মসলমান, যে জল বিলনিতে যায়, আগে গিয়া আমারে বাজায় ॥ সদাই

না হৈলে পরে, রাখি যায় পুন ফিরে, দ্বিজ পরে আনে কড়ি দিয়া। তখন হৈলে পরশ, কেহ নাহি ধরে দোষ, অপমান তোমার লাগিয়া॥ তুই যেই সঙ্গীহলি, শূদ্রে ছুঁলে দেয় ফেলি, বড় অপবিত্র তুই বারি। জল কহে দুর দুর, তুই মাটি মৃতাসুর, তোর তরে এদুঃখ আমারি॥ আমি অপো নারায়ণ, জীবের হই জীবন, আমা বিনা তৃপ্ত কোন জন। দেখ এক সরোবরে, স্নান করে পরস্পরে, নানা জাতি অভেদ্য যবন॥ আমাতে উচ্ছিষ্ট ফেলে, পুনঃ দেখ সেই জলে, দ্বিজগণ করিছে তর্পণ। হেন শুদ্ধ সত্ব আমি, মহা অপবিত্র তুমি, সঙ্গদোষে গুমান ভঞ্জন॥ অপবিত্র যদি থাকে, জলে ধৌত করে তাকে, আমাবিনা কে আছে এমন। তুইতো অধম মাটি, পোড়ালে না হয় খাঁটি, ধিক তোরে ওরে অভাজন॥ এইরূপে দুই জনে, বাড়ে দ্বন্দ্ব সর্ব্বক্ষণে, কেবা শুদ্ধ কেবা অপবিত্র। দ্রুতগতি কহ তুমি, শুনিয়া যাইব আমি, পড়াইতে আপনার ছাত্র॥ শুনে হয় চমৎকার, হিতে বিপরীত তার, কারে ভাল মন্দ করে কারে। যদি পাত্র মন্দ হয়, পূর্ব্ব কথা মিথ্যা নয়, বারি বিষ্ণু জানে এসংসারে॥ ইহা ভাবি চিন্তাকুলে, গোপালের প্রতি বলে, এইক্ষণে যাও নিকেতন। এখন সময় নয়, স্নান পূজা নাহি হয়, বৈকালেতে করিব পুরণ॥ গোপাল হাসিয়া মনে, রহিলেন সংগোপনে, হেতা দ্বিজ ভাবে মনে মন। কোন শাস্ত্রে নাহি পায়, এযুক্তি ঘটনা দায়, কিসে আমি করিব পূরণ॥ পরেতে পাইব লাজ, এই স্থানে নাহি কায, চল ভাই যাই নিজ দেশে। এত বলি নিজগণ, লইয়া চলে ব্রাহ্মণ, গোপাল দেখিয়া তাহা হাঁসে॥ আসিয়া রাজারে কয়, ভয় ত্যজ মহাশয়, পরাজয় হইল সেজন। ছাড়িয়া নদীয়া পুর, গেল সে অনেক দূর, রাজা বলে কিসের কারণ॥ গোপাল বিশেষ বলে,

শুনে প্রশংসে সকলে, রাজা দিল মুকুতার হার। দ্বিজ শ্যাম কহে ভূপে, যেন তেন কোন রূপে, মান রক্ষা হইল এবার ॥

রাজার সহিত জহরির মিলন।

পয়ার। এক দিন মাহারাজা বসিয়া সভায়। পাত্র মিত্র ভৃত্যবর্গ রয়েছে তথায় ॥ হেনকালে তথায় এক জহরি সুজন। আসিয়া রাজার স্থানে দিল দরশন ॥ কাশ্মীরনিবাসি তার নাম মহোরাম। বহু মুল্য লোষ্ট্র বিকি কিনি তার কাম ॥ গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ভালে অর্দ্ধচন্দ্র। দেখিয়া হরিস হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ॥ কহে রাজা বলদেখি কিবা সমাচার। কি কারণ আগমন সভাতে আমার ॥ জহরি বলয়ে আমি করি জহরির। বিক্রী আশে এসে দাস হুজুরে হাজির ॥ রাজা বলে যদি তব লোষ্ট্র থাকে ভাল। তবে তো লইব ভাল হীরার প্রবাল ॥ শুনিয়া রাজার আজ্ঞা সে-জন ত্বরিত। বাহির করয়ে হীরা অতি সচকিত ॥ নৃপতি কহেন মূল্য যথার্থ ইহার। যা হয় নিশ্চয় কহ অগ্রেতে আমার ॥ জহরি বলিল মূল্য পঞ্চাশ হাজার। শুনিয়া হইল ক্রোধ সুবোধ রাজার ॥ রাজা বলে ব্যাপারির মিথ্যা কথা ধর্ম্ম। যথার্থ কহিলে তাহে হয় কি অধর্ম্ম ॥ জহরি বলিছে কেন হেন আজ্ঞা প্রভু। রাজা বলে অসঙ্গত সহ্য নহে কভু ॥ তোমার পাথর হইতে সওয়া অনুভব। দশ সহস্রে লইলাই আর কিবা কব ॥ তাহাকে এতেক কর এখানে চাতুরি। তোমাহেন কত ঠক দেখেছি জহরি ॥ রাজার বচন শুনি জহরি তখন। গলে বস্ত্র দিয়া কহে বি-নয় বচন ॥ শুন শুন ঠাকুর দাসের নিবেদন। কেমন তো-মার হীরা করিব দর্শন ॥ হাসি রাজা আপনার হীরা বাহির করে। দেখ দেখি বলে দিল জহরির করে ॥ জহরি

হরির। অর্চ্চনা করিছে তেঁহ খণ্ড পরশুর ॥ এক কুশা-
সনে বসি ধ্যান করে হরে। আর এক কুশাসন রাখে তথা-
কারে ॥ কিজানি কখন যদি আসে কোন জন। বসিবার
তরে তার রাখিল আসন ॥ হেনকালে বাণেশ্বর তথা
উপনীত। দেখিয়া ব্রাহ্মণ তেঁহ কহিছে ত্বরিত ॥ ইদংকু
শাসন বলে অঙ্গুলী হেলায়। বৈস এই অনুভব তাহাতে
তোমায় ॥ শুনিয়া পণ্ডিত তারে কহেন বচন। ইদংকুশাসনং
বলে করিল গমন ॥ রাজার সহিত নাহি করে সম্ভাষণ।
ক্রোধ মনে নিকেতনে গেলেন ব্রাহ্মণ ॥ ইহার ভাবার্থ
তেঁহ বুঝিতে নারেন। গুণ বোদ্ধা মহারাজা ইঙ্গিতে বু-
ঝেন ॥ ইদংকুশাসনং মম মিথ্যা ইহা নয়। কুশাসন থাকিলে
এমন মাখি হয় ॥ ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু জানে জগজ্জন।
না কৈল প্রণাম বেটা কিসের পুজন। উঠিয়া না অভ্যর্থনা
রাজবরে করে। তেকারণ কুশাসন গালি দিল মোরে ॥
এতভাবি ক্রোধে রাজা হৈল হুতাশন। ইঙ্গিত করিয়া
দূতে কহেন বচন ॥ বুঝিয়া রাজার ভাব আসি জমদ্দার।
ঠেকামেরে লয়ে যায় গলেধরে তার ॥ মুড়ায়ে মস্তক
তারে গাধাতে চড়ায়। ভ্রমণ করান দেশে পাদুকা
গলায় ॥ দেখে বাণেশ্বর হয় অতি হৃষ্টমন। রাজারে প্র-
শংসা করে আসিয়া তখন ॥ লুঠেনিল জহরির ছাছিল
কল। শ্রীশ্যাম করিছে কর্ম্ম অনুযায়ি ফল ॥

হরিঘোষের কথা।

পয়ার। গুণবোদ্ধা দোষ বোদ্ধা রসময় রঙ্গে। কহিতে
পারিলে কথা ঋদ্ধি পায় দোষে ॥ জহরি উত্তর কিছু না
করিল আর। তাহাতে বাড়িল ক্রোধ সুবোধ রাজার ॥
যদি সমউত্তর করে কিম্বা গালি দেয়। উত্তর পাইলে
রাজা সন্তোষ তাহায় ॥ যেইনর নিরুত্তর হয়তো হজুরে।

প্রস্তর দেখে করে নিরীক্ষণ। মনেং দোষ তার ভাবে অনুক্ষণ।। ক্ষণেক বিলম্বে কহে শুন মহারাজ। সহস্র মুদ্রায় এ হীরায় নাহি কাজ।। হাসি রাজা বলে কেন ইহার কি দোষ। তোমার প্রস্তর নাকি এমতে স্বরস।। জহরি বলেন রাজা মড়া তাজা সম। কখন না হয় তুল্য সত্ত্ব আর তম।। রাজা বলে সে কেমন কহ বিবরণ। শুনি করযোড়ে গুণে করে নিবেদন।। আমার জহর পাকা নির্দ্দোষ প্রস্তর। তোমার হীরায় আছে কীটের গহ্বর।। ভিতরে কোঁফর আছে উপরে উত্তম। এইতো প্রস্তর তব কেবল কৃত্রিম।। তবে হয় প্রত্যয় যদ্যপি ভাঙ্গা যায়। শুনি রাজা আজ্ঞা দিল ভাঙ্গিতে তাহায়।। লাইর উপরে রাখে উভয় জহর। লোহার মুদ্গর মারে তাহার উপর।। ফাঁপা ছিল রাজার প্রস্তর চূর্ণ হয়। নীরাট পাথর লাইর ভিতরেতে যায়।। হাস্য মুখে জহরি তো বলিছে বচন। নয়নে দেখিলে লোষ্ট্র চিনি ততক্ষণ। রাজা বলে তুষ্ট হই তব গুণপণে।। চিরদিন রহ তুমি মম সন্নিধানে। যখন যে প্রয়োজন হইবে যেখানে। ইঙ্গিতে কহিবে তুমি আমারে গোপনে।। জহরির বহু বিদ্যা ছিল আগামেতে। মজিল দোহার মন দোহার সহিতে।। এক স্থানে স্নান পূজা আহার শয়ন। গোপনে দুজনে হয় কথোপ কথন।। এইমত ছয়মাস হয় বহির্গত। তিল অদর্শনে মনে রাজা বিষাদিত।। বাড়িল অধিক প্রেম মহারাজ মনে। গুণবোদ্ধা সেইজন মানেগুনিজনে।। শ্রীশ্যাম কহিছে প্রেম অধিক যে খানে। দারুণ বিচ্ছেদ তাই ঘটে সেই স্থানে।।

রাজার প্রতি জহরি শাসন।

পয়ার। এক দিন মহারাজ স্নান করি পরে। ইষ্টদেবে পূজা করে বসিয়া মন্দিরে।। উপহার লয়ে বৈসে খাবে

প্রারেক বদন তার ভূপতি না হেরে। দানেতে অতুল রাজা দাধিচি সমান। সুচ্ছন্দ কহিলে কথা সে পায় কল্যাণ। হয় হস্তি আভরণ শিরোপা তাহারে। কথায় উত্তর যেক্ ভাল দিতে পারে॥ দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন। নীচের নাহিক রাখে রাজা বহুধন॥ সকল গুণের সিন্ধু দ্বিজ দ্বিজরাজ। কর্ণভারি কলঙ্কতা নিদারুণ কায॥ যদ্যপি শ্রবণ করে রাজা গুণা কর। অমুকের গাবি ধান্য জামাই বিস্তর॥ কোন মতে সরকারে দাখিল করিতে। সর্ব্বক্ষণ অন্বেষণ করে রাজা চিতে॥ ছল অন্বেষণ করে তিলে পাড়ে তাল। দেয়ান নায়েব তারা বাড়ায় জঞ্জাল॥ কিন্তু যদি সেই জন কথাকহে ভাল। আগে তারে ধনদান করেন ভূপাল॥ তাহার প্রমাণ শুন বাস সেই গ্রাম। জাতিতে গোয়ালা তার হরিঘোষ নাম॥ হইবে হাজার গাভি বলদ বিস্তর। কোন জন কহিয়াছে রাজার গোচর॥ শুনি রাজা একদিন কহিলেন তারে। ভাল দধি কল্য কিছু দিবেরে আমারে॥ শুনিয়া গোপের সুত হয়ে হরষিত। দুগ্ধ অন্বেষণে যান পাঠাতে ত্বরিত॥ যে গাভির গণ্ডগোলে অগ্রে দুগ্ধছিল। খেড়ো হয়ে ক্রমে তার এক পোয়া হৈল॥ এ হেন দুগ্ধের দুগ্ধ করি অন্বেষণ। সাঁজা মিশাইয়া দধি পাতিল সেজন॥ পরে সেই দধি লয়ে দেয় রাজ্যেশ্বরে। ভোজন সময় দধি আহোরণ করে॥ কোন দোষ দধির ভূপতি নাহি পায়। কহিতে অকথ্য কথা কথন বৃথায়॥ রাজা বলে ওরে বেটা গোয়ালার সুত। তোর দধি খেয়ে আমি হয়েছি বিস্মৃত॥ কিজানি কি মিসাইয়ে দধি দিলি মোরে। চুলকায় বদন সদা কি কহিব তোরে॥ ওলকচু কিবা দধি বিষের ভাবণী। মারিতে আমারে বেটা দধি দিলি আনি॥ কি জানি কি দিলি ইথে কেমন হৈল। খাইয়া তোমার দধি বুঝি প্রাণ গেল॥ অরে

দুরাচার এমন করম। ব্রহ্মবধ হেতু তোর নাহিক শরম॥ শুনরে কোটালগণ আমার কথায়॥ ঘর বাটী নেবেটার লুঠে লয়ে আয়॥ শুনে করযোড়ে ঘোষ করে নিবেদন। নিশ্চয় জানিল ছল করেন রাজন॥ কোন বেটা কাণ ভারি করেছে রাজার। তাহার কারণ মোরে হেন ব্যাবহার॥ হরি বলে শুন নৃপ করি নিবেদন। মুখের দুর্গতি নহে দধির কারণ॥ নৃপ বলে দুষ্ট বেটা তথাপি না মানে। দধিতে চুল্কায় মুখ আগে কেবা জানে॥ নৃপেরে কহিছে গোপ শুনহে কারণ। আমার গৃহেতে আছে অনেক গোধন॥ কোন দিন মহারাজ দেখে শুনে-ছেলে। সেই সে কারণ প্রভু মুখ চুল্কাইলে॥ অধিক দেখিয়া গাভি বলদেরগণ। তেকারণ ঠাকুরের চুল্কাছে বদন॥ শুনে সভা সদ করে মহা হাস্য রব। হৃষ্ট হয়ে নৃপ তারে দিলেন বিভব॥ নৃপতির কথায় যেবা দেয় প্রত্যু-ত্তর। মহাহৃষ্ট হয় নৃপ তাহার উপর॥ কটুভাসে গালি যদি উত্তর সে হয়। তাহাতে অধিক তুষ্ট রাজা মহাশয়॥ এইরূপ এক জনে কহে অনেকেরে। কটুভাষে পরিতোষে সেই নৃপবরে॥ তাহার বিশেষ কিছু কহি বিবরণ। দেবলে যে রূপ কৃপা করিল রাজন। রাজাকৃষ্ণ চন্দ্রের কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ। কৌতুকে কহিছে শ্যাম কৌতুক বিলাস॥

দেবল ব্রহ্মণের সহিত রাজার কথোপকথন।

পয়ার। অশ্বপৃষ্ঠে নগরেতে ভ্রমেণ রাজন। দেখেন প্রজার নীতি সুরীতি কেমন॥ বহুরূপে গুপ্তবেশে ভ্রমে মহী পাল। ধরিতে ছেঁচর চোর ডাকাতি হেনাল॥ নয়নে না দেখে লোকে নাহি দণ্ড করে। একারণ দোষ গুণ সর্ব্বজনে হেরে॥ নিজ রাজধানী সীমা করি পর্য্যটন।

আপন বাটীতে পুনঃ করেন গমন ॥ হেনকালে রাজার দেবল পুরোহিত। শালগ্রাম শিলালয়ে যাইছে ত্বরিত ॥ যাইতে দৈবের দোষ দিশা তার পায়। ঠাকুর বান্ধিয়া পৃষ্ঠে বসিল তথায় ॥ নামাবলী কোশা কুশী সহ নারায়ণ। পৃষ্ঠেরাখি দ্বিজ করে স্বমলনর্জ্জন। এহেন সময় তারে হেরে নৃপবরে। অরুণ জিনিয়া আঁখি তারে দৃষ্টিকরে ॥ কোপ দৃষ্টে চাহি ভূপ করেন গমন। দেখিয়া দ্বিজের ঘোর সুখায় জীবন ॥ আকাশ পাতাল দ্বিজ ভাবিছে সাগর! উঠিল গুহ্যের মল মাথার উপর ॥ হয় প্রাণযাবে নহে সর্ব্বস্ব হরণ। বিধাতার বাজি আজি কে করে মোচন ॥ সাত পাঁচ দ্বিজকত ভাবে মনে মনে। হেনকালে রাজদূত আইল সন্নিধানে ॥ হাত পা বান্ধিয়া তারে লয় চারিবীর। মহাশয়ের পড়ো যেন হুজুরে হাজীর ॥ লইয়া রাজার স্থানে করে সমর্পণ। শ্রীশ্যাম কহিছে রঙ্গ শুন সর্ব্বজন ॥

দেবলকে ভূপতির ভৎর্সনা।

ত্রিপদী। রাজাবলে ওরেবেটা, হেন বুদ্ধি তোরে কেটা, দিয়াছেরে দুষ্ট দুরাচার। হইয়ে দ্বিজের সুত, কর্ম্ম চণ্ডালেরমত, আজি তার দিব প্রতিকার ॥ ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিজ্ঞ জানি, করিলাম তোরে আনি, আপনার দেবল পুজরি। ছি ছি ধিক তুই হেন, না দেখি নহে শ্রবণ, হারে ওরে নষ্ট ভ্রষ্টা চারি ॥ বিনা স্নানে নারায়ণ, নাহি করে পরশন, তুই একি করিলি কুকর্ম্ম। দেখে তোর পাপ মুখ, ক্রোধেতে কাঁপিছে বুক, শুনিয়া জল্লাদে বুঝে মর্ম্ম ॥ ধরেতার দুই করে, তখনি বন্ধন করে, লয়ে যায় যেদিকে মশান। শ্রীশ্যামাচরণ ভণে, কথা যে কহিতে জানে, কে বধিতে পারে তার প্রাণ ॥

পুজারির রাজার প্রতি প্রত্যুত্তর।

পয়ার। যোড়করে দ্বিজবর করে নিবেদন। দোহাই ঠাকুর কিছু করুন শ্রবণ॥ রাজা বলে কুলাঙ্গার কি বলিবি আর। তোরে দেখে ক্রোধ মম বাড়িছে অপার॥ দ্বিজ কয় মহাশয় অশ্বের উপর। আশোয়ার হয়ে যবেভ্রমেণ সহর॥ অশ্ব পৃষ্ঠে নানাস্থানে করেন ভ্রমণ। সদাই তাহার পরে আপনা আসন॥ ঐ কালে দিশা যদি তেজে তব হয়। সে কালে কি পৃষ্ঠেহতে নাম মহাশয়॥ রাজ বলে অশ্বের তুলনা কিবা ইথে। দ্বিজ বলে মহারাজ বুঝনিজ চিত্তে॥ ব্রাহ্মণ দেবের ঘোড়া বিশেষ দেবল। এহয় বিজনে হয় শিলাতো অচল॥ স্থানান্তর যাইতে হইলে শিলা চাহে। এই তুরঙ্গমে দেবে সর্ব্বদেশে বাহে॥ অতএব দেবতার ঘোড়াতো ব্রাহ্মণ। বিচার করিয়া দেখ পণ্ডিত সুজন॥ ইতে যদি কোন মতে রহে মোর ত্রুটি। তবেত পাইব দণ্ড নহিলে না ঘাটি॥ অশ্ব কভু [illegible]র না নাম্বয়ে নাদে। দেব অশ্ব মেদে কেন পড়িল প্রমাদে॥ হাঁসিয়া কহেন রাজা শুন সভাজন। কি বল বলিল এই বিটল ব্রাহ্মণ॥ শুনিয়া সভাস্থ জনে করে হাস্যধ্বনি। নৃপ তারে দান করে তখনি অমনি॥ খুসিহয়ে দ্বিজবর যায় নিজ বাস। দ্বিজ শ্যাম বলে এই বিষাদে উল্লাস॥

রাজা দ্বিজগণকে নবাবের নিকট প্রেরণ ও মনেতে বিষাদ।

পয়ার। এক দিন নবাব কহিল নৃপবরে। পাঠাবে পণ্ডিত গণ আমার হুজুরে॥ বিদ্যাবান ধীরবুদ্ধি জ্যোতিষে পারক। অবশ্য পাঠায়ে দিবে সেই সব লোক॥ শুনেরাজা [illegible]হয় না জানে কারণ। দেখে দেখে দ্বিজগণ করে নিম

গণ ॥ পাঠান মুরশিদাবাদে পণ্ডিতের গণ। নবাব সংবাদ পায়ে পুলকিত মন॥ আপনি আসিয়া লয়েযায় দ্বিজ-গণে। বাসায় বসায় সবে করিয়া যতনে॥ দ্বিজগণ বলে কি হেতু মহাশয় অপনা। এখানে আসিতে আজ্ঞা করিলে আপনা॥ নবাব কহিছে সবে পণ্ডিত তোমরা। কহ হে জ্যোতিষে বেবো আছ তৎপরা॥ ভূমিকম্প কবে হবে করয়ে গণন। নহিলে বন্দিগণের দলে করিব বন্ধন॥ শুনি য়াছি গ্রহণাদি বৃষ্টি বন্যাগণ। এ সকল জ্যোতিষে তো-মরা সবে গণ॥ আমার যে এই প্রশ্ন করিবে পূরণ॥ নিষ্ক-রেতে দিব রাজ্য আর বহু ধন॥ যদি নাহি পার কেহ ইহা গুণিবারে। খায়াইব ধান্য সবে রাখি কারাগারে॥ শুনিয়া পণ্ডিত গণের উড়িল পরাণ। হরিষে বিষাদ হৈল ধড়ে নড়ে প্রাণ॥ কারসাধ্য ভূমিকম্প করিবে গণন। জ্যোতিষে সন্ধান নাহি পাবে কোন জন॥ নিশ্চয় জা-নিল সবে নিকট মরণ। প্রাণের কারণ তারা করিছে রো-দন॥ নবাব কহিছে দ্বিজ ভাবহ উপায়। পার কি না পার তাহা কহতো আমায়॥ দ্বিজগণ বলে স্বর্গবর্গ মোরা গুণি। পাতাল বর্গের কথা কিছুই না জানি॥ শুনি ক্রোধে তাহাদিগের কাঁপয়ে শরীর। ইঙ্গিতেতে জমাদ্দার হু-জুরে হাজির॥ ধরেং দ্বিজগণে রাখে কারাগারে। হাতে পায় বেড়ি দড়ি যেন বান্ধে চোরে॥ কয়েদ রাখিয়া ধান্য করান ভোজন। দুই দিনে দ্বিজগণে অর্দ্ধেক নিধন॥ এখানে সম্বাদ পায় সুবোধ রাজন। ভাবে ব্রহ্মবধ হৈল আমার কারণ॥

গোপালকে পরিচয় দেওন।

পরায়। আমি যদি নাপাঠাই এতেক পণ্ডিত। তবে কেন ঘটিবেক হেন বিপরীত॥ নিশ্চয় আমার লাগি ব্রহ্ম

হত্যা হয়। আমার জীবনে আর নাহি কল্যোদয়॥ এত বলি অন্বেষণে রহে নৃপবর। সদাই বিরস মন বদনে নি-স্বর॥ কি করিব কি হইবে কে রাখে এদায়। হেনকালে গোপাল গিয়ে সভায় জানায়॥ দেখিয়া কৌতুক রাজা রয় অধোমুখ। গোপাল কহিছে রায় আজি কিবা দুঃখ॥ কত মত রঙ্গ ভঙ্গ করে নৃপসঙ্গে। তুষানল সে সকল দহে তার অঙ্গে॥ খেদে রাজা বলে মোর ভাল নাহি লাগে। এরূপর যেতে হবে শমনের আগে॥ হেন নিদারুণ কথা শুনিয়া গোপাল। করযোড়ে কহে কথা যা হয় রসাল॥ কহে সদানন্দ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি। বল কি ভাবনা তব হয়েছে উৎপতি॥ শুনি রাজা সবিশেষ বলেন তখন। পয়ার প্রবন্ধে শ্যাম কহেন কারণ॥

দ্বিজের বিশেষ ভূপতি বলে। অমনি ভাসিছে নয়ন জলে॥ বলে কিকহিব তোমারে আর। ব্রহ্মজাতির নাহিক নিস্তার॥ নবাব দুরন্ত যবন জাতি। সেই সে দিলেক এত দুর্গতি॥ দ্বিজের চাহিনু করিতে হিত। দৈবেতে ঘটিল যে বিপরীত॥ গোপাল কহিছে রাজন বীর। কি হবে হইলে বল অস্থির॥ সতত চাঞ্চল্য মেধাকে নাশে। অস্থিরে কখন যুক্তি না আসে॥ মন্ত্রিকে লইয়ে বিচার কর। মন্ত্রি গুণে দুঃখেতে হয় পার॥ এইতো সামান্য কিবা এদায়। যুক্তিতে বিগুণ সকল যায়॥ প্রতাপরুদ্র নামে নরপতি। মন্ত্রির গুণেতো জিনিল ক্ষিতি॥ মন্ত্রির মন্ত্রণ সমান আর। জগতে তুলনা নাহিক তার॥ হইলে দুষ্কৃতি তরয়ে ভবে। মন্ত্রণা করহে উদ্ধার হবে। রাজা বলে হে কহ আরবার। কি রূপে মন্ত্রী করিল উদ্ধার। শুনিয়া গোপাল কহিছে বাণী। এক মনে শুনিছে নৃপমণি।

ত্রিপদী। দক্ষিণ দেশেতে স্থিতি, প্রতাপরুদ্র আখ্যাতি,
নরপতি অতি দয়াবান। পুত্রসম প্রজাপালে, রাজা রহে
কুতুহলে, পাত্র মিত্র সবে জ্ঞানবান॥ দুই পাটরাণী তার,
একের এক কুমার, অন্যজনে একটি সন্ততি। নি
পদ সে নগরে, কেহ নাহি আঁটে তারে, মন্ত্রী তার বুদ্ধে বৃহ
স্পতি॥ তাহার মন্ত্রণা তরে, সদা সুখে রাজ্যেশ্বরে, রাজ্য
মন্ত্রিগণ বশীভূত। রাজা তার আজ্ঞা বিনে, কার কথা
নাহি শুনে, মন্ত্রি তার তেমনি সুহৃত॥ একদিন দৈব
দোষে, বর্গিগিয়া সেই দেশে, মহামার করিল বিস্তর
রাজার সামন্ত যত, সকল করিল হত, শেষে পলাইল নৃপ
বর॥ মন্ত্রিলয়ে সমির্ভারে, যাইল সে স্থানান্তরে, রাজ
শোকে রাজার বিষাদ। রাজা বলে মন্ত্রিবল, কেমনে
হবে কুশল, না কহিলে হৈল প্রমাদ॥ শুনিমন্ত্রি তারে কয়
মহারাষ্ট্রে মহাশয়, চল যাই যথা রিপুরয়। আগে গিয়া
দন্য ভাবে, কিছু তুমি মাগি লবে, শেষে দিব প্রতিফল
তায়॥ করিবে স্থির মন্ত্রণা, দ্রুতচল দুই জনা, উপনীত
বর্গীর প্রদেশে। যাইয়া রাজার দ্বারে, এ রাজা খবর
করে, যাইবারে আজ্ঞা হয় শেষে॥ শুনি আনন্দিত হয়ে
নিজ মন্ত্রি সঙ্গে লয়ে, মহারাজ হাজির সভায়। দেখে যে
রাজার সভা, বিশ্বজন মনোলোভা, বুঝি হেন না আছে
কোথায়॥ দেখিয়া প্রশংসা করে, বলে ধন্য সে রাজারে
ভালনীতি চরিত্র তাহার। অমর ভুবন হেন, সুজনে আছে
সাজন, চারি মন্ত্রি বসিয়া রাজার॥ বুদ্ধেতে সাগর প্রায়
সভাস্থ যত সভায়, ডাড়াইয়ে নায়েব দেয়ান। কত চো
চোপদার, সংখ্যা কে করিবে তার, হাজার২ ভৃত্যগণ
আজ্ঞা বহ সবে রহে, ইঙ্গিতে বচন কহে, নাহি সহে রাজ
উচ্চধ্বনি। প্রতাপরুদ্রে হেরে, কহে পাত্র মৃদুস্বরে, কি
হেতুক আইলে আপনি॥ না কহিতে নৃপবরে, মন্ত্রি নিজ

ন করে, যে, রূপেতে রাজত্ব বিনাশ। বলে প্রভু তব আজ্ঞা, হইল বিগুণ ভাগ্য, পেয়ে মনে বড়ই তরাস॥ তোমার কিঙ্কর জন, লুটিল রাজত্ব ধন, তুমি নাহি দিলে কোথা পাব। যেজন হয় ভক্ষক, সে বিনা নাহি রক্ষক, দয়া না হইলে কোথা যাব॥ অন্যস্থানে যথা যাব, সর্ব্বত্রেতে উপদ্রব, এ কারণ তেজিয়া সকলে। শরণ লইনু আমি, রহে কছু নাল জমি, অন্যায়ে বসতি নাহি ফল॥ চিরকাল এই দেশে, রহিব অতি হরিষে, যদি দয়া হয় দিনজনে। শুনিয়া নৃপতি কয়, দিলাম অভয় জয়, চিরদিন রহ এই স্থানে॥ শ্রীশ্যামাচরণ দ্বিজ, শ্যামার চরণ রজ, হৃদয় সরোজে করি আশ। ত্রিপদীর ছন্দমতে, রচিলেন ভাষা গীতে, নাম দিয়ে কৌতুক বিলাস॥

প্রতাপরুদ্রের মহারাষ্ট্রে রাজত্ব।

লঘু-ত্রিপদী। কহিছে রাজন, কহ বিবরণ, কি কারণ আগমন। শুনি নমস্কার, করি পদেতার, মন্ত্রী কহিছে কারণ॥ কি কহিব আর, সকলি তোমার, আজ্ঞায় হয় হে প্রভু। গিয়ে তব জন, করেছে দাহন, আমার যতেক হবু॥ আর ধন জন, কে করে গণন, যতেক নাশিল তারা। করে উপদ্রব, কেমনে রহিব, তেকারণ করি ত্বরা॥ আসিয়া শরণ, লইনু এখন, যাহা কর এনকরে। তোমার হুকুম, করে তারা জুম, খুন খামসে নগরে॥ যে করে বিনাশ, হৈল তার দাস, সে হয় দয়াল তারে। রাখিলে রহিব মারিলে মরিব, কি হুকুম এ দাসেরে॥ শুন মহাচিতে, কহিল উদিতে, আশা দিল সে রাজায়। বলে দক্ষিণেতে, থাক আনন্দেতে, জমাই দিব তোমায়॥ অর্দ্ধ কোটিকর, দিবে বরাবর, হরিষে করবাস। এত বলি লিখে, দিল সেই দিকে, রাজার বাড়ে উল্লাস॥ অঙ্কিল জবাণী, আমীনার

আনি, পাঠাই মার্প তরে। লৈল রাজ্য ভার, অতি সুবি
স্তার, পুর্ব্বের অধিক পরে॥ মন্ত্রি রাজা আর, আ
পরিবার, মনোহর পুরী করে। আর নানা মত, লইয়া
মাত, প্রফুল্লিত রাজ্যেশ্বরে॥ প্রজার বসতি, ঘনিষ্ঠ
অতি, কর পায় বহুতর। মন্ত্রি নানারূপে, বাড়াইছে
মন্ত্রীরাজ গুণাকর॥ পেয়ে সুত্রাগণ, মন্ত্রী বিচক্ষণ, করে
সৃজন গড়। কিবা পরিপাটি, মাটি ঢাকা বাটী, শিলা
প্রস্তরে দৃঢ়॥ রাখে গড় ভরে, বারুদ প্রচুরে, গোলাগুলি
কামান। লক্ষ২ ফৌজ, নিত্য২ ভোজ, কায়াজ করে
শাণ॥ যত টাকা পায়, সৈন্যের খাওয়ায়, দেখিয়া কা
রাজন। শুন মন্ত্রীরাজ, একি তব কায, এতেক সাম
কেন॥ হাসি মন্ত্রী কয়, তোমার কি ভয়, সুখে তু
রাজ্য ভুঞ্জ। খাওপর আর, নানাসুখ কর, দান দেয় পুঞ্জ২
যাহা ইচ্ছা হবে, আমারে কহিবে, সুখেতে রহ ভূপাল
মম আজ্ঞা যাহা, দেখ করি তাহা, তোমা কি মন্দ ভাল
শুনে রাজা কয়, কর মহাশয়, যাহা ইচ্ছা হয় তব। যে
দুঃখ আর, না হয় আমার, বুঝে কর অনুভব॥ এরূপে
জনে, রহে হৃষ্টমনে, পরে কর চাহে ভূপে। শুনি রা
বলে, মন্ত্রী কোথা গেলে, দেও আসি কর নৃপে॥ শুনি
তখন, আপনি গমন, করে মন্ত্রী তথাকারে। যাইয়া
প্রণাম, কহে পরিনাম, পড়েছি বিষম ফেরে॥ প্রজা অ
মিত, না হয় শাসিত, লহ হে কিঞ্চিৎ কর। এতেক
হিয়া, দিলেক ধরিয়া, চৌথ অংশ বরাবর। সিকি ভা
জমা, দিয়ে বলে ক্ষমা, এসন রাজন কর। আগা
বৎসরে, সকল তোমারে, পরিশোধ দিব কর॥ এতব
তথা, চলিলেন যথা, বসিয়া আছে নৃপতি। কহি
রাজন, শুনহ এখন, শীঘ্র করহ যুকতি॥ রাজা
সকল [illegible] যদি মতি নিজ [illegible]। [illegible]

াথে সৈন্যগণ, অগণন অনুভাব ।। করে তারা দম্ভ, ভূমি হয় কম্প, গোলাগুলী ঝন ঝনী। সৈন্য মাল সাটে, াটি উঠে ফেটে, চমকে সকলে শুনি ।। হয় হস্তী কত, া হয় বিদিত, দেখে বিপরীত হয়। বর্গির দেয়ান, ছিল ারিজন, সকলে গুণের ময় ।। পায় তারা টের, বলে হবে ার, রাজারে দ্রুত জানায়। শুনহে রাজন, কি কর এখন, াটিল বিষম দায় ।। কহি বিবরণ, নাহি হয় জ্ঞান, [illegible] রবিলে তুমি। বিদেশী রাজন, নহে ভাল [illegible] রিছি আমি ।। রিপু যেই জনে, সে পাইল [illegible] কার্য্য সাধে। আগে কার ক্রোধ, আছে [illegible] কি করিবে উপরোধে ।। তার সৈন্যগণ, [illegible] াহে মহাতুষ্ট। কর নাহি দিবে, [illegible] ুদয় নষ্ট ।। বুঝিয়া বিচার, যে ইচ্ছা তোমার, করহ [illegible] ক্ত। আপনার দোষে, হইনু খালাসে, [illegible] চিন্তাযুক্ত ।। দ্বিজ শ্যাম কয়, পাইবে প্রত্যয়, [illegible] রের তরে। হবে ঘোরতর, না পাইবে ধন, [illegible] রে করে ।।

প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ

পয়ার। শুনিয়া রাজন দূত করেন প্রেরণ। যথায় তাপরুদ্র করেছে আসন ।। দূত গিয়া রাজলিপি দিল াব করে। দেখা মাত্র ছিঁড়ে মন্ত্রী রাজার হুজুরে ।। ক্রোধে কটুভাষে দাসে করেন ভৎসন। এখানে আইলে টা কিসের কারণ ।। যাহগিয়া নৃপে কই হুকুম আমার। রের তাহার আর নাহি অধিকার ।। বর্ব্বর ডাকত বেটা। কথা রাজা বলে। চোরের মতন ধন লয় বল ছলে ।।
[illegible]

আছি এখানে বসিয়া ॥ এত বলি দূতেরে বিদায় দিল
রোষে। রাজারে জানায় দূত গিয়া সবিশেষে ॥ শুনি
ক্রোধে রাজা বলে মার গিয়া তারে। কিম্বা বন্দি করে
আন আমার হুজুরে ॥ আজ্ঞা মাত্র চলে নব রাজ সেনা
গণ। প্রতাপরুদ্রের গড়ে দিল দরশন ॥ বাজায় রণের বাদ্য
কাড়া জয় ঢাক। দগড়া দামামা ডঙ্কা জয়বাদ্য পাক।
শুনিয়া সমর শব্দ স্তব্ধ হয় রায়। হেনকালে মন্ত্রী আসি
দাঁড়ায় তথায় ॥ আজ্ঞা দিল গোলন্দাজে দাগয়ে কামান
বাজিল তুমুল যুদ্ধ হেরে হরে জ্ঞান ॥ অশ্বে অশ্বে গজে
গজে পদাতি২। আপনি করিছে যুদ্ধ মন্ত্রি মহারথি
তুমুল যুদ্ধ হয় মরে অগণন। পূর্ব্বের রাগের রাগ
সাধিছে এখন ॥ হস্তপদ কাটা কার রক্তে নদন। কেহ
ধড় ফড় করে ধুলায় শয়ন ॥ কেহ২ তোপে উড়ে পায় কে
খিতে না পায়। কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়।
পরেতে পরাস্ত হয় বরগিরগণ। ভগ্নদূত গিয়া বার্ত্তা জানা
তখন ॥ অপমান শুনি রাজা মলিন বদন। পাত্রগণ প্রতি
তবে বলয়ে বচন ॥ কি করিব কি হইবে কিসে রবে মান
তোমারা আমারে কহ তাহার সন্ধান ॥ পাত্র বলে রাজা
তুমি এখন এমন। অগ্রেতে করিতে যদি যুক্তি বিচক্ষণ
তবে কি হইতে পারে হেন ঘোর দায়। স্থির হও মহারাজ
করিব উপায় ॥ বড়ই কঠিন তারে কেমনে করে জয়
দেখহ সাক্ষাতে সৈন্য হৈল পরাজয় ॥ স্থির কর শিঘ্র
পচে স্থির কর মন। অবশ্য করিব তারে প্রকারে বন্ধন।
কিন্তু এক কথা বলি করহ ধারণা। এই কথা তবে জা
জানে সর্ব্বজনা ॥ প্রচারিবে সর্ব্বঠাঁই শুনহে রাজন। স্ব
হিবে আমার মন্ত্রি ছিল চারিজন ॥ কোন কার্য্য বিজ্ঞ না
কেবল জঞ্জাল। সুবোধ হইলে মন্ত্রি এক জন ভাল
আমার এ চারি বেটা কি করিতে পারে। এক মন্ত্রি ক

উপর ফেলিল মোরে ফেরে ॥ ঐমন্ত্রী সম মন্ত্রী যদি কেহ মিলে। তবেতো দেয়ানী তারি রহিব দখলে। অদ্যাবধি না করিব ওদের বদন। আজি হৈতে চারিজন হইনু গোপন ॥ করিয়া কর্ম্মের সিদ্ধ বদ্ধ করি তারে। পুনশ্চ আসিব নৃপ তোমার হুজুরে ॥ শুনিয়া আদেশ নৃপ করে চারিজনে। কত দিন রহে তারা লুকায়ে গোপনে ॥ পরে ঐ কথা ব্যাপ্ত হয় সর্ব্ব ঠাঁই। বলয়ে ভূপতি আর মন্ত্রি কেহ নাই ॥ প্রতাপরুদ্রের কাছে ঐ কথা যায়। শুনিয়া হাসয়ে রাজা বলে একি দায় ॥ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা অপূর্ব প্রকাশ। শ্রীশ্যাম কৌতুকে কহে কৌতুক বিলাস ॥

প্রতাপরুদ্রের সহিত চারিজন মন্ত্রীর মিলন।

ত্রিপদী। এখানেতে চারিজন, যুক্তি করে মনে মন, উপনীত প্রতাপ হুজুরে। যাইয়া রাজার দ্বারে, হুজুরে খবর করে, আজ্ঞা হয় শেষে যাইবারে ॥ এতেক হুকুম শুনে, চলিল আনন্দ মনে, চারিজনে রাজার সাক্ষাতে। গিয়া হোলে দণ্ডবৎ, করে করে প্রণিপাত, যোড় করে রাজার সাক্ষাতে ॥ বলিছে শুন রাজন, যে কারণ আগমন, কহি শুন তার বিবরণ। এতবলি পূর্ব্বউক্ত, করিল সকল ব্যক্ত, শুনি ভূপ হাসে মনে মন ॥ আর কহে কুলে শীলে তোমারে প্রধান মিলে, আসিয়াছি তাই আশা করি যদি রাখ দয়া করে, তবেতো দুর্গতি হরে, নইলে হইব দণ্ডধারি ॥ স্তব করি বহুতর, বলে দেও আশা বর, আশায় পাইলে তব বসি। শুনি রাজা সত্য করে, কহে রহমম পুরে, আনন্দে থাকহ অহর্নিশি ॥ পরে সেই চারি জন, করযোড়ে নিবেদন, করি ভাসে তোষে নৃপবরে। বলে তুমি দয়াময়, নিরাশে দিলে আশায়, মন্ত্রি পাছে বিপরীত করে ॥ শুনি রাজা ক্রোধে কয়, এনাহি সম্ভব হয়, দাসহেতু

রি। এত দিনে রাজ্য বুঝি গেল ছারখার॥ মনোভঙ্গ
রিয়াছে কুসঙ্গ রাজার। নহিলে আমারে কেন হেন
বহারে॥ না ছিল রাজত্ব যবে নাহি ছিল ধন। সে কালে
মার বশ আছিল রাজন॥ নিশ্চয় বুঝিল মন্ত্রী দৈব দাম
র। নহিলে এমন বুদ্ধি কেবা লোপ করে॥ এত বলি
রবে মন্ত্রি কহে দ্বারপালে। কহিবে আমার কথা অ-
ধি ভূপালে। বিপদে বিষম ঘোর যে করিল পার। তা-
কে আসিতে মানা করিল এবার॥ পুন রাজ্য ভ্রষ্ট হয়ে
ন কারাগারে। সে কালে অবশ্য রাজা স্মরিবে আ-
রে॥ আমা হইতে হৈলে রাজা পুনঃ ত্যাজ তুমি। তব
ন কত নৃপ করে লব আমি॥ এই কথা কহ গিয়া রা-
র গোচরে। এত বলি চলে মন্ত্রী আপনার পুরে॥
শ্যাম কহিছে রূপে অবোধের প্রায়। ফেলিলে হরিণে
ফাঁদে আর কোথা যায়॥
প্রণালী। নিজ গৃহে মন্ত্রী যায়, মনে২ বলে হায়, ঘোর-
র ঘটিল রাজার। একি বুদ্ধি বিপরীত, রিপু সনে হৈল
..., অনুচিত দৈবেতে ঘটায়। রাজার কি দিব দোষ,
কাল গ্রহের বশ, মৃত্যুকালে বুদ্ধি লোপ পায়। ডাকছিল
জ্ঞানি জগতে যাহার বাণী, বেদের সমান লোকে
॥ তাহার মরণ কালে, বিপরীত গ্রহজালে, ঘটে বুদ্ধি
হৈল তার। সেই রূপ গ্রহতরে, বুদ্ধি লোপ নৃপবরে,
... ব্যবহার॥ কর্ম্মগতি পাবে ফল, হারিবে
সকল, অবশ্য বন্ধন করি লবে। লোকে হবে অপমান,
করিব প্রস্থান, নিজগণ লয়ে কাশীধামে॥ এতবলি
কাশীদেশে, অমাত্য যোগেন্দ্র শেষে, বাস করে হয়ে কতু
ন। এখানেতে চারিজন, রাজারে কহে বচন, বলে শুন
র কথা বলি॥ বহু দিন আসি হেথা, না দেখি মৃগয়া
বৃথা দিন করিছে যাপন। রাজা হয়ে রাজ্য করে,

মৃগয়া না কৈল পরে, নৃপ মধ্যে নহে সে গণন ।। চল যাই মৃগয়ায়, শুনি ভূপ দিল সায়, আনি হয় সহিস যোগায় । [illegible] বলে সেনাগণ, সঙ্গে যাবে কত জন, তারা বলে কি কায তাহায় ।। একা রাজা অশ্বপরে, তাঁহাদের সমভিব্যারে আপনার দেশ ছাড়াইল । ক্রমে ক্রমে নানা দেশ, ছাড়া-ইয়া কৈল ক্লেশ, অবশেষে তাহারা কহিল ।। তুরঙ্গম উ-পরে রাজা, বহু দূর যাওয়া দায়, শিবিকা বাহনে এবে চল । শুনি রাজা বলে ভাল, তখনি শিবিকা এলো, পূর্ব্বের স-ঙ্কেতে সজা ছিল ।। সথায় বণিক্ঈশ্বর, লয়ে যায় সে নগর, ক্রমে রাখিল সবায় । না দেখি আপন জন, কিবা হিন্দু মুসলমান পরে রাজা তাদেরে সুধায় ।। কোথা মোরে যাও লোয়ে, কভু নাহি এ নগরে, আসিয়াছি হেন জ্ঞাত প্রায় । মে-ষর: মন্ত্রণা করে, এবে যাও কোথা কারে, প্রবঞ্চনা করিলা আমায় ।। শুনি সেই চারি জন, বাক্যেতে কহে বচন, কোথা যাও নাহি জান মনে । উদাসীন হয়ে এলে, রাজা হবে যার কোলে, লয়ে যাই তার সন্নিধানে ।। নাহি কর অনুযোগ, কার রাজ্য কর ভোগ, নিস্করেতে হাঁরে দুরাচার । লইয়ে রাজার পাশে, শাস্তি দিব অবশেষে, হেসে হেসে বলে বারে বার ।। শুনি রাজা ভয় পায়, চৌদিকে নেহালে চায় নাহি দেখে আপনার লোক । করে খেদ হতমদ, আঁখি লোরে ঝর ঝর, মনে মনে বাড়িতেছে শোক ।। বলে বি-শ্বাস ঘাতকী, এরা তো মহাপাতকী, ভণ্ড করে দণ্ড দিল মোরে । করিল সুহৃদ ভেদ, মন্ত্রী সঙ্গেতে বিচ্ছেদ, শেষে একি ফেলে ঘোর ফেরে ।। কি দোষ কাহার দিব, দৈবেতে করায় সব, নিশ্চয় বধিবে সে রাজন । হারে মন্ত্রী কোথা কারে, গেলে ত্যজিয়া আমারে, এই দায় কে করে মো-চন ।। কহিতে কহিতে কথা, সে রাজা বসিয়া যথা, তথা

যে নৃপবরে, বন্দি করি রাখ কারাগারে ॥ শেষেতেজানে রাজন, দোষ নহে এই জন, মন্ত্রীর মন্ত্রণা কুচাতুরি। সন্ধান করিয়ে তারে, যে জন ধরিতে পারে, সেই রাজ্য হইবে তাহারি ॥ মগধ মথুরা ঢাকা, শান্তি নদী একচাকা অটক কটক জয়াসন। রাজ আজ্ঞা জানি মনে, নানা স্থানে অন্বেষণে, ভ্রমণ করয়ে দূতগণ ॥ শেষে তত্ত্ব না-পাইয়া, রহিল মৌনি হইয়া, এখানেতে মন্ত্রী অহরহ। আনন্দেতে কাশীশ্বরে, মনোহর পুরী করে, নিত্যহ মহামহোৎসব ॥ পরেতে জানিল মন্ত্রী, নৃপ হৈল জীত মন্ত্রী, বন্দী হয়ে আছে কারাগারে। শোকে চিত বিমর্দিত, বলে হবে বিপরীত, আগে আমি কহিলাম তারে। শুনে রাজা কুমন্ত্রণা, আমারে যাইতে মানা, ভাল ফল ফলিল তাহারে। আমি যদি মনে করি, এখনি আনিতে পারি, বন্ধ করি পুন সে রাজারে ॥ শুনি তার নারী কয়, পার যদি গুণময়, তবেতো করহ প্রতিকার। তোমাবিনা কেবা তারে, এমন বিপদে তরে, তব সম বুদ্ধি সাধ্য কার ॥ হেন যদি সাধ্য থাকে, অবশ্য আনহ তাকে, দেখ যেন না হয় বিপদ। পুনশ্চ যেন তোমারে, নাহি রাখে কারাগারে, শুনি মন্ত্রি লাগয়ে হরষ ॥ আমাকে বন্ধন করে, হেন নাহি এসংসারে, অদ্যাবধি জন্ম নহে তার। আমি যদি করি ফন্দি, দেবরাজ হয় বন্দি, মানুষ তাহাতে কোন ছার ॥ এক মাস পরে সবে, নৃপেরে দেখিতে পাবে, বণিকের আনিব বন্ধ করি। এত বলি মন্ত্রীরাজ, করিছে গমন সাজ, মনেতে ভাবিয়া শ্রীহরি ॥ কিন্তু [illegible], রাজকুল, তাহার অরি [illegible], তার অরি বৈরি [illegible] হীনে। পক্ষ হেতু নৃপতিপক্ষ, নাশিল [illegible] বিপক্ষ, [illegible] তার পদ ভাবে মনে ॥

কত কাল বদ্ধ রবে মহারাজ ॥ বড়ই নির্ব্বোধ বেটা মনে হয় খেদ। এত দুঃখ হৈল মম সঙ্গে করে ভেদ ॥ যাহউক দিনের গ্রহ ফল পূর্ণরূপ। অবশ্য উদ্ধার আমি করিব সে ভূপ ॥ আমি পূর্ব্ব ক্রোধ মনে রাখি যদি তায়। তবেতো কখন আর না হবে উপায় ॥ আনিলে উদ্ধারকরি অবোধ রাজারে। ঘুষিবে আমার যশ সকল সংসারে। সঙ্গে চলে সাত ডিঙ্গা মুকুতা প্রবল। মণি চুনি মোনহর পান্না আর লাল ॥ এক এক ডিঙ্গা সহ দশ মহাজন। সেপাই শতেক রহে যেমন শমন ॥ একং তরিতে কামান দ্বাদশ। জাহাজ ভরিয়া রাখে বারুদ বাকস ॥ দামামা দগড়া কাড়া নাগরা নিশান। সকল ডিঙ্গায় রহে প্রত্যেকসমান ॥ সকলেরে এই কথা কহে মন্ত্রীবর। আমার হুকুম সবে শুন নিরন্তর ॥ যাইয়া বর্গির দেশে দামামা বাজাবে। সদাগরী করি মোরা জিজ্ঞাসিলে কবে ॥ এসেছি বাণিজ্য আশে দিবে পরিচয়। আসিবে অনেক লোক খরিদ আশয় ॥ যে যে বস্তু যেই দরে জান আছে কেনা। কহিবে তাহার দর দরে অষ্টগুণা ॥ কেহ যেন কোন কিছু লইতে না পারে। আসিবে ব্যাপারি কত শত যারে ফিরে ॥ তোমারে সকলে এইবাক্য মাত্র কবে। এ সকল বস্তুর মূল্য অন্য কে জানিবে ॥ যদ্যপি থাকিত হে প্রতাপ রুদ্র রায়। তবেতো চিনিত দ্রব্য নহিলে ব্রথায় ॥ এই গজমতি কিম্বা এই লাল চুনি। দৃষ্টিমাত্র দর এর কহিত এখনি ॥ এই রূপ ঘোষণা করিবে সর্ব্বজন। যদবধি [illegible] মম না হয় গমন ॥ কহিতেং কথা যাইল তথায়। ডঙ্কা [illegible] সমাচার সহরে জানায় ॥ আইল ব্যাপারি [illegible] [illegible]দের ঘরে। বুঝিতে নাহয় দরে সবে যায় ফিরে ॥ সব [illegible] কহে হেন না দেখ নয়নে। বলিবে ইহার দর তো [illegible] কেমনে ॥ যদি রাজা প্রতাপরুদ্র থাকিত হেথা।

নিশ্চয় কহিত্তু [illegible] যথা আছে প্রথা ॥ এই কথা সর্ব্ব জনে শুনে ফিরে যায়। কোন কোন জন গিয়া জানায় রাজায় ॥ এখানে যোগেন্দ্র মন্ত্রী পরিত্যাগ করি। উপরেতে উঠিলেন স্মরি ত্রিপুরারি ॥ কেমনে রাজারে মুক্তি করি যুক্তি তার। কুলে বসি মনে২ ভাবে আপনার ॥ নাগ লতা স্বপ্ন সুতা তার পড়ি যায়। [illegible] পদদ্বয় তাঁর ॥

মন্ত্রীর ছদ্ম বেশ ধারণ।

পয়ার। মনে মনে চিন্তাকরি মন্ত্রী বুদ্ধিমান। সং ভিতে নিজ রূপ চিত্তে চেষ্টা পান ॥ ত্যজিয়া বসন পরে [illegible]র কোপীন। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাটি যেন দিন হীন কভুচলে কভু বলে কভু ধরাতলে। শয়ন করিয়া কু মত কথা বলে। পাগলের প্রায় গায় হাসে নাচে কত কখন রোদন করে যেন উন্মাদিত ॥ কেবল আছিল সং সহমুদ্রা শত। গচ্ছিত রাখিল তাহা দেখি লোক শত। বন্ধু এক দোকানি দোকান রম্য তার। আপনি [illegible] কার্য্য কেহ নাহি আর ॥ তাহারে কহিল বাপা শত মুদ্রা লও। কাহারে নাহিক কবে মোর মাথা খাও ॥ নিশাতে যখন আমি ডাকিব সঙ্কেতে। খাদ্য দ্রব্য আনে। [illegible] দিবে মোর হাতে ॥ ছাড়ি কার্য্য চাল্য ঘৃত আর যাহ৷ হয়। গোপনে আমারে দিবে শুন মহাশয় ॥ শুনেতে সন্তোষ হয় সেই দোকান দার। [illegible] নিযুক্ত কর্ম্মে তার ॥ পরেতে পাগল বেশে ভ্রমে মন্ত্রীবর। ভিক্ষ২ ক [illegible] নগর ঘর২ ॥ বদনে সদাই তার একথা প্রকাশ। প্রতাপচন্দ্র রাজা তুমি [illegible] চারিজন রাজমন্ত্রী সমান রাজার। দাস হয়ে চরণ সেবিয়ে যে তাহার ॥ [illegible] দাস্য করি করিয়া চাতুরি। তবেতো [illegible]

তারা আনিয়াছে ধরি॥ এবার তাহার মন্ত্রী একেলা আসিয়া। ধরে লয়ে যাইবে এ রাজারে বান্ধিয়া॥ আর এই কথা কহে যেবা হবে তার। রাখিতে রাজার মান চিন্তুক এবার॥ ইহা শুনি লোক গণে করে কানাকানি। পাগল নহিলে বলে অসম্ভব বাণী॥ নৃপতি শ্রবণ করে আপন শ্রবণে। কহিল এমত কথা কহ কি কারণে॥ মন্ত্রী কহে তোমার অমাত্য চারিজন। ছয়মাস করে তার চরণ সেবন॥ পরে মৈত্র ভেদ করি করিয়া চাতুরি। আনিয়াছে মহারাজে ছল করি ধরি॥ সে সময় মন্ত্রীরাজ না ছিল সেখানে। তাহার সমীপে ভূপে কেনা ধরে আনে॥ এখন তাহারা সবে আছে বর্ত্তমান। সচেষ্ট বহুরু তব করিতে কল্যাণ॥ যাহয় উচিত কর এই সমা-চার। পরিবর্ত্ত হবে বদ্ধ বিরুদ্ধে তোমার॥ শুনি বাণী নৃপমণি হাসে খল২। নিতান্ত জানিল মনে এবড় পাগল। রাজা বলে খানা পিনা হুই সাইজি। শুনিয়া পাগল রাজা হাসে হি হি হি॥ ভূপতি আহার দেয় লয় ভুক্ত-পরে। ছড়াইয়ে ফেলে দিল কৌপিন অঞ্চলে॥ বায়সা প্রভৃতি পক্ষী করয়ে ভোজন। দেখিয়া মন্ত্রীরে ভবে করয়ে ... ॥ কখন কৌপিন ধারী কখন উলঙ্গ। তৈল বিনা খড়ি উঠে কাটে সর্ব্ব অঙ্গ॥ কিন্তু মুখে এই কথা সর্ব্ব ক্ষণ বলে। ধরে লয়ে যাবে ভূপে শুনহে সকলে॥ স-কলে পাগল বলে উপহাস করে। রাজ পাত্র চারিবীর মনেতে শিহরে॥ কি জানি এ কোন জন কেমন পাগল। সন্ধান করিব সত্য কিবা করে ছল॥ সারাদিন নগরে২ ফিরে ঘোরে। কারো দানা পানি কভু গ্রহণ না করে॥ এত বলি চারি জনে করিয়ে যুকতি। সঙ্গেতে রহিল তারা সংগোপনে অতি॥ এখানে প্রহর নিশা হইল গগণে।

পার আয়োজন। করিতে লইল ভক্ষ্য বিপক্ষ দলন ॥
এক জন দেখে ভাবে কেমন পাগল। কোথা হৈতে আয়ো
জন লইল সকল॥ জানিতে বিশেষ তার কোন কন্ম
করে। এত ভাবি একজন উঠে বৃক্ষপরে॥ মন্ত্রী নাহি
জানে পিছে আছে অরিজন। শ্মশানে দুর্গমস্থলে করিছে
রন্ধন, পাছু হৈতে সব তত্ত্ব দেখিছে সেজন। বলে
এ বেটাতে হয় সকলি ভণ্ডন ॥ যে হৌক ধরিব এরে আহা
রের পরে। হেনকালে মন্ত্রীরাজ উর্দ্ধদৃষ্টি করে ॥ দে-
খিল সন্ন্যাসী জনে আছে বৃক্ষোপরে। বিধাতা না দিল
স্থিতি আহার আমারে ॥ এত বলি উঠি মন্ত্রী করিয়া গ-
র্জ্জন। উচ্চৈঃস্বরে বলে বেটা পাপিষ্ঠ রন্ধন॥ বকং
সরে গালি দিতেছে আমারে। আজিসে পাঠাব তোমায়
যমের নগরে॥ অতঃপরে কাষ্ঠ ধরে মারিল হাঁড়িতে।
খণ্ড দুই হয় কাষ্ঠের আঘাতে॥ কহিতে যেমন গালি
দিতে তার ফল। উপযুক্ত বল পুনঃ হাসে খল খল॥ সেই
জনে দেখিয়া পুনঃ যায় অন্যস্থানে। নিশ্চয় পাগল এটা
এই বেটা জানে॥ কহিল আপন গুণে শুনি সমাচার। ব-
ড়ই পাগল বেটা করেনা আহার॥ শুনিয়া সন্তোষ হয়
সার সাঙ্গগণ। এখানে বর্গির রাজা ভাবে মনে মন॥
আসিল প্যাপারি দেশে সাত ডিঙ্গা লৈয়া। নাহি হয় বিক্রী
আর কিসের লাগিয়া॥ প্রতাপরুদ্র বিনা চিনিতে না-
হিক। তাহারে খালাস করে ত্বরায় আনিবে॥ শুনি জমা
দার আনে ধরিয়া ভূপতি। শীর্ণজীর্ণ বিশীর্ণ মলিন দেহ
অতি॥ রাজা বলে শুন শুন ওহে নৃপবর। তুমি নাকি জান
ভাল জহরের দর॥ আমার সহিত চল ত্বরায় তথায়।
এত বলি দুই জনে হরষিতে যায়॥ শ্রীশ্যাম কহিছে
ক্ষিপ্ত হয়ে মন্ত্রীরাজ। এত দিনে সাধিলেক আপ-

ত্রিপদী। সঙ্গেতে লয়ে ভূপতি, চলিলেন নরপতি,
ঘাটে দেয় বার দুই জন। পাইয়ে রাজার যাড়া,
চারিদিকে লোক খাড়, প্রণাম করিছে অগণন॥
হেনকালে মন্ত্রীরাজ, সাজিয়ে পাগল সাজ, সেই কথা
কহে পুনরায়। এই দেখ এরাজায়, ধরে লয়ে মন্ত্রী যায়,
কার সাধ্য রাখিবে উহায়॥ শুনি পাগলের ভাষ, কেহ
না করে বিশ্বাস, ক্রমেং উত্তরিল ঘাটে। ধরিয়া রাজার
করে, উঠিল তরণী পরে, মন্ত্রী বলে কেবা আর আঁটে॥
দেখাইছে জহরাদ, হেনকালে অকস্মাৎ, পাগল উঠিল
তরি পরে। ত্যজমাত্র নিজবেশ, ধরিল অতি সুবেশ,
দেখে হর্ষ হয় নৃপবরে॥ মন্ত্রীরাজ আজ্ঞা দিল, দাঁড়ি
মাঝি যারা ছিল, প্রাণপণে বাহিতে লাগিল। দেখি বর্গি
রাজা মনে, প্রমাদ আপন গণে, সত্য কথা কোথায়ে
পাগল॥ পরেতে করে কায়াজ, গুলি উড়ে যেন বাজ,
কেহ নাহি নিকটে আইল। পরে কত দিন গতে, উপনীত
স্বদেশেতে, মন্ত্রীরাজ স্বকায সাধিল॥ স্বদেশে আনি রা-
জায়, কহিছেন মন্ত্রীরায়, শুন রাজা এখন কি হয়। রাজারে
করি ভৎর্সন, মন্ত্রী কহে কুবচন, শুনি রায় ধরে তারপায়॥
তুমি মন্ত্রী আছ যার, কিসের বিপদ তার, আমি তব হইলাম
দাস। যে আজ্ঞা করিবে তুমি, তব আজ্ঞা বহ আমি,
সত্যং এইতো নির্যাস॥ যে ইচ্ছা হয় তোমার, কর ভাই
এই বার, তুমি মম তাতের সমান। মন্ত্রীর রমণী আসি,
মনে হয় মহাখুসি, প্রিয় বাক্য প্রিয়ে করে দান॥ তুমি
পতি বৃহস্পতি, তব তুল্য নাহি মতি, অতি বিচক্ষণ বিবে-
চনা। সকল রাজার শ্রেষ্ঠ, মহারাজা মহারাষ্ট্র, এরে কষ্ট
আর হে দিওনা॥ দেখিয়া উহার মুখ, বিদরে আমার
বুক, কিঞ্চিৎ যে করহে করুণা। রাখিয়া রাজার সম্মান,
লিখে লহ রাজ্য দান, নিস্কৃরেতে করের ঘোষণা॥ যদি

নাহি পরে দিবে, সত্য ভ্রষ্ট অধোযাবে, শেষে পাবে অ-ধিক মন্ত্রণা। সত্য এই কহি আমি, পরে হবে অধোগামী, ভব যশ রহিল যেন না॥ শুনি সেই রূপ করে, ছাড়ি দিল নৃপবরে, স্বদেশে সে করিল গমন। মন্ত্রী মন হরষিতে, রাজা ঘরে আনন্দেতে, পাত্র মিত্র লইল রাজন॥ অনলে উৎপত্তি যার, যে জন অধিন তার, তাহার দুহিতা কান্ত যিনি। দ্বিজ শ্রীশ্যামাচরণ, আশা করে সর্ব্বক্ষণ, তার রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

গোপালের মন্ত্রণা।

পয়ার। গোপাল কহিছে রাজা কেন বিষাদিত। মন্ত্রীগণে কহ তত্ত্ব করিবে বিহীত॥ রাজা বলে মন্ত্রী মম কে-আছে এমন। কার্য্যেতেউন বয্যে দ্বুন ত্রিগুণ ভোজন॥ তা-হার মধ্যেতে গণি তোমারে প্রধান। তুমি যদি এই ঘোরে দেহ প্রাণ দান॥ যাহাচাবে তাহা পাবে করি অঙ্গিকার। যদ্যপি রাখহ মান আমার এবার॥ হাসিয়া গোপাল বলে এই কোন ভার। তিন দিন মধ্যে দ্বিজ করিব উ-দ্ধার॥ কিন্তু এক কথা কহি শুনহে ঠাকুর। নানা রঙ্গ বস্ত্র মোরে দেওতো প্রচুর॥ পঞ্চাশ রকম বাস গজ পরিমাণ ত্বরায় ভূপতি মোরে করহে প্রদান॥ তখনি আরম্ভি দিল কৃষ্ণচন্দ্র রায়। হরিষে বিষাদ মনে ভাঁড় গৃহে যায়॥ মানসে করয়ে চিন্তা কিসে হবে জয়। কোন গ্রন্থজ্ঞানে আমি যাইব তথায়॥ বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য্য আমি কাব্য করি। কি রূপে জিনিব সভা কি করি চাতুরি॥ শ্রীশ্যাম কহিছে তারে করি উপহাস। খড্ডাঙ্ক পুরাণ আছে ভুকম্প প্রকাশ॥

ত্রিপদী। গোপাল আসিয়া ঘরে, মনে মনে চিন্তা করে, কি প্রকারে রক্ষা হবে মান। কেমনে হইব পার, করিব দ্বিজ উদ্ধার, এবার বিষম সমজ্ঞান॥ অতি তীক্ষ্ণ মেধা ধরে, মনেতে যুকতি করে, ভাঙ্গে পরে খড়্গাঙ্গের খুরা। অঙ্গাজলি দিয়া শাল, প্রথমে বান্ধিল ভাল, তার পর টিন টুকুরা॥ তারপরে মখমল, তাসবাস শোভেভাল, তদুপরে ওড়্‌না বারাণসী। পরে স্থূলতনি বনাৎ, লেপেটে পশ্চাৎ, পরে ঘেরে দপে তারে কশী॥ ঢাকাই রুমাল দিয়ে, বান্ধে যতন করিয়ে, পরে নিল্লদিয়া বান্ধে খুরা। ইস্তক শালের ফাড়া, নাগাদ পাটিনাই গড়া, মোড়া শত পঞ্চাশ টুকুরা॥ আপনি পণ্ডিত বেশ, ধরিলেন অবশেষ, তল্পীদার ঝাঁপি লয়ে যায়। এটেল মাটির ফোঁটা, গলে উপবিত মোটা, মুখে ঘটা স্তবের ছটায়॥ হেন বেশে অবশেষে, যাইল যাঁহার বাসে, কোথা সভাতে সেই জন। কহিতে নাহিক প্রশ্ন, উদরে করয়ে তীক্ষ্ণ, আগমন শুন যে কারণ॥ ভূমিকম্প গণিবারে, হুকুম আছে হুজুরে, তেকারণে আমার গমন। শুনেছি পণ্ডিত গণে, নাজানে কেমনে গণে, আসিয়াছি করিতে গণন॥ শুনি গুণী হর্ষহয়, কহে তুমি মহাশয়, তব তুল্য নাহি অন্য গণী। এত বলি বাসা তারে, দিল অতি সমাদরে, আহারের উত্তম যোগানি॥ দধি দুগ্ধ মিষ্টঅন্ন, চতুরস ভিন্ন২ পরিপূর্ণ বাসায় শাজায়। উত্তম আহার পেয়ে, গোপাল আনন্দ হয়ে, তিন দিন রহিল তথায়॥ সকলে করে সম্মান, বলে হেন বিদ্যাবান, নাহি আর গৌড়ীড় মণ্ডলে। দ্বিজগণে দেখিবারে, চলে ভাঁড় কারাগারে, দেখে তথা নির্জীবি সকলে॥ গোপালে দেখি উত্তর, কাহার না সরে স্বর, আঁখি মাত্র ঝোরে ঝর২। গোপাল প্রবোধ কয়, তোমরা ত্যজহে ভয়, আমি সব করিবউদ্ধার॥শুনি আশি

র্ব্বাদ করে, গোপালেরে দ্বিজবরে, তার পরে সে স্থান ত্যজিয়া। বাসায় আরাম করে, যেন কত রাজ্যেশ্বরে. দেখে তারে নবাব আসিয়া॥ এক দিন যাহাপাণা, করিয়ে মনে মন্ত্রণা, বলে বুধে আনহ ডাকিয়া। বার্ত্তা মাত্র দূত ধায়, গোপাল লইয়ে যায়, যাঁহায় আছেন যে বসিয়া॥ নবাব কহিছে বাণী, গণনা কর আপনি, কবে হবে ধরাকম্প আর। যে আজ্ঞা গোপাল বলি, আপন পুরাণ খুলি, করে গুণ নিগুণ প্রচার॥ এক পর্দ্দা রাখিতার, খুলিল বেবাক আর, গণনায় উনপঞ্চশত। পুনঃ একং করে. বন্ধন করিল পরে, রাখিল যেমন পূর্ব্বমত॥ পুনশ্চপ্রকাকে সব, ক্ষণে করে ভিন্নভাব, ক্ষণে খোলে এক পর্দ্দা রাখি। নবাব পণ্ডিত নাম, হেরে হয় হতজ্ঞান, আর না পালটে ছুটি আঁখি॥ এক বার সব খোলে, পুন বান্ধি তাহা ভুলে. পুনর্খোলে বলে অসম্ভব। নবাব শুবাব যারা, গণ্ডমুখ হৈল তারা, পণ্ডিতের কিবা দোষ দিব॥ হেন মতে দশবার, এইরূপে বারে বার, নবাব কহিছে কিবা কহ। শুনেছি আপনকাণে, ভণ্ডনা না করো বেনে, গোপাল কহিছে শুন শাহ॥ আমি কি কহিতে পারি, খট্টাঙ্গ পুরাণ ভারি, সর্ব্ব শাস্ত্রের সুসার রচন। কহিল আমারে সত্য, বিনয়ে হইয়া মত্ত, নবাব হয়েছে জ্ঞান হীন॥ একি, গণ্ড মূর্খপনা, নাহি কিছু বিবেচনা, দেখে শুনে অবোধের প্রায়। হিন্দুর পণ্ডিত যত, স্বর্গ বর্গ আছে জ্ঞাত, যবন অধো যায়॥ তাহার কারণ শুনে, কহিছে মম পুরাণে, এতবলি খোলে পুনরায়। কহিচে নবাব পরে, হিন্দুর স্বজন মরে, দাহকরে ধুম ঊর্দ্ধে ধায়॥ যখন গণি আমরা, কাণেং কহে তারা, ঊর্দ্ধ থাকি স্বর্গের খবর। যবন মরিলে পরে, তাহাকে সিন্ধুকে পুরে, মাটিতেও দেয়তো কবর॥ নীচের খবর যত, যবনে আছে বিদিত, পাতাল

বর্গের কথা জানে। যদি গণে মকুল ম্যানে, তবে বলে কানে২ এরূপ তাদের পিতৃগণে ॥ মাটির ভিতরে থাকে মাটির খবর রাখে, হিন্দুগণে শুনিবে কেমনে। যদিহিন্দু-দিত গোর, তবেতো পাইত টের, ভূমিকম্প কহিত গ-গনে ॥ আমার পুরাণে গাঁথা, কহিল প্রমাণ কথা, ইচ্ছা হলে কর যাহাপার। নাহি কহি অনুমান, মম শাস্ত্র বর্ত্ত-মান, কথা কহে তাকিয়া দেখনা ॥ শুনিয়া নবাব ভাবে, এইত প্রমাণ হবে, ভট্টাচার্য্যের শাস্ত্র যে সাক্ষাৎ। পিতৃ-লোক গুণেগণেঃ ধুমা গতিতো গগনে, যবনের কবর বি-খ্যাত ॥ পরে যত দ্বিজগণে, ছাড়িল বিচার মনে, নানা দ্রব্য ভাঁড়ে করে দান। যত সব দ্বিজগণ, করি বেদ উচ্চা-রণ, গোপালের করেন কল্যাণ ॥ শেষেতে যবন গণে, নবাব হুকুমে আনে, বড়২ কাজি মোল্লা ধরি। ফকির দরবেশ সাঁই, যেখানে যাহারে পাই, দূতগণ লয় বন্ধকরি পথে নেড়ে দেখা পায়, ধরিয়া লইয়ে যায়, বলে বল ভূমি-কম্প করে। শুনিয়া যতেক মল্লা, বলে তোবা আল্লা২ বিসমিল্লা জেল্লা কিসে হবে ॥ কেহ নাহি করে শব্দ, সকলে রহিল স্তব্ধ, নবাব কারণ জব্দ পরে। রাখিয়া যে কারা-গারে, অন্ন পানি বিনা মরে, সকলে কাঁদিছে উচ্চৈস্বরে ॥ কত নেড়ে গেল মরে, কেবা তার দণ্ড করে, কেহ না গণিতে পারে কম্প। শ্রীশ্যামচরণ বলে, সেইতো পুণ্যের ফলে, রসাতলে গেল হেন দম্প ॥

গোপালের রাজার নিকট গমন।

পয়ার। শুনিয়া নবাব পুরস্কার করে ভাঁড়ে। নি-র্দোষ জানিয়া দ্বিজগণে দিল ছেড়ে ॥ সঙ্গে লয়ে রঙ্গে বিপ্র সমূহ গোপাল। উপনীত হৈল আসি যথা মহিপাল ॥

ব্রাহ্মণের কোলাহল জয়২ ধ্বনি। শুনিয়া পুলকে পূর্ণ হৈল নৃপমণি॥ দ্বিজগণে কহে রায় কহ সমাচার। কেমনে সে ঘোরদায় পাইলে নিস্তার॥ পণ্ডিত সকলে বলে নবাব পাপিষ্ঠ। কএদ রাখিয়া দুষ্টদিল বহু কষ্ট॥ ভূমিকম্প যদ-বধি না হতো গণন। তদবধি বদ্ধ করি রাখিত রাজন॥ নিশ্চয় নির্ণয় তায় কে কহিতে পারে। কেবল গোপাল হৈতে উদ্ধার এবারে॥ শুনি রাজা হরষিত বিশেষ বুঝিয়া শত বিঘা মহত্রাণ দিলেন লিখিয়া॥ আর নানা আভ-রণ রতন প্রবাল। শিরপা পাইল নাল যোড়া যোড়া সাল॥ দিয়ে তারে নিজ ঘরে পাঠাইল রায়। হেনকালে অকস্মাৎ হইতে কোথায়॥ রাজার বেহাই সেই সভা-মধ্যে যায়। পথশ্রান্ত ক্লান্ত শান্ত শ্রমজল কায়॥ দেখিয়া তাহারে নমস্কার করে রায়। শ্রীশ্যাম কৌতুক করে ব

রাজার বেহায়ের সহিত কৌতুক।

ত্রিপদী। সভায় বেহাই যায়, প্রণমী রাজার পায়, করে রায় তারে অভ্যুত্থান। আইস হে মহাশয়, বসিতে যে আজ্ঞা হয়, কোথা হইতে হইল গমন॥ বেহাই বলে এ ক্ষণ, ত্যজি নিজ নিকেতন, দেখিবারে তোমারে এসেছি রাজা বলে ভালভাল, বাটির কুশল বল, দ্বিজ বলে ম-ঙ্গল দেখেছি॥ ভূপ কহে গুণধাম- এইতো তোমার নাম, করিতে ছিলাম মনে২। হেনকালে আগমন, তব আয়ু অগণন, শ্যাম কহে যা বল আপনে॥ নৃপতি বলেন ভাই বহু দিন দেখা নাই, তেকারণে আকুল ভাবিয়ে। গত কল্য নিশি শেষ, দেখিয়াছি প্রত্যাদেশ, সবিশেষ, কহি বিস্তারিয়ে॥ শুনহে বেহাই ভাই, তুমি আমি একঠাঁই, চলে যাই যেন পদব্রজে। নিশি যাগরণে যেন অঙ্গটোলে,

দুইজন, চরণ টলয়ে পদব্রজে ॥ হেনকালে অপরূপ, দেখিনুযুগল কুপ, একে ক্ষীর অন্যে বিষ্ঠা ভরা। আমি টলে ক্ষীর হ্রদে,পড়িলাম অপ্রমাদে, তুমি পড় নরকে নিহারা ॥ ছিঃ২ ছি কি কব আর, তব অঙ্গে বিষ্ঠাধার, দেখেলোকে করয়ে উদ্গার। গন্ধে মার দুর্গন্ধে উঠে, কালি তুমি এসংকটে, পড়ি আছ স্বপনে আমার ॥ দেখিয়াছি যে২ স্বপন কহিলাম বিবরণ, ভাল মন্দ কর অবধান। বেহাই কহিছে পরে, কেবা এ অন্যথা করে, মম স্বপ্ন এইতো বিধান ॥ মহারাজ যা কহিলে, মমস্বপ্নে সর্ব্ব মেলে, দুই কুপে পড়েছি দুজন। আমিতো নরক কুণ্ডে,তুমি পড়ে ক্ষীর কুণ্ডে, সত্য২ এ সত্য বচন ॥ পড়ে যেন দুইজনে, উঠিলাম কতক্ষণে,পদব্রজে পথে চলে যাই। যেতে যেতে মহারঙ্গ,আমি চাটি তব অঙ্গ,সর্ব্বাঙ্গেতে রসনা বুলাই ॥ তুমি যেন অরবার চাটিলে অঙ্গ আমার, বাড়া মাত্র এই চাটাচাটি। তব অঙ্গ আস্বাদনে, আছি আমি হৃষ্টমনে, ক্ষীর সে খাইতে পরিপাটী ॥ তুমি মম অঙ্গে যাহা, চাটিলে কেমনে তাহা, লাগিয়াছে কহিতে না পারি। শুনি সভাজন হাসে, রাজা ভাসে পরিতোষে, বলে বেহায়ের বুদ্ধি ভারি ॥ বেহানি কেমন হয়, নাহিক দেখিলে নয়, মহারাজা ভাবে মনে মন। শ্রীশ্যামাচরণ বলে, উত্তমে উত্তম মিলে, যেমন দেব তেমন বাহন ॥

রাজার বেহানির কৌতুক।

ত্রিপদী। এত ভাবি অনুচর, পাঠাইল নৃপবর, বেহাইর বাটীতে তখন। মধুপাত্র দিয়ে করে, কহে তারে রাজ্যেশ্বরে, বেহানীরে, বল এ বচন ॥ মকরন্দ হেতু রায়, পাঠায়ে দিল আমায়, ত্বরায় করি মধু দেও দান। সেই কথা শিরে ধরে, গেল দূত তার ঘরে, দেখে তাবে জিজ্ঞাসে কারণ ॥

বেহানী কহিছে কথা, কি কারণ এলে হেথা, দূত কহে বিশেষ তখনি। মধুর লাগিয়া মোরে, পাঠাইল রাজ্যেশ্বরে, মধু দেও ওগো ঠাকুরাণী॥ ব্রাহ্মণী সুবোধ নারী বুঝিল হবে চাতুরি, কত মধু তার পড়ে আছে। কেবল কৌতুক করে, জানিতে মোর অন্তরে, কাব্য করে দূতে পাঠায়েছে॥ কহে দূত গেল কোথা, ভূপে কহ এই কথা বৃথা হেথা পাঠাইল চর। যতমধু মোরছিল, তার বেহাই করাইল, খাইলেক ষোড়শ বৎসর॥ নামে গোপ ভক্ষি কাজি, বিধাতা দিয়াছে সাজি, মধু নাই পাত্র মাত্র আছে যদি চাহে অধিকারী, পাত্র ধোয়া দিতে পারি, মধু বঁধু রাখিয়া না গেছে॥ শুনি দূত হাস্য মুখে, যায় রাজার স[illegible] [illegible] যায় বলে বলয়ে কারণ। পরে চর সেই কথা, প্র[illegible] [illegible] করিল তথা, বেহানীর যেরূপ বচন॥ শুনিয়া হা-[illegible] [illegible] সভামধ্যে হয় গোল, অপ্রস্তুত হয়েন রাজন। [illegible] সুপ্রখরা, হাঁড়ি যোগ্য বটে সরা, আর শ্যাম[illegible] কহে বচন॥

পয়ার। একদিন মহারাজা করেন ভোজন। আপনি করিছে রাণী পরিবেশন॥ পার্শ্ব গৃহে রাজার কুমারী অন্ন খায়। রাজপুত্র বধু তারে আহার যোগায়॥ শশুর আহার করে ঘরে জানি মনে। রহাস্য করিছে রামা ননদীর সনে॥ ঠাকুরঝী ভাত আর চাহি কি তোমার। অকুলান থাকে যদি লহ তবে আর॥ শুনিয়া তাহার [illegible] রাজার নন্দিনী। ইষদ হাঁসিয়া তারে কহিতেছে বাণী॥ রাখি নিজ [illegible] [illegible] খাড়া যদি থাকে। সঙ্কেত করিয়া যদি দেওত [illegible]॥ সমোচিত বিহিত উত্তর ধনী পেয়ে। লাজেতে মলিন মুখ রহে হেট চেয়ে॥ আপনার কর্ণে রাজা শুনি প্রত্যুত্তর। সন্তুষ্ট হইল নৃপ কন্যার উত্তরে॥ আভরণ মতিময় [illegible] খেরাজ। দান পত্র

দেখি তারে দিল মহারাজ ॥ কন্যার এমন কথা নাতিনী শুনন। জানিবারে ভূপতির হইল মনন ॥ শ্রীশ্যামা চরণ আশ কৌতুক বিলাসে। এবার উত্তর ভূপ পাবে অনা-য়াসে ॥

রাজার নাতিনীর সহিত কৌতুক।

পয়ার। নবীনা যৌবন ধনী ষোড়শী রূপসী। তার কাছে গিয়া রাজা কহে হাসি হাসি ॥ কহ দেখি বিধুমুখী কোন রোগ ভাল। শুনি ধনী বলে বাণী শুন মহীপাল ॥ বিহিতে আহতে কহা বৃথা যোগ্য নয়। স্থানে বুঝে টাক যদি হয় সদাশয় ॥ ইহা বিনা খল গণে কারে ভাল কব। শুনি যাহার রোগে তার প্রাদুর্ভাব ॥ এহেন বচন শুনি [illegible] রাজেশ্বর। শ্যাম কহে সমুচিত বিহিত উত্তর ॥

রাজার রাণীর সহিত কৌতুক।

পয়ার। তাহারে অনেক মুদ্রা দিয়া অলঙ্কার। রাণীর নিকটে রঙ্গ করে আরবার ॥ আমারে তোমার পিতা দিয়া ছিল বিয়া। এত সুখ ভুঞ্জ তুমি তাহার লাগিয়া ॥ [illegible] অলঙ্কারে জড়য়া জড়িত। সর্ব্বাঙ্গেতে পদ্মমতি [illegible] ভূষিত ॥ নানাবিধ বস্ত্র পর কেবা হেন পায়। কত [illegible] দান কর যাহা ইচ্ছা যায় ॥ অন্যবরে হৈলে পরে [illegible] কত দুঃখ। শুনি বাণী কহে রাণী করিয়া কৌতুক ॥ গণ্ডমূর্খ পিতা মোর নাহি ছিল জ্ঞান। নবাবের ঘরে মোরে নাহি দিল দান ॥ তোমার নিকটে স্বর্ণমল নাহি পাই। সে হলে সে সাধ মোর পুরাইত রায় ॥ ধনে মানে কুলে শীলে সমভাব দেখি। কেবল সোণার মলে হইলা ফাঁকি ॥ বুঝিলা আভাসে রাজা কটুভাষা বলে। কেবল ধনের মান্য কুলে নাহি মিলে ॥ কেশর কৌলীন্য পাটনী প্রবনাস্ত তায়। ব্যঙ্গ করি পাটরাণী কহিল আমায় ॥ [illegible]

কথা মিথ্যা নহে কি বলিবে তারে। অধোমুখে মহারাজ চলিল বাহিরে॥ শ্রীশ্যাম কৌতুক করে নৃপতিরে কহে। নারীর এমন কথা প্রাণে নাহি সহে॥

সদ্যফল চুচড়া মিষ্টি।

পয়ার। করিতে ভ্রমণ রাজা সাজায় কুঞ্জর। তাহার উপরে বৈসে বাঙ্গের ঈশ্বর॥ চালায় কুঞ্জর বেগে আগে ডঙ্কা যায়। হেন কালে অপরূপ দেখে তপারায়॥ সরে বরে ধীবর ধরিছে মৎস্যগণ। সেই কালে তথা এক আসিল ব্রাহ্মণ॥ দর্শিত সুন্দর ছান্দ নটুয়ার বেশ। গলে উপবিত মোটা পেনসেটা কেশ॥ কালা পাড়ি ধুতি পরা হাতে হেম ছড়ি। পায়েতে সাঁচ্চা নাগরা টেকে শোভে ঘড়ি॥ রক্ত চন্দনের ফোঁটা ভালে সুশোভন। সরোবর তিরে আসি কহিছে সে জন॥ তিন দিন অনাহার আছি উপবাসি। কিছু মৎস্য দেও যদি তবে কিনি আসি॥ একথা শুনিয়া কুচ রুষ্ট মন হয়ে। ছিলা মিন দিল তারে সন্তোষ করিয়ে॥ ধরহ দ্বিজবর এই দিতে পারি। শুনি হস্ত পাতে বিপ্র তার বরাবরি॥ করেতে লইয়া মৎস্য হয়ে হৃষ্টমন। অকাতরে অম্লানেতে করিছে ভোজন॥ সদ্যফল চুচড়া মিষ্টি আশা না রাখিব। প্রাপ্ত মাত্রে যাহাহউক ভোজন করিব॥ আপার আশা করে সেইভো অসার। এতবলি সে সকলি করিল আহার॥ আপন নয়নে নৃপ দেখি হেন কায। বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হয় ভাবে মহারাজ॥ এমত অদ্ভুত কর্ম্ম জন্মিয়া না হেরি। ইহার বৃত্তান্ত কিছু বুঝিতে না পারি॥ এত বলি আঁখি ঠারে কোতয়াল পরে। লয়ে চল দ্বিজ বরে আমার হুজুরে॥ আজ্ঞা মাত্র কোটাল ধরিয়া লয়ে যায়। এখানে বেগেতে রাজা কুঞ্জর চালায়॥ আসিয়া বসিল রাজা দিয়ে রাজবার। পাত্র মিত্র ভৃত্য আদি

আইল সভায়॥ রাজা বলে সকলেরে শুনহে কারণ। বড়ই অদ্ভুত আজি করেছি দর্শন॥ ধরিয়া চিঙ্গড়ি মাচ এক দ্বিজবর। অপাকে ভোজন করে পুলকে অন্তর॥ দেখিয়া তাহার কার্য্য হত বুদ্ধি আমি। পাগল না হবে [illegible] জ্ঞান হয় কামী॥ আসিতে আদেশ আছে আমার [illegible]। বিশেষ বৃত্তান্ত ভ্রান্ত জিজ্ঞাসিবে তায়॥ কহিতে [illegible] কথা হাজির হুজুরে। সভাসদে নৃপতি দেখায় [illegible] ঠেরে॥ শ্রীশ্যামাচরণ ভণে শুন মহারাজ। [illegible] হেতু দ্বিজের একাজ॥

রাজার কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পরিচয়।

ত্রিপদী। ভূপতি সম্ভাষ করে, কহে সেই দ্বিজবরে, হাস্য মুখে আপাঙ্গ নিরাখে। কি জাতি কাহার সুত, কোথায় কর বসত, সত্য তত্ত্ব কহ হে আমারে॥ কি কারণে মীনগণ, অপাকে কর ভক্ষণ, ইহার কারণ [illegible] কহিবা। শুনে সেই দ্বিজবর, কহে মৃদু স্বর, উত্তর তাহার আর কিবা॥ রস পুরে মম গ্রাম, রসিক আমার নাম, রসরাজ দ্বিজের নন্দন। রসময় জাতি কুল, বিন্দু-[illegible] রস ফুল, রসরঙ্গ অঙ্গ আভরণ॥ রস নাট রস পাট, মোর দেশে রস হাট, রসনায় সরস বচন। রস সরসীর বারি, স্নান পান রস করি, চারি রস রসজ্ঞ ভোজন॥ রস শয্যাতে শয়ন, রস আশা সর্ব্বক্ষণ, রসের বালিস শিরতলে। রসিকার প্রাণ ধন, অরসিকে বিষ হেন, বি-রসে পাঠাই রসাতলে॥ রস বাক্য রস পান, মুখে জপি রস নাম, প্রেমরস আমার জীবন। রস ছাড়া নাহি থাকি, রসিকা স্বপনে দেখি, রসাভাসে সদা মম মন॥ সুজন রসিক হলে, তার সঙ্গে মন মিলে, নি-রসে নিরাস সর্ব্বক্ষণ। তুমিতো রসিক জন, রস তরঙ্গেতে

প্রবীণ, শৃঙ্গার রসে প্রধান রাজন ॥ রাজা কহে ভাল, জান, বিস্তার করিয়া বল, চন্দ্র রস রসিক প্রকার। শ্রীশ্যাম কৌতুক ছলে, রাজারে বিশেষ বলে, যে হেতুক এই দশা তার ॥

নারীর রূপ বর্ণনা।

পয়ার। ব্রাহ্মণ কহেন রাজা শুনহ ভারতি। যে কারণ আমার ঘটিল এদুর্গতি ॥ লম্পট স্বভাব মোর ভ্রমি নানা স্থানে। বিল্বগ্রামে এক নারী দেখিনু নয়নে ॥ কক্ষেতে গাগরি করি বারির কারণ। সরোবর কুলে আসি দিল দরশন ॥ কিরূপ হেরিল আঁখি সেইতো সময়। আপঙ্গ ঈষদ ভঙ্গ অনঙ্গ দহয় ॥ প্রফুল্ল কমল মুখ দশন কেশর। অলকা ভ্রমরা তাহে বৈসে নিরন্তর ॥ মৃদুভাষি মুখে হাসি যেন জ্যোৎস্না জ্ঞান। অনিবার সুধাক্ষরে চকরের প্রাণ ॥ ফুল ধনুসম তনু ভুরুযুগ খানি। সন্ধে হম পঞ্চবান নয়ন বাখানি ॥ আকর্ণ টঙ্কার তাহে বিষম কটাক্ষে। স্মরেজরে যারে হেরে তার নাহিরক্ষে ॥ খগওষ্ঠ নহে শ্রেষ্ঠ জিনি তিল ফুল। সিন্দুরে বিন্দু শোভা সে আভা অতুল ॥ শোণিত দলিত ওষ্ঠ কোথা বিম্ব ফল। তড়িৎ যড়িত স্বর্ণ সে কর্ণেরতল ॥ কুমুদ ঘুচিলা মদ কণ তার হেরে। দিবসে অবশে থাকে মুদিয়া অন্তরে ॥ করিকর নহে কর উপমা মৃণালে। দেখিকর পেয়ে ডর সুকাইল জলে ॥ পয়োধর কিবা তার তুলনা না হয়। দাড়িম্ব কদম্ব কাটে শিহরিয়ে রয় ॥ মেরুশৃঙ্গ হয় ভঙ্গ অনেক অতুল। শ্রীফল যদ্যপি বল সেও নহে তুল ॥ কাম রূপ সুধা কুপ নাভির গহ্বর। সুরাসুরে কন্দ করে থাকে নিরন্তর ॥ ত্রিবলি কি বলি মঞ্জু কামের আসন। আছে

অতি ক্ষীণ তার। পশুরাজ পায় লাজ হেরিয়ে মাঝারে যা ডম্বুরু কহিল গুপ্ত মধ্যে সরু হেরে। লজ্জাভয়ে হর করে পলায় সত্বরে॥ পরিসর সুবিস্তার নিতম্ব তাহার। কূর্ম্ম পৃষ্ঠ হৈতে শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট আকার॥ রম্ভাতরু সঙ্গে উরু উপমা না হয়। পদাঙ্গুলি যেন কলি চাঁপাফুল ময়॥ পদ তলে ঝলমল তরুন অরুণ। দেখি সাজ দ্বিজ রাজ ভাবি মনে মন॥ নখপরে নিশাকরে দশ খণ্ড হয়ে। অগ্রেতে কলঙ্ক রাখি রহে যে লুকায়ে॥ চলন বারণ হেরি কাননে পলায়। রাজহংস সহংশ দেখিয়া তাহায়॥ লাজ পেয়ে দহে হৃদে স্থান নাহি পায়। সলিলে প্রবেশ করে গায়ের জালায়॥ দেখিলে অখিলে তার ধৈর্য্যদূরে যায়। দ্বিজ শ্যাম দহে কামে কে বাঁচিবে তায়॥

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর পলায়ন।

পয়ার। সরোবরে সেই ধনী একাকিনী চলে। মনোহরা মনহরে অপাঙ্গের ছলে॥ দেখামাত্র মন প্রাণ আমার হরিল। কটাক্ষ আমার পক্ষে বিপক্ষ হইল॥ অচেতন করে মোরে বোবা সম রই। চলিতে না চলে পদ কথা নাহি কোই॥ কত ক্ষণে কহিলাম তুমি থাক কোথা। উত্তর করিল মোরে কেন কহ বৃথা॥ নিরুত্তর করি মোরে রামা গেল ঘর। এখানেতে আমি হই অন্তরে অন্তর॥ আহার আয়াস নিদ্রা ভাল নাহি লাগে। কেবল তাহার রূপ মনেতে জাগে॥ এইমনে অভিলাষ কিসে পাব তারে। সে রজনীগত হয় শুন তারপরে॥ প্রাতঃকালে আমি গিয়া বসি সেই ঘাটে। সে জানে কেবল জালা যে পড়ে স-ঙ্কটে॥ প্রহর প্রহর হয়ে সেই ঘাটে থাকি। শেষে সেই ধনী এসে দুরহৈতে দেখি॥ যেমন চাতকগণ দেখি মেঘ রাজ। হইন হয় তার সিদ্ধ হেত কায॥ কতক্ষণ কহ্নর

কহি করিয়া চাতুরী। কোনমতে বর্গ নাহি মানে সেই নারী॥ ভয় দৈত্র শঠতায় করিয়ে প্রকাশ। তার পরে কপটে কামিনী দিল আশ॥ কহিল নিতান্ত যদি না ছাড়িবে মোরে। তবে আজি নিশি শেষে যাবে মম ঘরে॥ কহি কিছু সঙ্কেত করহ অবধান। করতালি দেও গিয়ে যথা মম স্থান॥ আমার হইল মন তবভাব যেনে। দিব সেতে এইখানে ছেড়ে দেহ বেনে॥ লোকেতে দেখিবে শেষে হইবে প্রকাশ। ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ না পুরিবে আশ॥ ইহাবলি হাস্য করে নয়ন অপাঙ্গে। হরিল আমার মন কুমতি কুসঙ্গে॥ বিশ্বাস করিয়া আশ ছাড়িলাম আমি। কহিল অবশ্য অদ্য রাত্রে যাবে তুমি॥ এখানে আমার আর বিলম্ব নাসয়। তুমিত অগ্রেতে কোথা বল বারি ধায়॥ হইল সন্ধ্যার কাল অঙ্গ অদর্শন। তাহার কানাছে আমি রহিরে গোপন॥ মশা ডাসে দংশে তাহা মারিতে না পারি। পাছে শব্দহয় জানি গ্রাহ কাপে নারি॥ হাঁচি কাশী পাইলে যে বিশয় যন্ত্রণা। বদনে বসন দিয়ে করিহে সান্তনা॥ হেন কালে সেই নারী কহে পতি পাশে। আধ মিষ্ট মৃদুস্বরে মন্দ২ ভাষে॥ শুন২ ঠাকুর আমার নিবেদন। একবেটা মোনাকাটা করে জ্বালাতন॥ আমার আশয়ে ফিরেধরে কত বার। ফাকি দিয়ে আসিয়াছি গোচরে তাহার॥ বড়ই দুরন্ত সেই লম্পট ব্রাহ্মণ। আজি অর্দ্ধ রাত্রে তার হবে আগমন॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহে কেমন প্রকার। নারীবলে তাহারে ছাড়ান অতিভার॥ যদি মোরে জোরে ধরে করে বলাৎকার। কেমনে ধরম মম রক্ষা হবে আর॥ আমরা দুজন বিনে নাহি প্রতিবাসি। দেখিবে যখন হবে অর্দ্ধনিশি আসি॥ সেইতো লম্পট শঠ ব্রাহ্মণ গোঙার। আমি পলাইতে পাবে তোমার

ব্যাপার ॥ কামেতে আকুল তার কিবা ভাল মন্দ। বু-
ঝিয়া করহ কর্ম্ম ইথে নাহি সন্দ ॥ শুনি শিহরিয়া দ্বিজ
বলে কিবা করি। নারীবলে চল যাই ত্যজিএই পুরী ॥ এই
বেলা দ্রুত চল যেন সে না জানে। ইহা বলি দুইজনেচলে
অন্য স্থানে ॥ নারীর করেতে বারি পাত্র মাত্রয়। ব্রাহ্ম-
ণের শিরে বোঝা মোট বিপর্য্যয় ॥ দ্রুতগতি চলে তারা
ত্যজি নিজ দেশ। পশ্চাৎ চলিনু আমি জানি সবিশেষ ॥
মনেং ভাবি তার শঠতার গুণ। হৃদে কালি মুখে ভালি
এমন দ্বিগুণ ॥ যাহক কোথায় যায় করিব নিশ্চয়। পরেতে
হইল যাহা শুন রসময় ॥ দুই তিন ক্রোশ পথ করিয়া
গমন। দ্বিজের বাহ্যের বেগ ঘটিল তখন ॥ বসিল শৌ-
চেতে বিপ্র পগারের আড়ে। ঐ ছলে সেই মোট আমি
লই ঘাড়ে ॥ পরে পায় বেগে আগে চলে যাই আমি।
নারী বলে ধিরেং চল ওহেতুমি ॥ সুপথ ত্যজিয়া বনপথে
আমি যাই। যেই মনে তার সনে দেখা নাহি পাই ॥
ক্রমেং নিশীশেষ হইল যখন। উভয়ে উভয় জন করি
নিরীক্ষণ ॥ হাসিয়া তাহারে আমি কহিনু বচন। যার
তরে ত্যজ দেশ এই সেই জন ॥ দেখিয়া আমারে
ধনী অন্তরে শিহরে। মুখেতে রাখিয়া মান সমাদর
করে ॥ সেই খানে শৃঙ্গারের উপক্রম করি। অধরে অধর
চাপি গলদেশ ধরি ॥ নারী কহে কেন আর কব পর
হেন। এখন তোমার আমি হৈনু চির দিন ॥ উতলায়
কিবাসুখ হইবে সম্ভব। বাসা নিরূপণ কর তথা দোঁহে
রব ॥ পুরাইব অভিলাষ তথা দুই জনে। তুমি মম স্বামি
লোকে ইহা যেন জানে ॥ এত বলি পুরাইল মানস
আমার। কহিলাম কোন গ্রামে বল যাবে আর ॥
নারী কহে যে দেশে না আছে জ্ঞাতিজন। সেই দেশে
অনায়াসে কর সর্ব্বক্ষণ ॥ শুনি কহি নানা গ্রাম চল

সেই খানে। নারী বলে সর্ব্বত্রেতে আত্ম সম্বোধনে ॥ পরে তার পিতৃধাম ছিল যেই দেশে। আমার পোড়ার মুখে বাহিরায় শেষে ॥ শুনি ধনী বলে বাণী কি নাম ক- হিলে। জন্মিয়া না শুনি এসো তথা যাই চলে ॥ এতবলি মোট মোর মস্তকে চাপায়। মরাল জিনিয়া ধনী আগু আগু যায় ॥ পৌছুছিয়া সেই দেশে কহিতারে আমি। এই মনোরম স্থান কোথা রবে তুমি॥ ধনী কহে উত্তম আ বাসে গিয়া রব। আর কিছু দূরতর অগ্রসর হব ॥ কহিতে কহিতে কথা পিতৃ বাসে যায়। আমার মস্তক হৈতে বোঝাটা নামায় ॥ বসায়ে বাহিরে মোরে গেল অন্তঃ পুরে। পিতা মাতা তাহারে যে সম্ভাষ না করে ॥ ধনী বলে পতি সঙ্গে করিয়া কোন্দল। আসিয়াছি হেতাকারে সকল মঙ্গল ॥ অনেক ক্ষণের পর দাস এক জন। আ- সিয়া কহিল বেটা নিষ্ঠুর বচন ॥ বলে উঠ উঠ মুটে যাও নিজ ঘরে। বেতন আপন কড়ি গণে লহ করে ॥ সবে বলে মুটে মুটে শুনিতে বিষাদ। সাধেতে ঘটল রাজা এমন প্রমাদ ॥ নিশ্চয় জানিনু মনে বিষম চাতুরি। কখন না হেরি শুনি হেন দুষ্টা নারী ॥ আমারে ভুলায়ে ধনী রা- খিল গুমান। রমণ করিলে আর না পাইত ত্রাণ ॥ কতেক চাতুরি করি আমারে বঞ্চিল। আশার আশয় রাখা গে- আশা বিফল ॥ উদয় হইলে আশা করিবে পূরণ। গহরি করিলে হরি করেন বঞ্চন। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্য এইকথা সার। আশার যে আশা কভু না রাখিব আর ॥ আশার আ- শয়ে মধু মক্ষিকার গণ। কতশ্রমে সঞ্চে মধু করিয়ে যতন ॥ নৈরাশ করয়ে অন্যে যে করে হরণ। শৃগালের ধনুগুণ যেমন ভোজন ॥ কেবল আশার আশে ম- রীচি গো জলে। আকাশে ফুলের ন্যায় শাস্ত্রে ইহা বলে ॥ তাহার কারণ এই শুন মহারাজ। কাঁচা মাচ খাইতেছি

নাহি ঘৃণা লাজ ॥ কি জানি রাখিলে যদি অন্য কেহ খায়। তবেতো নাহবে ভোগ বিয়োগ আশয় ॥ তেকারণ আশার সুসার এই সার। আশার আশয়ে রয় সেই দুরাচার ॥ শ্রীশ্যাম কহেন আশা কর্ম্মের বন্ধন। আশাত্যাগী অনুরাগী জীবন মোচন ॥

—ooo—

দশ চক্রে ভগবান ভূত।

ত্রিপদী। শুনিয়া তাহার বোল, সবে করে হাস্য রোল, গণ্ডগোল কোলাহল হয়। হেন মৃদু হাস্য করে, কেহ কারে আঁখি ঠারে, কেহ বলে ভাল মহাশয় ॥ কেহ বলে এসংসারে, নাহি দেখি আর কারে, তোমা সম জ্ঞানের সাগরে। অন্য কহে ভাগ্যভঙ্গে, দরশন তব সঙ্গে, অপাঙ্গে স্বরঙ্গে রঙ্গ করে ॥ শুনি সেই রঙ্গময়, রসান্বিত ভাবে কয়, দশচক্রে ভগবান ভূত। দশ মুখে যশোধর্ম্ম, একের নহে সে কর্ম্ম, দশে হিত করে বিপরীত ॥ শুনিরাজা কহে বাণী, কহ দেখি সে কাহিনী, ভগবান ভূত কি প্রকারে। এতেক বচন শুনি, শ্রীশ্যাম কহিছে বাণী, শুনে রাজা হরিষ অন্তরে ॥ উজনা নগরে ধাম, ভীষণ রাজন নাম, মহারাজ অতি ভাগ্যধর। উপমা নাহি উচিত, স্বর্গে রাজা পুরোহিত, মর্ত্ত্যে সেও তাহার শশুর ॥ পাত্র মিত্র সভাজন, ভৃত্য আদি অগণন, দানে রাজা দধিচি যেমন। ভগবান নামে তার, আছিল খেজমতগার, শুনতার রহাস্য কথন ॥ রাজা অতি ভাল বাসে, রোষে তোষে পরিতোষে, অনায়াসে বিপদে নিষ্কৃতি। সভাস্থ জনের কথা, ভূপতি করে অন্যথা, নহে বৃথা ভগার ভারতী ॥ সভাজনে যদি বলে, অশ্ব চারি পদে চলে, ভগবান তিনি যদি কয়। রাজা বলে

তিনি হবে, ভগা নাহি মিথ্যা কবে, সভাস্থের সত্যে অপ্রত্যয় ।। সভাজনে যদি কয়, দেখ চক্ষে মহাশয়, হয় হয় চতুঃক্ষুর ধারি । রাজা বলে আর কেন, কর মোরে অপমান, ভগবান না জানে চাতুরি । এইরূপ ভগবান, রাজার স্বরূপজ্ঞান, যাহা করে রাজারে তা হয় । পাত্র মিত্র দেখে রঙ্গ, ছাড়াইতে তারসঙ্গ, মনে মনে করিল নিশ্চয় ।। বান্দুরে জনার কপি, মহাবলে তাহাজপি, রাজা ভগবানের তেমন । যদি কৃপাকরে কালী, ইহার বিহিত কালি, চুন কালি করাব ভূষণ ।। কহিতে ভাবিতে ভগু, অস্ত হৈল যে মার্ত্তণ্ড, ভগবান নিকেতন চলে । পরে পাত্র মন্ত্রিগণ, দ্বারিকে করে বারণ, রাজ আজ্ঞা শুনরে সকলে ।। ভগবান চুরীকরে গিয়াছে আপন ঘরে, আরে তারে হয়ে ক্রোধমন । দরিদ্র পালিয়া তারে, দোষ দণ্ড মাফ করে, আসিবারে হুজুরে বারণ ।। যদি কেহ তারে ছাড়, দননে ভাঙ্গিবে হাড়, শিরচ্ছেদ তখনি তাহার । শুনি রাজা সত্য জ্ঞানে সেই বাক্য শিরে মানে, ভগা নাহি জানে সমাচার ।। নিশি শেষপ্রাতঃকালে, ভগবান দ্রুত চলে, দ্বারপালে দিল দরশন । দ্বারিগণ তারে বলে, আজি পুন কেন এলে, তোমারে হে ছাড়িতে বারণ ।। ব্যঙ্গ বোধ ভগবান, ফটক ভিতরে যান, দ্বারপাল কহিছে তখন । আরেং দুরাচার, কথা না মান আমার, যাইবারে না পাবে কখন ।। যদি যাও জোর করে, কেবা আর মানে তোরে, যারা মানে মানি তার মানা । এক পদ বাড়াইলে, তবেতো গুমান ফেলে, গলে ঠেলে ফেলিবে দুজনা ।। শুনি ভয়ে ভগা কাঁপে, একথা না জানে ভূপে, আমলার অতুল মন্ত্রণা । যদি আমি কোন রূপে দেখাইতে পারি ভূপে, না হইলে কেবল যন্ত্রণা ।। এত

ভাবি ভগবান, বিষাদেতে গৃহে যান, এখানেতে শুন বিবরণ। দিবা হৈতে অবসান, না আইল ভগবান, বারে বারে সুধান রাজন ॥ পাত্র মিত্র কহে রায়, বুঝি ভগবান রায়, হইয়াছে অসুস্থ বিষম। কালি রাত্রে ভেদ তার, হয়েছিল বারোবার, বমন তাহার বার সম ॥ ক্ষীণনাড়ি শ্বাস ঘন, আছে কি হৈল নিধন, লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ। শুনি রাজা শোক করে বৈদ্য রাজ তার ঘরে, পাঠাইল জানিয়া ছুংসহ ॥ রাজা বলে যেবা তারে, সুস্থ করাইতে পারে, দিব তারে আমি নানা ধন। এখানেতে বৈদ্যপতি, হয়ে হরষিত অতি, শিবিকায় করিছে গমন ॥ পাত্র মিত্র তারে কয়, কোথা যাহ মহাশয়, আমাদের রাখহ জীবন। শুনি বৈদ্যরাজ কয়, কহ দেখি কি আশয়, শুনে ভয় হয় যে কথন ॥ পাত্র বলে ভগবান, ঘুচালে সভার মান, আমাদের রাজা তুচ্ছ করে। একারণেতে মন্ত্রণা, করিয়া করিচি মানা, আসিবারে রাজার হুজুরে ॥ বিশেষ অশেষ রূপে, কত কহে চুপে চুপে, খেদ করি তাহার সাক্ষাতে। আর বলে শুন কথা, কহিবে রাজন বৃথা, যাইলাম তোমার অজ্ঞাতে ॥ ভগবান মরিয়াছে, ধড় ছেড়ে প্রাণ গেছে, পড়ে আছে বিকট বদন। লক্ষমুদ্রা লহ করেঃ কহ ইহা নৃপতিরে, লোভে বৈদ্য হৈল হৃষ্ট মন ॥ এক লক্ষ মুদ্রা লয়ে, রাজার নিকট গিয়ে, মিথ্যা কথা কহে অস্বাস্থ্যক। মিথ্যা কথা সত্য আসে, বৈদ্যরাজ যাহা ভাষে, সাক্ষি হয় যত সভা লোক ॥ স্বরূপে কহিতে বোল, উত্তরিল গণ্ড- গোল, ভগবানের তনয় আইল। গলায় জড়ান কাচা, মলিন বদন বাছা, সভামাঝে কান্দিতে লাগিল ॥ ছল করে বলে রায়, পিতা গেল যমালয়, কিছু নাই শুদ্ধ

হব কিসে। শুনি রাজা খেদ করে, শত মুদ্রা দিল তারে, শ্রাদ্ধ হেতু তাহার উদ্দেশে॥ তঙ্কা লয়ে সেই জন, গেল নিজ নিকেতন, তারপরে হেথা ভগবান। হইল অনেক দিবা, নাহি করে রাজসেবা, মনে ভাবে আকাশ সমান॥ কি করিব কিবা হবে, রাজারে কে জানাইবে, কেবা আছে সুহৃদ এমন। যদি আমি কোন ছলে, দেখা পাই মহীপালে তবে শালে দিব অভাজন॥ এতেক যুকতি করে, শর্ব্বরী ত্রিযাম পরে, উঠে ভগা করিছে গমন। রাজ অন্তঃপুর পরে, প্রস্তর রচিত ঘরে, পাইখানা রাজার কারণ॥ তদুপরি বট তরু, নামনা লাগিছে গুরু, সুচারু সে অবনী অবন॥ ভগবান সেই গাছে, নিশিযোগে বৈসে আছে, নিশি শেষে ভীষণ ভুপাল। কিঙ্কর সুবর্ণ ঝারি, সঙ্গে চলে সারি সারি, দিশা হেতু চলে মহীপাল॥ গিয়া সেই স্নেদ খানে, বসিছে আপন মনে, নিরুদ্বেগে বেগেতে মগন। সেই কালে ভগবান, রাজার সমীপে যান, বৃক্ষ হইতে নামিয়া তখন॥ নৃপ বলে ভগবান, মরে কি পাইবে প্রাণ, একি অসম্ভব তব দেখি। শুনিবাণী ভগা কয়, সর্ব্ব মিথ্যা মহাশয়, সভাজনে দিয়াছে যে ফাঁকি॥ শুনিয়া ভগার কথা, সকলে আইল তথা, পাত্র মিত্র আমাত্য সুহৃত। রাজারে বুঝায় তারা, হলে কি পাগল পারা, মনে মনে আছ কি বিস্মৃত॥ ভগ বান মরিয়াছে, ভুতহয়ে এই গাছে, আছে তবে মোরা দেখি নাই। আপনি দেখিছ তারে, কথা কহ বারেং, কার সঙ্গে দেখিতে নাপাই॥ রাজা বলে সেকি এই, পারিষদে বলে কই, কিছুই না পাই দেখিবারে। কি ভাবিছ নরপতি আইসহে দ্রুতগতি, নহে ভুত চাপিবে তোমারে॥ নাজান রাজা কারণ, মরিয়াছে যেই জন, ভুত দানা তাহারা

গণন। একেলা আসিলে রায়,পাইত আজি তোমায়,ত্বরা-করি কর পলায়ন ॥ কেহ বলে রাম২, কেহ কহে হরিনাম পড়ে উঠে বেগে কেহ যায়। কেহ গিয়া ভূত বলে, মারে তারে ঢেলা ফেলে, কেহ নৃপে লোহা যে ছোঁয়ায় ॥ ভূত২ হইল গোল, রাজার না স্বরে বোল, জনচারি ধরিল রাজায়। ক্রোড়ে করি নৃপতিরে, রাখে লয়ে অন্তঃপুরে, শবের সমান হয় রায় ॥ ভয় পেয়ে নৃপরায়, দশনে কবাটি খায়, হয়ে আছে জ্ঞান অচেতন। আদরক দিয়ে আর-করে তারে প্রতিকার, পরে হয় চেতন রাজন ॥ রাজাবলে হরি২, এমন নাহিক হেরি, ভুতগত হৈল ভগবান। ত্বরাকরি গয়াযাও বিষ্ণুপদে পিণ্ড দেও, না হইলে নাহি পরিত্রাণ। দ্বিজ কবি কহে ভূপ, দশচক্রে এইরূপ, ভূতদশা হয় খান শামা। দশে যাহা মনেকরে, তাহাই করিতে পারে, দশো-নপ না হয় উপমা ॥ দশচক্রে ভগবান, ভুতভার এপ্রমাণ ভগবানে কে ভুলাতে পারে। জগত নির্ম্মিত যার, কিবা অসম্প্রীতি তাঁর, তাঁরে ভূত করে কে এসংসারে ॥ সেজন অখিল কর্ত্তা, ত্রিগুনের হর্ত্তা কর্ত্তা, তাঁর পদে প্রণমিয়া শ্যাম। কহে গ্রন্থ পুর্ণকর, এদিনের প্রতি হের, অন্তেদিও গঙ্গা পদে ধাম ॥

লঘুত্রিপদী। শুনিয়া তখন, কহেন রাজন, শুনহে রসিক রাজ। মনোরম বাণী, তব মুখে শুনি, কথাতে তোমার কায ॥ কায়মন বচন,না করি শ্রবণ, কখন কাহার ঠাঁঞি ॥ না কর অন্যথা, অন্য এক কথা, কহ হে শুনিতে চাই ॥ রাজার কথন, শুনি দ্বিজ কন, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর। সবু-রেতে মেওয়া ফলযায় পাওয়া, কহে ইহা পুর্ব্বাপর ॥ নৃপ কহে হাসি, তোমারে জিজ্ঞাসি, সবুরেতে মেওয়াফলে।

রাজায় বিশেষ বুঝায়, বিস্তার করিয়া তত্ত্ব। বনমালী দ্বিজ, ত্যজি অন্য কায, শ্রবণে হইল মত্ত॥

সবুরে মেওয়া ফলে।

পয়ার। তৈলঙ্গ নগরে ধাম এক দ্বিজবর। রামানন্দ নাম তার দুঃখিত অন্তর॥ আপনি ব্রাহ্মণ মাত্র এক পরিজন। ভিক্ষার উপরে যার উদর পোষণ॥ সদা নিরানন্দ মনে অর্থের বিহীনে। নারীর গঞ্জনা তাহে দহে তুষাগুণে॥ সদাই লাঞ্ছনা তারে করে সিমন্তিনী। আত্মনাদ পরনাদ নিবাদ বাদিনী॥ বলয়ে থাকিতে পতি হয়েছি বিধবা। লৌহখাড় হাতেদে আয়ৎ রাখে কেবা॥ হেটে খাটি অভাগিনী পেটে অন্ননাই। ভালমন্দ কোন দ্রব্য কাস্মিন না খাই॥ কালামুখ লোকে দেয় চুন কালি গালে। এমন অভাগা পতি আমার কপালে॥ ভিক্ষা করে দ্বারে২ দিবা অবসানে। আসিবা মাত্রেতে দ্বিজ আপন সদনে॥ পাদ্য আদি দূরে থাক সে কথা কে ধরে। অবিরত কটু ভাষে তিরস্কার করে॥ ঠিস মিশ অহনিশি বিমরিশ মন। লাঞ্ছনা করয়ে রাম্যাসদা সর্ব্বক্ষণ॥ পিপাসায় যদি চায় দ্বিজবর বারি। কখন সম্মুখে নাহি দেয় তার নারী॥ আপনার দুঃখ বিপ্র যদি তারেকয়। মারিতে তাহারে উঠে হেন জ্ঞান হয়॥ এইরূপে দ্বন্দ সদা কপালের ফলে। অভাগার সুখ নাহি কোন কালে॥ সদা দ্বন্দ দেখি বিপ্র করে অনুমান। নিশ্চয় ভাবিল মনে রাখিব না প্রাণ॥ একেমরি মনোদুঃখে ভিক্ষায় নির্ভর। নারীর বচন খাড়া মস্তায় উপর॥ গলে রর্জ্জু দিয়ে আমি হইব বিরতি। নহিলে এ দুঃখ সম নাহিক নিষ্কৃতি॥ এত ভাবি রর্জ্জুহস্তে যাইয়া কাননে। তরুতে বান্ধিল ফাঁস আপনার মনে। হরিরে স্মরণ করি বিপ্র অবশেষে। ফাঁস করে ধরে দেয় নিজ

গলদেশে।। হেনকালে মনে ভাবে বিপ্রের তনয়। সবুরেতে মেওয়া ফলে সর্ব্বলোকে কয়।। মরণ অধিক মন্দ কিআছে সংসারে। দেখিব কেমন মেওয়া ফলয়ে আমারে।। ক্ষণেক বিলম্ব মনে সবুর তখন। সে বন ছাড়য়ে বিপ্র যায় অন্যবন। ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয় তিলেক নারয়। নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ সেইকালে হয়।। সে বনে বিপ্রের সুত মরিবারে চায়। মরিতে নাপারে ভাবে সবুর কোথায়।। এইতো অনেক কাল অতীত হইল। এখন সবুর গাছে ফল না ফলিল।। আর কিছু কাল আমি করিব সবুর। এতভাবি অন্য বনে চলে দ্বিজবর।। ক্রমেং নানা বন আক্রম করিয়া। সবুরের আশে দ্বিজ রহিল বসিয়া।। হেনকালে এক নারী অতি কদাচার। নানা অলঙ্কার অঙ্গে শোভিতেছে তার।। হিরা লাল চুনি মনি সে ধনীর অঙ্গে। একাকিনী কামিনী সে, কেহ নাহি সঙ্গে।। তাহারে দেখিয়া দ্বিজ বনেতে লুকায়। দেখিবে মানস তার কি করে সেথায়।। সেই স্থানে কাম্যকুপ দ্বিজ নাহি জানে। কেবল বিষাদ ভাবে আপনার মনে।। কাম্যকুপ তত্ত্ব নারী জানিয়া কারণ। আসিয়াছে কাম আশে ত্যজিতে জীবন।। কুপের নিকটে গিয়া খেদে রামা কয়। শুনং কাম্যকুপ মোর পরিচয়।। আমি হই নারী জাতি কুমারী রাজার। আমা সমা কদাকার নাহি হয় আর।। একারণ সর্ব্ব সুখ থাকিতে বঞ্চনা। অভাগীর প্রতি পতি সদা করে ঘৃণা।। সতিনীগণের সঙ্গে রঙ্গে রাজা রয়। আমারে দেখিলে কভু কথাটি না কয়।। কোন দোষ নাহি মোর কেবল কুরূপা। ধর্ম্ম ময় কাম্যকুপ মোরে কর কৃপা।। কাম্যকুপ বিবরণ শুন সর্ব্বজন। একটি মানস জীবের করেন পুরণ।। দুই আশা বলে ভাষা যদি পড়ে তায়। ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ অধপাতে যায়।। একারণ এক রাজা

ঐক্য রাখি চিতে। কহিতে লাগিল ধনী ধর্ম্মের সাক্ষাতে ॥ ভুবন মোহিনী হব যুবতী সদাই। আমার কটাক্ষে রক্ষা দেব নক্ষে [illegible]॥ এতবলি কাম্যকূপে পড়িল কামিনী। উঠিল হীরার অসি অদ্ভুত কাহিনী ॥ এক চোটে ধড়েমুণ্ড দুইখান তার। দ্বিজবলে সবুরেতে মেওয়ার প্রচার ॥ সবুর করিনু যেই তাহার কারণ। সুলভা কাম্যের কূপ হইল দরশন ॥ এতভাবি দ্বিজবর কামনা অন্তরে। চলিল কাম্যের কূপে পড়িবার তরে ॥ তথাপি ভাবিছে মনে ক্ষণেক সবুর। কি ফল বিস্তার হয় ইহার উপর ॥ কিঞ্চিৎ সবুর করি পরেতে মরিব। ভরসা হয়েছে মনে সুগতি পাইব ॥ কহিতে২ কথা আর এক নারী। উপনীত হইল আসি দ্বিজ বরাবরি॥ দেখিতে সুন্দরী অতি দুঃখিনীর বেশ। কাম্যকূপ প্রদক্ষিণ করে অবশেষ ॥ পরে কহে উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্ম সাক্ষি থাক। কাম্যকূপে ত্যজি প্রাণ অন্তরীক্ষে দেখ॥ এমন রূপসী আমি ষোড়শী যৌবনী। দরিদ্র আমার কান্ত আমি সে দুঃখিনী ॥ অন্ন বিনা হয় প্রাণ বস্ত্র নাহি দেহে। এমন দারুণ দুঃখ পরাণে না সহে॥ অতএব বলি ধর্ম্ম সাক্ষি থাক তুমি। সপ্তদ্বীপ রাজা যেন হয় মোর স্বামি ॥ এত বলি সেই ধনী ত্যজিল পরাণ। দেখাদেখি দ্বিজবর মরিবারে যান ॥ তথাপি সবুর বৃক্ষে আরো মেওয়া চায়। ক্ষণেক সবুর করি বনেতে লুকায় ॥ পরে এক রসবতী আসি উপনীত। বদন শরদ ইন্দু ভূষণে ভূষিত॥ আসি ধর্ম্ম সাক্ষি করে সেও ত্যজে প্রাণ। বলে কাম্যকূপ মোরে কৃপাকর দান ॥ চিররোগী ছিল পতি সেহ না রহিল। অভাগির প্রাণে আর নাহি কিছু ফল॥ এবার জন্মাতে পতি হবে যেই [illegible] অমর হবে এই মোর মন ॥ এতবলি সেই

নারী ত্যজিল জীবন। তথাপি সবুর দ্বিজ ভাবে মনে মন।। নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ নাহিক সংশয়। ক্ষণেক স-বুরে দেখি কিবা মোর হয়।। এত ভাবি হৃষ্টমনে রহে দ্বিজবর। আর এক নারী যায় বনের ভিতর।। আসি ধনী কাম্যকুপে কাম আশে পড়ে। বলে একামনা যেন মোর না বাহুড়ে।। রসিকা বালিকা আমি কত বাক্য জানি। গণ্ডমূর্খ পতি মোর তাপে দহে প্রাণি।। এবার আমার পতি হবে যেই জন। বিচারে জিনিবে সেই এ তিন ভুবন।। এতবলি কাম্যকুপে ত্যজিল পরাণ। দেখি বিপ্র আর বার মজিবারে জান।। তথাপি সবুর ফল ক-রিয়া অভয়। বনে বসি সংগোপনে রহিল তথায়।। হেন-কালে আর এক নারী উপনীত। কাম্যকুপ প্রদক্ষিণ ক-রিয়ে ত্বরিত।। বলে মনোদুঃখে মরি পতির কারণ। দেখিতে কুৎসিত পতি অতি কুগঠন।। সতির নাহলেপতি মনের মতন। সদাই অসুখ তাহে জীবনে মরণ।। ভয়েতে মরণ মন কখন না চায়। আঁগি মুদি রোগী যেন পাচন না খায়।। অন্য জনে মনে সতী না করে বরণ। কেমনে পরের সঙ্গে করিবে রমণ।। অতএব কাম্যকুপে ত্যজহে পরাণ। এবার হইবে পতি মদন সমান।। এত বলি সেই নারী ত্যজিল জীবন। অতঃপর দ্বিজবর ভাবে মনে মন।। দেখিল নয়নে দ্বিজ সবুরের ফল। একেং দেখি পঞ্চ হইল প্রবল।। দ্বিজবলে একটি মানস পুর্ণ করে। ইহার অ-ধিক আর মেওয়া কোথা ধরে।। ধর্ম্ম সাক্ষি করি দ্বিজ বলিছে তখন। পাইয়াছি বহু দুঃখ যাবত জীবন।। এইসে সময় মোর শুন ধর্ম্মেশ্বর। দিনহীনে করি কৃপা আশা পূর্ণ কর।। পড়িল যে সারিং এই পঞ্চ নারী। জন্মান্তে ইহারা হবে রমণী আমারি।। এই অভিলাষ এক অন্য নাহি সাদ। কৃপাকরি ধর্ম্মরাজ [illegible]

বলি মরণ হইল সেই বারে। কিবা রূপ মেওয়া ফল সবুরে প্রচারে ॥ সবুরে হইল মেওয়া মরণ সময়। গলে রজ্জু দিলে পরে অধোগতি হয় ॥ সবুর করিয়া বনে পশিল সে জন। তথাপি সবুর করি যায় অন্য বন ॥ সে বনে না ত্যজি প্রাণ যায় বনান্তরে। সবুর করিয়া বিপ্র কামকূপ ফেরে ॥ এক দুই তিন চারি তথাপি সবুর। পাইয়া পঞ্চম মেওয়া ফলিল প্রচুর ॥ ইহার অধিক মেওয়া আর কারে বলে। মরণ সবুর মেওয়া বিপ্রের কপালে ॥ রতি যিনি পতি আর সপ্ত দ্বীপে রাজা। অজর অমর হবে বলে মহাতেজা ॥ ত্রিভুবন জিনি বিদ্যা পণ্ডিত হইবে মদন অধিক রূপ জন্মান্তে পাইবে ॥ সবরেতে মেওয়া ফলে লোকে মান বলে। তাহার বৃত্তান্ত এই শুনহ সকলে ॥ সবুরেতে মেওয়া ফলে সর্ব্বলোকে ভাষে। প্রকাশ করিল শ্যাম কৌতুক বিলাসে ॥

ত্রিপদী। শুনিয়া তাহার বাণী, হরষিত নৃপমণি, বিপ্রবরে করে ধন্য বাদ। রাজা বলে তব কথা, শ্রবণে মনের ব্যথা, দূরে যায় সকল বিষাদ ॥ যাহা তব ইচ্ছা হয়, সত্য কহ রসময়, দিব দান করি অঙ্গীকার। বিপ্র বলে ধন জন, নাহি মম প্রয়োজন, মরিলে সকল অন্ধকার ॥ কার নিধি অভিমান, কার সিদ্ধি কেবা পান, আশামাত্র মরীচিকা সার। যখন পঞ্চত্ব হবে, এ সকল পড়ে রবে, শব হবে ভবে কেবা কার ॥ কোন জন বহু ধনে, কৃপণতা করি মনে, এক বট স্বার্থ নাহি ছাড়ে। নাহি করে হীন জ্ঞান, মুদিলে পরে নয়ন, স্বজন স্বধন থাকে পড়ে ॥ লক্ষ মুদ্রা নিজ ঘরে, রাখি কেহ দুঃখে মরে, প্রাণান্তে না করে বিতরণ। কোন জন পরধনে, প্রভুত্ব করিয়া জানে, অনায়াসে দান করে ধন ॥ যারধন তার নই, নেপো মারে দই, শুন কই তাহার বিশেষ

রাজা বলে বল বল, শুনিতে অতি রসাল, কহ দেখি তাহার উদ্দেশ ॥ একথা কেমন আর, কহ দেখি পূর্ব্বা পর, নাহি জানি কিরূপ প্রচার। রাজার বচন শুনে, দ্বিজশ্যাম হৃষ্টমনে বিবরণ কহেন তাহার ॥

যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দই।

পয়ার। আসন নগরে ছিল এক দ্বিজবর। আপনি রমণী মাত্র ধন বহুতর ॥ শত স্বর্ণ মুদ্রা সুদ পায় প্রতি দিনে। এক পাই নাহি খায় সঞ্চয়ে যতনে ॥ যদ্যপি রমণী তার কিছু সুদ লয়। তাহাতে লাঞ্ছনা করে দ্বিজ মহাশয় ॥ এমন কৃপণ জন ভুবনে না থাকে। অন্ন নাহি খায় প্রাতে যে হেরে তাহাকে ॥ রন্ধন চাপায়ে যেবা তার নাম করে। স্মরণ মাত্রেতে তার তসলা বিদরে ॥ জেলে-কাচা পরিধান খান বুকড়ী অন্ন। এক কড়া মাত্র পিত্রা সর্ব্বত্রেতে দৈন্য ॥ এইরূপ কত কাল গতায়াত করে। বাতিক উর্ব্বন রোগ ঘটে তার পরে ॥ ধড় ফড় করে পেট সদাই দাহন। কবিরাজ নাহি দেখে জানিয়া কৃপণ ॥ পিপাসায় প্রাণ যায় ওষ্ঠাগত প্রায়। তাহার রমণী কান্দে বলে হায় হায় ॥ পরেতে সুস্নিগ্ধ হেতু আনিয়া শর্করা। গঙ্গাজলে ভিজাইল দুঃখিত অন্তরা ॥ পত্রেতে লইয়া তাহা পতিরে যোগায়। বদনে পরশ মাত্র আড় চক্ষে চায় ॥ আঁখি নাড়ি তাড়াতাড়ি বলে উহুহু। আমারে খাওয়ালি কেন এমুচির গুহ ॥ আহা মরি মরে যাই তোর দুঃখ তরে। বিধবা হইলে কেবা অন্ন দিবে তোরে ॥ ব্রাহ্মণী বলেন পান করহ এখন। সাত জন রাজা হয় রেখেছ যে ধন ॥ জন্মাবধি সঞ্চয় করেছ মহাশয়। দেব দ্বিজ পিতৃ জনে নাহি কভু ব্যায় ॥ উদর পুরিয়া অন্ন কভু না

খাইলে। ক্ষুধা হবে বলে দিশা নিরাশা করিলে ॥ অন্তে অন্ত নাহি দিলে বলকার তরে। শতকোটি মুদ্রা রাখি যাও যম পুরে ॥ অতএব কপালেতে ভোগাভোগ হয়। বুঝিলাম তব নহে তার যার ব্যায় ॥ এখন কি কর আর সঙ্গে কেবা যাবে। পানকর গঙ্গোদক সুগতি পাইবে ॥ দ্বিজ বর সেই কথা শুনিতে না পায়। কেমনে পাইলে চিনি তাহারে সুধায় ॥ কাঁকালেতে কর দিয়ে কিঞ্চিৎ নিহারে। দিয়ে গালি বলে সালি মজালি আমারে ॥ তবিল ভাঙ্গিয়া চিনি কিনি আনিয়াছ। একি [illegible] হায় কি কর্ম্ম করেছ ॥ শত হস্ত মাটি তুমি করলো খনন। এক কড়া না মিলিবে শুন কদাচন ॥ এক আনা চিনি কেনা ঘুচিল সকল। গড়াইলে কোথা থাকে কলসের জল ॥ হাসিয়া রমণী বলে তবিলের নয়। এইতো সুদের সুদ তার ব্যাক হয় ॥ এমন কেমন করি করিল বিধাতা। জমায় খরচ শুনি দ্বিজ পায় ব্যাথা ॥ এইতো সুদের সুদ এক আনা হলে। তার পঞ্চদশ দিনে এক তঙ্কা মিলে ॥ হায় কি করিলি বলি করিয়ে ঝঙ্কার। ফেলিল চিনির জল বহু সুবিস্তার ॥ হাত পাঁচ সাত পরে ছিল কল্পতরু। পাত্রের সহিত জল ফেলে বণ গুরু ॥ তথায় শিবের লিঙ্গ আবির্ভাব ছিল। গঙ্গাজল স্পর্শ মাত্রে বরদা হইল ॥ বর লহ বলি হর ডাকেন সত্বর। তাহার ব্রাহ্মণী পরে করিল উত্তর ॥ সকল ঈশ্বর তুমি ব্যাপ্ত চরাচর। তোমার কৃপায় ধন আছয়ে বিস্তর ॥ অভাব কিছুই নাই পতির কপাল। অষ্টরম্ভা ভোগ যোগে বিষম জঞ্জাল ॥ এত নিধি দিয়ে বিধি হইল বঞ্চন। একটুকু চিনি মাত্র ভেদিল জীবন ॥ অতএব যক্ষ সম থাকিলে কি হবে। চিনির বলদ প্রায় বৃথা আশা ভবে ॥ এই বর দেহ হর আমার বচনে। ভোগ করে যেন পতি আপনার ধনে ॥ হর কন এই বর

দিতে না পারিব। বরঞ্চ লহ যে রত্ন অন্যবরদিব ॥ যার ধন সেই বিনা কেবা করে ব্যয়। যক্ষজন্ম রক্ষা করে কৃতাশয় ॥ দেখ পূর্ব্বে কৃপণ আছিল যত জন। নানা পন্থা করি ধন কৈল উপার্জ্জন ॥ অসংখ্য রাখিয়া মুদ্রা না করিল ব্যয়। মরণ কালেতে শুদ্ধ ভাবিল বিস্ময় ॥ যক্ষের মধ্যেতে তারে করি যে গণনা। সে ধন তাহার নয় ভাবে মাত্র জানা ॥ সেই বংশে জন্মে তাহা যে করিল ব্যয়। সে ধন তাহার নয় নাহিক সংশয় ॥ রাখিলে কি হবে নিধি না হইলে তার। ব্যয় করিবারে পারে সাধ্য আছে কার ॥ অতএব এ ধনের যক্ষ মাত্র তুমি। অন্য অধিকারি আছে সত্য কহি আমি ॥ বিপ্র বলে এ কেমন শুনি ইতিহাস। স্বোপার্জ্জিত ধন মোর সর্ব্বত্রে প্রকাশ ॥ দেখ বিপ্র শাস্তি সেবে করেছি সঞ্চয়। কেমনে করহ আজ্ঞা মোর ধন নয় ॥ হর কহে নেতো নামে রজক রমণী। এ ধন সকল তার আমি ভাল জানি ॥ সে যদি করুণা করে তোরে কিছু দেয়। হয় কি না হয় ভোগ ভাগ্যেতে সংশয় ॥ শুনি বিপ্র পঞ্চাননে বলে ক্রোধে বাণী। স্বস্থানে প্রস্থান এবে কর শূলপাণি ॥ অন্তর্দ্ধান হৈল শিব বিপ্র কোপ মন। আরোগ্য হইল মাত্র পেয়ে দরশন ॥ ব্রাহ্মণ ভাবিছে হর ভাঙ্গেতে নিপুণ। আমার আপন ধন ভোগি অন্য জন ॥ আপন অর্জ্জিত ধনে জ্ঞাতি অংশ নাই। ধোবানী কেমতে পাবে শুনিতে বালাই ॥ কেমনে ধোবানী পায় দেখিব কারণ। এত ভাবি দ্বিজ বর ভাবে মনে মন ॥ দ্বিজেরে শ্রীশ্যাম বলে চিনির রাহিকা। আশা মাত্র সার তার জলে মরীচিকা ॥

সমুদ্রে দ্বিজের সকল ধন লুকায়ে রাখেন ও নেত্তোর প্রাপ্তি।

ত্রিপদী। শিবের শুনিয়া বাণী, ক্রোধে সেই গণ্ড মুনি, মনে মনে করিল বিচার। যত আগে মুদ্রা গণ, বিক্রি করি ততক্ষণ, হীরামতি কিনিল অপার॥ করি জহরাৎ ময়, মনেং ভয় হয়, পাছে মাগী চুরি করি লয়। তাহার কারণ দ্বিজ, আনিয়ে ভাস্কর রাজ, তার কাছে কহে পরিচয়॥ আমার বচন ধর, প্রস্তর খনন কর, যেন বহুধন তাতে থাকে। আড়ে দীর্ঘে চোহসারি, কর দেখি কারিগরি, শত মুদ্রা দিব হে তোমাকে॥ শুনে সে সন্তোষ হয়ে, করেতে করঙ্গ লয়ে, নির্ম্মাণ করিল পারপাটী। তার মধ্যে রাখে ধন, যথা সর্ব্বস্ব আপন, সমান প্রস্তরে মুখ আঁটি॥ নির্জ্জন সিন্ধুর জলে, নিশি শেষে দিল ফেলে, নাহি তাহা দেখে অন্যজন। আপনি তীরেতে আসি, হইলেন তীর্থ বাসী, করিলেন কুঠির বন্ধন॥ ধন শোকে দ্বিজবর, নাহি যায় স্থানান্তর, অহর্নিশি বসি থাকে তথা। আহার নিদ্রা যথাকালে, সকল নাহিক ফেলে, শিব বাক্য করিতে অন্যথা॥ পরে শুন বিবরণ, সেই দেশের রাজন, বাণিজ্য কারণ করে যাত্রা। গ্রামবাসী নারীগণ, আইল কুতুহল জন, গমনের শুনিয়া সুবার্ত্তা॥ প্রত্যক্ষেতে জনেং, কিবা সাধ কার মনে, সকলে সুধান মহীপাল। যার যে কামনা ছিল, আনিতে ভূপে কহিল, শেষে নেত্তো কহিলি রসাল॥ রাজা বলে ধোপানী, তোমার বাসনা কি, নেত্তো এত শুনি বাণী কহে। যদি মোরে দয়া কর, নয়নে প্রস্তর হের, পাটি আড় দীর্ঘ সম রহে॥ দেখিবে যেখানে তুমি, আনিবে কহিয়ে আমি, এই মোর মন অভিলাষ। সেই কথা

রাখি মনে, চলে ভূপতি পাটনে, বাণিজ্য করিয়া এসে বাস ॥ আসিতেং জলে, তরি তার নাহি চলে, চড়ায় লাগিল দৈব কলে। নাম্বিয়া নাবিক গণ, ঠেলাঠেলি ক তক্ষণ, করে পরে সে তরণী চলে ॥ ডাঁড়ি মাঝি জন পদে, সেইত প্রস্তর বাঁদে, দ্বিজ তাহা দেখে হৃষ্ট মন। কি আছে জলেতে বলে, জন দশ বারো মিলে, তুলে শিলা অতি সুগঠন ॥ ব্রাহ্মণ দেখি নয়নে, শিরে করাঘাত হানে, রাজা কহে আনরে ত্বরিতে। নেতো ধোপানির তরে, বিধি এই দিল মোরে, দিব তারে বসন কাচিতে ॥ এত বলি তরি লয়ে, চলে রায় হৃষ্ট হয়ে, ধীরেং চলিল ব্রাহ্মণ। যথা সে নেতো ধোপানী, ধারে বোলে কাচে কানী, সেই ঘাটে যাইয়া রাজন ॥ এই লহ বলি তারে, প্রস্তর জলের ধারে, ফেলি রাজা যায় নিকেতন। যাইয়া আপন ঘাটে, স্বজন সহিত উঠে, জয়রব হইল তখন ॥ ব্রাহ্মণ তথায় থাকে, ভাবে পড়িনু বিপাকে, এই সেই ধোপানী গস্তনী। কহিতে নাহিক পারে, রাজা দিন দিল তারে, করে দ্বিজ মনেতে গুমানি ॥ পাট লয়ে নেতো রাঁড়ি, কাচে তাতে ধুতি সাড়ি, কত দিন পরে শুন রঙ্গ। খুলিল ঘোড়ন কল, আছাড় বারির বলে, আঁটা সাঁটা মোটাপায় ভঙ্গ ॥ ঝরং ঝরে নিধি, নেতো বলে আজি বিধি, হইয়াছে আমার সদয়। তাড়াতাড়ি ভরি ঝুড়ি, আর ধার বোল হাঁড়ি, লয়ে যায় আপন আলয় ॥ দ্বিজ দেখে কোপ মনে, বারি বহে দুনয়নে, বলে বিধি একি বিড়ম্বন। ধোপানী ভাবিছে দ্বিজ, বহু দিন করে পূজ, এই স্থানে করিয়ে আসন ॥ প্রকার করিয়া তারে, অর্থ গ্রাহি করিবারে, নেতো রাঁড়ি ভাবে মনে মন। বলে কিছু হীরা মতি, দ্বিজেরে করি ভকতি, আজি আমি দিব এইক্ষণ ॥ শ্রীশ্যামাচরণ ভণে, কথা যাহে অকারণ, নেতো

গাড়ি না জানি কারণ। দ্বিজের বিভব সব, বঞ্চিত হইয়ে শব, প্রায় আছে হতেছে দহন॥

নেতোর দধিভোজন।

পয়ার। একশত গজমতি লইয়া ধোপানী। বিপ্রের সম্মুখে রাখে করি যোড় পাণি॥ প্রণাম করিয়া তারে হাস্যমুখে কয়। গরিবের প্রতি কৃপা কর মহাশয়॥ জাঁতার উপরে জ্বালা কাটা ঘায় লুন। ক্রোধে কটুভাষে বিপ্র জ্বলন্ত আগুন॥ বলে শালি দূরহ পাপি দুরাচার। পুনশ্চ কহিলে শাস্তি হইবে তোমার॥ আর নানা কটুভাবে কহিল সে মন। বিশেষ না জানে নেতো ভাবে মনে মন॥ অপমান ভয়ে রামা ফিরে ঘরে যায়। কেমনে ব্রাহ্মণে দিবে ভাবিছে উপায়॥ ব্রাহ্মণের নামে আমি রাখিয়াছি ধন। পুনশ্চ হরিব তাহা করিয়া কেমন॥ ভাবিতে২ তথা গোপ এক জন। দধির পসরা মাথে দিল দরশন॥ নেতো কহে শুন ঘোষ বচন আমার। যদি এই দ্বিজবরে দধি দিতে পার॥ এক শত মতি দিব দধির ভিতর। রাখিয়া আইস তুমি বিপ্রের গোচর॥ তোমার দধির মূল্য এক তঙ্কা লহ। আমার মাথার কিরে কাহারে না কহ॥ শুনিয়া গোয়ালা দধি লইয়ে পসরা। বিপ্রের নিকট গিয়া উত্তরিল ত্বরা। বলে আমি অভাজন নাহি পুণ্য লেশ। কি দিয়ে তরিব ভবে না জানি বিশেষ॥ ব্রাহ্মণ জগত গুরু কল্পতরুময়। কিঞ্চিৎ সুরস দধি লহ মহাশয়॥ এত ভাবি দধি রাখি সে করে গমন। আহার করিবে বিপ্র হইয়াছে মন॥ হেন কালে বর্গি রাজ নফর আইল। সম্মুখে দেখিয়া দধি তুলিয়া লইল॥ ভয়েতে ব্রাহ্মণ কিছু বলিতে না পারে। মনে২ আর্ত্তনাদ বিপ্রের কুমারে॥ কাশীরাম চিন্তে নেতো হরিত মনে। হেন কালে সিপাই আইল

সন্নিধানে ॥ কহে রেঙীমেরা কাপড়া জলদী লাপ কিজ। শুনি নেতো কহে মহারাজ আবদিজ ॥ স্বরায় বসন পরিষ্কার করেনেত। দেখিয়া নস্কর হয় অতি হরষিত ॥ বলে স্ত্রী মেরা পাশ আওর কুচ নাই, বলিয়া দহিঠো লিজো দিপাই ॥ হইল অধিক বেলা গগণে উদয়। দধি আহার করিতে নেতো যায় ॥ ঢালিতে পাথরে দধি ঠক্ ঠক্ করে। কি আছে ভিতরে বলি নয়নে নেহারে ॥ অনেক মতি শরের সহিতে। দেখিয়া দোপানী লাগিল ভাবিতে ॥ ক্রমেং শত মতি পাইল যখন। নিশ্চয় আপন দধি জানিল তখন ॥ ঈশ্বরে প্রশংসা করি রজকিনী বলে। কার সাধ্য কেবা পায় তুমি নাহি দিলে ॥ আগে দিলাম যে করিয়ে যুকতি। না লইয়া রুষ্টবিপ্র দিল মোরে প্রতি ॥ প্রকার করিয়া পুন দিলাম তাহারে। ফিরে আপনার ঘরে ॥ তবেতো এখন মোর নাহিক সংশয়। এত বলি মতি তুলি দধি অন্ন খায় ॥ হাপড়ে চাপড়ে খায় গায় হরিগুণ। পুলকে পুরিল অঙ্গ পেয়ে বহু ধন। তদবধি পুর্ব্বাপর ছোট বড় জন। তথায় তুলনা দেয় না জানে কারণ ॥ শ্যাম কহে একবারে সার অর্থ এই। যার ধন তার ধন নয় নেতো তারে দই ॥

মথুরেশ ভট্টাচার্য্যের উপাখ্যান।

ত্রিপদী। নবদ্বীপ গ্রামে বাস, নামে দ্বিজ কৃত্তিবাস, বিদ্যাবান সদা জ্ঞানানন্দ। মুখাগ্রে সাহিত্য স্মৃতি, বেদান্তে পণ্ডিত অতি, জ্যোতিন্যায় শাস্ত্রে হীনদ্বন্দ ॥ পুরাণেতে সুপণ্ডিত, বুদ্ধে আঙ্গিরস জিত, সর্ব্ববিদ্যা সাগর সমান। একারণ নরপতি, দিলেন তার অখ্যাতি, বিদ্যা নিধি সাগর অখ্যান ॥ রাজার সভাপণ্ডিত, বিচারে

ভুবন জিত, বচনে তোষয়ে নৃপবরে। রাজদত্ত ভুঞ্জে ভূমি, শত বিঘা শূন্য জমি, শালি শত বিঘা ভোগ করে॥ এক পুত্র পণ্ডিতের, কেমন কপাল ফের, অন্ধ প্রায় থাকিতে লোচন। বয়স বৎসর শোল, করে মাত্র গণ্ডগোল, নাহি করে সুসঙ্গে ভ্রমণ॥ দ্বিজ ধর্ম্ম দেবসেবা, করিতে কহয়ে বেবা, গালিদিয়ে তাহারে যে কয়। ডাণ্ডা গুলি সদা খেলে, লইয়ে ইতর ছেলে, লিখিতে না পারয়ে ভুক্ষয়॥ দেখিয়া তাহার ভাত, মনে হয় শোকান্বিত, বলে হারে শুনরে অধম। কেশরীর সুত হয়ে, শৃগালের প্রায় রয়ে, বিদ্যাতে বিরস এ কেমন॥ এখন বলিরে আমি, বিদ্যাশিক্ষা কর তুমি, না হইলে নাহি প্রয়োজন। আমার তনয় মূর্খ, মরমে রহিল দুঃখ, নাহি তোর দেখিব বদন॥ এতবলি নিজ কর্ম্মে, গেল দ্বিজ গৃহ ধর্ম্মে, ফিরে আসি না দেখি তনয়। বলে কোথা মথুরেশ, রমণী কহিল শেষ, কুসঙ্গেতে কপাটী খেলায়॥ স্নেহেতে ব্রাহ্মণী বলে, আর কি হবে কহিলে, খেলাইতে গিয়াছে আবার। শুনি দ্বিজ ক্রোধ ভরে, কহিছে নারীর তরে, শুন শুন বচন আমার॥ আমার মাথাটি খাও, যদি ধর্ম্ম পথ চাও, গুরু ছিন্ন দেবের রুধিরে। ভক্ষণ করিবে তুমি, শপথ দিলাম আমি, অন্ন আজি দিলেরে তাহারে॥ গোবধ ব্রাহ্মণলক্ষ পাপি হবে দিলে ভক্ষ্য, সেই হেতু কহিরে তোমারে। অন্ন যদি চাহে তবে, ভস্মরাশি তারে দিবে, এমন সন্তানে কিবা করে॥ সত্য করাইয়ে পুন, করয়ে দ্বিজ গমন, যথাস্থানে আছে প্রয়োজন। ব্রাহ্মণী আসিয়া ঘরে, অন্তরে রোদন করে, কুপুত্রেতে মাতা জ্বালাতন॥ দিবা হইল অবশেষ, এখানেতে মথুরেশ, অন্ন আশে আসিল বাসায়। অন্নদেমা ইহা বলে, ঘরের ভিতরে চলে, ব্রাহ্মণী বিষম ভাবে হায়॥ মা হয়ে সন্তানে অন্ন না দিলে কে দিবে

অন্য, স্বামি আজ্ঞা তাহাতে লঙ্ঘন। তাহাতে শপথ পতি, দিয়াছে আমারে অতি, এত ভাবি হয়ে বিক্ষেণ॥ উভয় রক্ষায় রাখি, তাহার উপায় দেখি, দিল অন্ন সদৃশ্য সুরস। নানা উপহার পরে, ভস্ম মুষ্টী রাখে ধারে, মনে হয়ে অত্যন্ত নিরস॥ হেন নিদারুণ পতি, শুনি তাহার ভারতী, ছাই-ভস্ম সোণার বাঙ্গায়। তনয় গণ্ডুষ করে, পঞ্চগ্রাস করে করে, শেষে দেয়ে ভস্ম রাশি তায়॥ হেরে জননীরে বলে ছাই কেন অন্নে দিলে, শুনি রামা বলে বিবরণ। পণ্ডিতের সুত হয়ে, নীচলোক সঙ্গ লয়ে, সদা তুমি করয়ে ভ্রমণ॥ সে কারণ তব তাত, শপথ দিল নিঘাত, তাই ছাই দিলাম তোমারে। জননীর বাণী শুনে, অত্যন্ত বিবেক মনে, উঠি সুত নমস্কার করে॥ কান্দিয়া তনয় কহে, এই অন্নশিরে রহে, অন্নে মোর সহস্র প্রণাম। নাখাইব না ছুইব, এদেশে নাহিক রব, মাতা পিতা কার হেন বাম॥ কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়, লোক শাস্ত্রে এই কথা কহে। সে কথা হইল ব্যথা, এমন না দেখি কোথা, কার মাতা পিতা হেন রহে॥ কহিতে বিদরে বুক, কারে না দেখাব মুখ, আশে গ্রাশে ছাই দিল মায়। এত ভাবি জননীরে, তখনি প্রণাম করে, বিবেকেতে বনে চলে যায়॥ শ্রীশ্যাম কহেন সত্য, বিবেক না জানে তত্ত্ব, বস্তু নাহি কোন জন পায়। যথায় বিবেক বর্ত্তে, সেই নর ধন্য মর্ত্ত্যে, নমস্কার কোটি তার পায়॥

মথুরেশের প্রবাস গমন ও অজুদ মুনির সহিত মিলন।

পয়ার। মনেহ বিবেক বাসনা করি সুত। নিজ দেশ ছাড়াইয়া যাইল ত্বরিত॥ এক বস্ত্র পরিধান দ্বিতীয় রহিত। সরোবর নীরে তার আহার বিহীন॥ [illegible]

আদি যখন যা মিলে। জীবন ধারণ হেতু ভুঞ্জে অকৌশলে॥ চলিল নিবিড় বন নাহি তার ত্রাস। নিশ্চয় ত্যজিবে প্রাণ জীবনে নিরাশ॥ অতিব কানন মধ্যে ক্রমেতে যায়। কেবল অরণ্য তথা দেখে ভয় পায়॥ বনচর নিরন্তর করে উচ্চ রব। শুনিয়া দ্বিজের সুত স্মরয়ে মাধব॥ অস্থিচর্ম্ম অবশেষে নাহি দেহে বল। চলিতে চরণ পথে হইল অচল॥ ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে ক্ষণে ধরাতলে। শয়ন করিয়া কান্দে ক্ষুধা দুঃখানলে॥ এইমত ভ্রান্ত হয়ে গেল সম্বৎসর। প্রভাসে উদয়ে পরে শীর্ণ কলেবর॥ দেখে তথা এক খানি আছয়ে কুটীর। অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ স্থান মুনির মন্দির॥ আম্র পত্রের চাল আর খুঁটী তেরেণ্ডার। লতা রজ্জু দিয়ে বান্ধা নহে সুবিস্তার॥ শূন্য ঘর দ্বিজের দেখিয়া তখন। অচল হইয়া তথা করিল শয়ন॥ হেনকালে অস্তগিরি গেল দিবাকর। আসিল কুটীর পরে সেই মুনিবর॥ নর দেখি মুনি কহে তুমি কোন জন। সত্য বাক্য কহ মোরে না কর ভণ্ডন॥ মিথ্যা বাক্য যদি কহ কর প্রভারণ। তবেত করিব ভস্ম দেখিবে তখন॥ শুনি মুহুঃ বাণী কহে মথুরেশ। আদ্যন্ত সমুদয় করিয়া বিশেষ॥ জননীর হেন কর্ম্ম শুনি মুনিবর। কৃপা দৃষ্টে চাহিলেন তাহার উপর॥ না কান্দহ বিপ্র কহে বারবার। তোমার সকল দুঃখ করিব সংহার॥ যে বিদ্যা যে মনে তব আছে অভিলাষ। অবশ্য তোমার আমি পূরাইব আশ॥ শ্রীশ্যাম তাহারে বলে কি ভাবনা আর। সদ্গুরু পাইলে এবে ভবে হবে পার॥

মথুরেশের মন্ত্র সিদ্ধি ও নবদ্বীপ যাত্রা।

পয়ার। মুনি কহে এক কথা সুধাই এখন। দীক্ষা শিক্ষা হইয়াছে কিম্বা হে ব্রাহ্মণ॥ মথুরেশ বলে প্রভু কি-

তুই না জানি। আমার সমান আর না আছে অজ্ঞানি॥ শুনি তুষ্ট মুনিরাজ বলে ভাল বটে। স্নান করি আইস দ্রুত আমার নিকটে॥ আজি তবে সংস্কার করিব তোমার। শুনি স্নান করি পুনঃ আইল কুমার॥ এখানেতে কল্পতরু হয়ে ঋষি রয়। দিবে যে অমূল্য ধন যাহা ভাগ্য হয়॥ বাহ্য কার্য্য শূন্য হয় জ্ঞানেতে বিভোর। হেনকালে মথুরেশ আসিল গোচর॥ স্বস্তি বলি নিজ মন্ত্র তারে করে দান। পুনঃ হায় হায় করে পেয়ে বাহ্য জ্ঞান॥ কুমার কহিছে কেন হইল বিষাদ। ঋষি বলে আজি মম ঘটিল প্রমাদ॥ সকল দৈবের বশ কি দোষ কাহার। নিশ্চয় হইবে মৃত্যু আজিকে আমার॥ মথুরেশ সবিশেষ না জানি কারণ। যেই মহামন্ত্র দীক্ষা মুনির নন্দন॥ সেইতো সজীব মন্ত্র দিল দ্বিজসুতে। কত পরিশ্রম কৈল চেতন করিতে॥ বনে বসি রাশি রাশি মন্ত্র জপ করি। শত শত পুরশ্চর্য্যা তাহাতে প্রচারি॥ আপনার মন্ত্র পরে করিলে প্রদান। কখন নাহিক রয় সাধকের প্রাণ॥ দিয়া বীজ মন্ত্র তেজে হীন হইল মুনি। প্রকাশ হইতে তাহা নাহি রহে প্রাণি॥ দুঃখানলে রজনীতে মুনি নিদ্রা যায়। কালী কালসর্প রূপে দংশিল তাহায়॥ বিষের বিষম জ্বালা ত্যজে মুনি প্রাণ। বিপরীত দেখি সুত হয় হত জ্ঞান॥ বলে চিরদিন দুঃখে ভ্রমি বনেবন। দৈবেতে সদ্গুরু যদি হইল মিলন॥ অভাগার কর্ম্ম দোষে সেহ না রহিল। আমার জীবনে আর নাহি কোন ফল॥ দরিদ্র বৈকুণ্ঠে গেলে তথায় অসুখ। আর কারে না দেখাব আমার এমুখ॥ ভেবেছিনু বড় আশা হইল নির্ম্মূল। হেলে নেথায় হাল বিধির হাতে ভুল॥ ভাঙ্গার কপাল ভাঙ্গে এমনি প্রাক্তনী। খোঁড়ার চরণ খালে পড়ে ভাল জানি॥ এইরূপ ক্রন্দ

শত খেদ করে নানা। বলে নিদারুণ বিধি মোরে দিল হানা॥ আইলাম ভবহাটে ঘাটে বান্ধ্য তরি। ব্যাপার করিতে মনে বড় আশা করি॥ আচম্বিতে সর্ব্বনাশ কুলে তরি ডুবে। পবনঃ ভক্ষ্য নিদারুণ ভবে॥ সকল কর্ম্মে করে কপালে বিফল। অরণ্যে ক্রন্দন বৃথা নাহি কোন ফল॥ যাহাহউক গতি করি অন্ত্যেষ্ট্যাচরণ। অগতি হইলে হয় অধতে পতন॥ কিন্তু ভাবি রোগের ঔষধ বিনা গতি। অকর্ত্তব্য হয় ইহা পিতার ভারতী॥ অতএব সংপ্রতি করিব প্রতিকার। এরোগের মহৌষধ কি করি বিচার॥ রোগ যোগ্য মহৌষধি কিবা মন্ত্র আর। কিছুই নাহিক জানি আমি দুরাচার॥ কেবল গুরুর মন্ত্র যাহা কৈল দান। ইহা বিনা আর কিছু না জানি সন্ধান॥ এত ভাবি সেই মন্ত্র গুরুর চরণ। মনে মনে তিন বার করিয়ে স্মরণ॥ আপাদ মস্তকাবধি ফুক দিয়ে সুত। অন্তরে বিরস নেত্রে অশ্রুজল যুত॥ আচম্বিতে উঠে বৈসে মুনি মহাশয়। সাধুপুত্র ধ্বনি বলি ক্রোড়েতে তারে লয়॥ কহিল সন্তুষ্ট আমি হয়েছি তোমায়। আর এক মন্ত্র শিক্ষা করয়ে তনয়॥ বুঝিয়া কুমার বলে কি কহিলে গুরু। কি ফল বিফল বল যথা কল্পতরু॥ অবোধের প্রায় নাথ কেন গো ভুলাও। নয়নে দেখায়ে পুনঃ শুনাইতে চাও॥ যেমন দিয়াছ প্রভু করিয়ে করুণা। নির্ব্বাণ পাইলে তার নাহিক বাসনা॥ আভাষে বুঝিল মুনি পাইয়াছে তত্ত্ব। সকরুণে তার প্রতি কহে আত্ম বত্ত্ব॥ যাও বাছা যথা ইচ্ছা হইলে সুসিদ্ধ। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ করিবে আরাধ্য॥ ভক্ত শিষ্যে নাহি পাট আনন্দের হাটে। হৃদয়ে ওপদ রাখি প্রণমিয়া উঠে॥ মনে কৃপা রেখ গুরু তুমি পরাৎপর। স্মরিলে আমারে যবে আসিব গোচর॥ এতবলি মনের [illegible] দ্বিজ চলে। বিমানে গমন অশ্বপবন প্রবলে॥

কুয় দণ্ডে নবদ্বীপে আসি উপনীত। দেখিতে জনম স্থান হইল বাঞ্ছিত॥ শ্রীশ্যাম কহেন পরে নামিয়া তথায়। সন্ন্যাসির বেশে মথুরেশ চলে যায়॥

রাজার কালিকা পূজন ও প্রতিমা প্রত্যক্ষ।

ত্রিপদী। আপনার জন্ম স্থান, করি তাহে দৃষ্টি দান, চলে যায় সন্ন্যাসীর বেশে। পথে চলে মথুরেশ, জটা জুটে বান্ধা কেশ, অঙ্গে ছাই কৃত্তি কাটি দেশে॥ গলায় রুদ্রাক্ষ মাল, করেতে ত্রিশূল ভাল, খঞ্জন লোচন যুগ্ম। হুতাশন সম প্রভা, রজনী রঞ্জক শোভা, আসি রাজ প্যারে প্রবেশিশ॥ অথ রাত্রে শ্যামা পূজা, সেই দিন রাত্রে রাজা করিছেন লয়ে পুরোহিত। প্রতিমা স্বরূপ করে, আবাহন করি পরে, নানা উপচারেতে পুজিত॥ সেই কালেতে সন্ন্যাসী, গাত্রে তার ভস্মরাশি, বসি তথা আসন করিল। পাতিয়া ব্যাঘ্রের ছাল, সম্মুখে বসিল ভাল, চতুর্দ্দিগ প্রকাশ হইল॥ সন্ন্যাসীর রূপ হেরি, সবে বলে মরি মরি, কি মাধুরী এনহে যে নর। ছলিতে রাজার মন, হেন করি অনুমান, বিধি বিষ্ণু কি আইল হর॥ রাজা রূপ রূপ দেখি, পালটে নাহিক আঁখি, বলে একি তেজস্বী সন্ন্যাসী। বয়স কিশোর অতি, শশী রাশি সমজ্যোতি, বসিয়াছে তিমির বিনাশি॥ মহাভক্তি করি রায়, সম্মুখে তারে বসায়, কালীর পূজন দেখে যোগী। নানাবিধ উপহারে, পূজা করে কালিকারে, শেষেতে উদ্যোগী বলি লাগি॥ ধরিয়া মহীষ বলে, হাড়িকাটে দেয় ফেলে, প্রাণ হেতু সে করে চিৎকার। মথুরেশ ক্রোধানলে, তখনি উঠিয়া বলে, রাজা যায় সংহতি তাহার॥ নৃপতি কহেন কেন, প্রভু করিছ গমন, রোষে ঋষি বলিল তখন। হইবে সুবোধ রায়, হইলে অবোধ প্রায়, জীব হিংসা কর

কি কারণ ॥ কোন স্থানে কিছু নাই, কেবল দেখিতে পাই, জীবগণ নাশ অগণন। তোমাতে যেজন আছে, সেই নিধি পশু ক্যাছ, কর্ম্ম হেতু জনম ধারণ ॥ সুকর্ম্ম যেজন করে, শুভজন্ম প্রাপ্তি তারে, পশু জন্ম পাপের কারণ। কিন্তু এক আত্মা হয়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়, সর্ব্বভূতে আছে সে জীবন ॥ মায়া বশে ভ্রমে জীব, ত্রিভুবন ময় শিব, অহঙ্কার ত্যজহ রাজন। রাজা বলে মহাশয়, তবে বেদ ব্যর্থ হয়, এই শুন বেদের বচন ॥ যজ্ঞার্থে পশুর সৃষ্টা, ইত্যাদি বেদের নিষ্ঠা, শুনি যোগীবর কহে বাণী। যদি যজ্ঞ পূর্ণ হয়, তবে তাহে পাপ নয়, না হইলে নরক নিশানি ॥ প্রতিমায় আসি তব, যদি থাকে আবির্ভাব, সেইতো কালিকা সর্ব্বেশ্বরী। তবেতো সকল পুণ্য, নহিলে কে করে মান্য, মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তি ধরি ॥ প্রত্যক্ষ দেখাও মোরে, রণস্থলে যে প্রকারে, ছলে ছিলেন হেরিব সেরূপ। কিম্বা স্থানান্তর যাবে, কটাক্ষে অপাঙ্গে চাবে, না হইলে কেবল বিরূপ ॥ শুনি কুল পুরোহিত, সেই সে তাহার প্রীত, ক্রোধিত হইয়া তারে কয়। এই মন্ত্রে ভূত শুদ্ধি, করিয়াছি কিবা ঋদ্ধি, এই মন্ত্রে আসন শোধয় ॥ অঙ্গ ন্যাস কর ন্যাস, এই মন্ত্রে জীবন্যাস, এই মন্ত্রে মুদ্রা নিরূপণ। [illegible] যে অটল কথা, পূজা করি যথা প্রথা, বেদে [illegible] নিরূপণ ॥ অঙ্গ ভঙ্গ কোন স্থানে, কহ ম[illegible] বিদ্যমানে, যোগী বলে কর বর্ত্তমান। দেখেছে নয়নে যেই, বচনে বিশ্বাস সেই, কদাচনা করয়ে সুজ্ঞান ॥ শুনি ক্রোধ বলে তারে, তুমি পারো দেখাবারে, যোগী বলে ইহা কোন [illegible]। এতবলি পূজা স্থান, গঙ্গাজলে প্রক্ষালন, করে বারি দিয়া শত ভার ॥ ছিল যত উপহার, না লইয়ে কিছু তার, সকল সামগ্রী পুনঃ লয়ে। মনের মানস মতে, পূজা করি এক চিতে, পরে কহে উঠিয়া দা-

ওয়ে ॥ হের নরপতি, বলে, যেরূপ রূপের স্থলে, তুলে ছিলেন দেখহে স্বচক্ষে। দেখাও জননী বলে, ততক্ষণে তুলে তুলে, প্রতিমায় হইয়ে প্রত্যক্ষে ॥ পুরোহিত দ্বিজ গান, রাখিতে নন্দন পান, বলে ইহা না হয় প্রত্যয়। মন্ত্রের গুণে, বুঝি ভুলাইতে জানে, শুনি ক্রোধে দিগাম্বর কয় ॥ শুয়ে যোগী হুতাশন, বলে তবে এতক্ষণ, দুর্ভ্রম হইল আমার। এতবলি কোপা লয়ে, কালির সম্মুখে গিয়ে, কহে যোগী করি হুহুঙ্কার ॥ দেখ দেখ কারে খারে, পাঠালি পৃথিবীশ্বরে, আর নাহি মঙ্গল হ- ইবে। ইহা বলি ক্রোধাবেশে, প্রতিমার কক্ষদেশে, কো- পায় আঘাত করে তবে ॥ দর দর বহে ধারা, দেখিয়া কম্পিত তারা, যোগী বলে ধর রক্ত সবে। ভূতলে পড়ে যদি, রাজ্য যাবে অদ্যাবধি, বিধি বাম আজি সে জা- নিবে ॥ শুনে তাম্রকুণ্ড লয়ে, রুধির ধরিছে ভয়ে, ছাপা- ইয়া ভূতলে পড়িল। হাহাকার করি রায়, ধরিয়া তাহার পায়, সকরুণে কান্দিতে লাগিল ॥ দ্বিজ শ্রীশ্যামাচরণ, দেখিয়া তার রোদন, প্রবোধ বচনে ভূপে কয়। না করে রাজা ক্রন্দন, বিধির যাহা লিখন, দৈবদোষে অবশ্য তা হয় ॥

রাজার খেদ ও সন্ন্যাসীকে স্তব করেন।

লঘু-ত্রিপদী। সন্ন্যাসীর পদ, ধরি বহু খেদ, করিয়ে কান্দয়ে রাজা। বলে, প্রভু তুমি, সর্ব্বান্তরযামি, তপন সদৃশ তেজা ॥ সকল বিজ্ঞান, আছে তব স্থান, বলহে কি দোষ মম। তোমাতে বিশ্বাস, আমার নির্য্যাস, পুরো- হিত সে অধম ॥ না করে বিশ্বাস, মোর সর্ব্বনাশ, করিল পাপিষ্ঠ মূঢ়। পরের দোষেতে, কি এই দৈবেতে, ঘটিল যন্ত্রণা দৃঢ় ॥ যেমন রাবণ, করিল হরণ, শ্রীরামচন্দ্রের

নারী। দেখ তার দোষে, বদ্ধ হয় রোষে, শরণ জলাধিকারী॥ কহি যে স্বরূপ, আমারে সেরূপ, ঘটল এতেক দিনে। না দেখি উপায়, ধরি তব পায়, কৃপা কর দীন হীন॥ ঐশ্বর্য্য মত, তুমি হে শাশ্বত, সিদ্ধি সিদ্ধে ভেদ কিবে। শরণ তোমার, লয়েছি এবার, তুমি গুরু সার ভবে॥ সাযুজ্য পদবী, তুমি জল ভূবি, অনল অনিল ময়। তুমি ব্যোম রূপ, সত্য পরাক্রম, স্থাবর জঙ্গম চয়॥ তুমি ক্ষমাদম, অতুল বিক্রম, দেবাকৃতি কীর্ত্তি তুমি। বাক্য বিদ্যা আদি, অনন্ত অনাদি, তুমি সর্ব্বান্তরযামি॥ তত্ত্ব পদ্ম দ্বয়, চিদানন্দ ময়, মায়া হীন তব বপু। নাহি তব ভ্রান্তি, তুমি শান্ত শান্তি, ক্ষান্তি যে ইন্দ্রিয় রিপু॥ তুমি সনাতন, ব্যাপ্ত ত্রিভুবন, ইচ্ছাময় ইচ্ছা কায়া। দেবতা গন্ধর্ব্ব, তব অংশ সর্ব্ব, তুমিনাথ বিদ্যা মায়া॥ সদা বর্ত্তমান করি অনুমান, জগত তোমার ছায়া। পুরুষ প্রকৃতি, গতি মতি জ্যোতি, ভূতগণ তব জায়া॥ তুমি স্থূল সূক্ষ্ম, চতুর্বিধ মোক্ষ, রক্ষ রক্ষ সন্তজনে। জীবনের জীব, বেদের প্রণব, সমুদয় সর্ব্বজনে॥ তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা, বিধির বিধাতা পরমাত্মা রূপ বিভু। তুমি যজ্ঞ ফল, মঙ্গলামঙ্গল, দৈব বল তুমি প্রভু॥ অনন্ত ভুবন, তোমার আসন, তুমি প্রাণ প্রাণ জীবে। গুণের আকর, তুমি গুণহর, নিরাকার রূপ ভবে॥ তুমি বিশ্বকর্ম্ম, শব্দব্রহ্ম ধর্ম্ম, মর্ম্ম তব কেবা পায়। হিতাহিত, সকল অজিত, তোমাতে সর্ব্বতত্ত্বায়॥ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, তুমি শুভ কীর্ত্তি, কালাকাল তুমি প্রভু। নির্ম্মল অঙ্কার, তুমি মূলাধার, শক্তি মুক্তি উক্তি কভু॥ তুমি নিত্যানন্দ, সদা হীন দ্বন্দ্ব, চৈতন্য সকল দেহে। আদিত্য আকার, অন্য নাহি আর, শ্রুতি স্মৃতি এই কহে॥ জ্ঞানতত্ত্ব ময়, তুমি হে বিস্ময়, মোহমায়া রূপে ভবে। তুমিহে নিষ্কাম, আর নানা কাম, আত্মারাম সর্ব্ব

জীবে ॥ ভাল আর মন্দ, তুমিহে নির্ব্বন্ধ, কাল কর্ম্ম পরমায়ু। হর্ষ নিত্য সুখ, রোগ ভোগ দুঃখ, তুমিতো অখিল বায়ু ॥ তুমি বীজ তরু, শাখা পত্র চারু, তুমি গুরু তার ফল। তুমি ফল ভোক্তা, প্রয়োগের প্রক্তা, তুমি নাথ এ সকল ॥ তব মায়া জীবে, কেমনে জানিবে, মনন অতীত তুমি। অন্তরে অন্তর, বেদে অগোচর, ভয়ে কহে অন্তর্গামি ॥ অতি সুক্ষ্ম মনে, দেখে বিজ্ঞ জনে, অদুর অন্তর নয়। অতিশয় দূরে, মূঢ় নরে হেরে, তুমিতো স্বরূপ ময় ॥ তোমার মহিমা, নাহি হয় সীমা, সারদা না পান পার। দেবতা কিন্নরে, নাহি জানে নরে, আমি নরাধম নর ছার ॥ বচনের পার, মহিমা তোমার, কি সাধ্য আমার কই। দিয়ে পদছায়া, নিজগুণে দয়া, কর প্রভু চাহি এই ॥ তুমি কাল কালী, স্তবে তব গালি, ক্ষরাক্ষর আবিভূত। ঘটে পটে মান্য, সে সকল জন্য, গীতায় আছে সেগীত ॥ মনুষ্য সর্ব্বস্ব, কহে হৃষীকেশ, সে মনুষ্য নাথ তুমি। করে কৃপাদান, কর পরিত্রাণ, কি আর কহিব আমি ॥ এতেক স্তবন, শুনিয়া তখন, তুষ্ট হইল মনু রেশ। বলে অস্ত্র ত্যজ, ওহে মহারাজ, দূর হবে ভব ক্লেশ ॥ শ্রীশ্যামাচরণ, হয়ে হৃষ্ট মন, পূর্ব্ব বিবরণ কহে। শুনিয়া রাজন, পায় দিব্য জ্ঞান, মোহ হীন হয়ে রহে ॥

পত্রাবলির উপক্রম।

পয়ার। স্তব শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দিগম্বর। সুজ্ঞান পাইবে তুমি দিলাম এ বর ॥ সর্ব্বনাশ হইয়াছে প্রথমে তোমার। যখন কহিল আবির্ভাব নহে যার ॥ আর রক্ষা নাই রাজা রাজ্য হবে নষ্ট। ধন মান যাবে প্রাণ পাবে বহু কষ্ট ॥ আমার অসাধ্য তাহা বিধির লিখন। শ্রীঅঙ্গে

রুধির ধারায় হয়েছে পতন ॥ ভয় পেয়ে নরপতি কহে দয়াময়। কি গতি হইবে মম কহ মহাশয় ॥ নিতান্ত নরকে যাব কিম্বা পাব ত্রাণ। কহিয়া শীতল কর উত্তাপিত প্রাণ ॥ মথুরেশ বলে যুক্তি ভাল মহীপাল। উত্তম কহিলে দেখি তব পরকাল ॥ তবে পত্রাবলী মোরে কার সারে হয়। নয়নে না হেরে কোথা কে করে প্রত্যয় ॥ আদ্যঅন্ত স্ববৃত্তান্ত সব জানা যাবে। যার যে মানস ফল সাক্ষাতে পাইবে ॥ একথা শুনিয়া ভূপ মন্ত্রি পানে চায়। বেদমত উপচার তখনি যোগায় ॥ যেই রূপ পূর্ব্বের যে আছিল লিখন। অঙ্গ ভঙ্গ নাহি করে সকলি মিলন ॥ পরে যোগাসনে বসি দ্বিজ মথুরেশ। ধ্যান পরপংক্তি করে জানিতে বিশেষ ॥ দ্বিজ শ্যামা যোগীবরে করে নিবেদন। শাপে ভ্রষ্ট অতঃপর হইল রাজন ॥

পত্রাবলী ও রাজার আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।

ত্রিপদী। রাজার আদেশ পায়, শত শত ভৃত্য যায়, পত্রাবলী করে আয়োজন। প্রথমেতে যোগীবর, পূজা করে লম্বোদর, হয়ে অতি সচকিত মন ॥ গ্রহনাশ আশা করে, পূজিলেন গ্রহেশ্বরে, বসুগণে তোষে ভক্তিভাবে। পরশু প্রভৃতি বাণ, সংস্কৃধি পাইল জ্ঞান, অঙ্গ ভঙ্গ সুসঙ্গে প্রভাবে ॥ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণে, রাখি যথা যজ্ঞ স্থানে, শেষে চক্রগণে ভেদ করে। পিণ্ড করি আবাহন, পদসং সংমিলন, সুধা ধারা সেঞ্চ তার পরে ॥ সদা নিত্য মন রণে, গুরুর পদ অন্তরে, বিষাদেতে ভাবিছে ভূপতি। একে রাজা শ্রদ্ধাবান, তাহে মোহেতে অপমান, ভয় যথা তথায় প্রকৃতি ॥ বিপদে বিষম ভার, যে পড়ে অভাগ্য তার, দেবতার প্রতি ভক্তি হয়। রাজা ধ্যায়ে এক মনে, সেই কালে যোগাসনে যোগিবর বসি হাসি কয় ॥ কি

জানিতে ইচ্ছা চিত্তে, বল রাজা প্রথমেতে, সত্য বাক্য মম প্রতি কহ। রাজা বলে মহাশয়, ঘুচাও মম সংশয়, দীন জনে করি অনুগ্রহ॥ আজন্ম অবধি আমি, নহি অসঙ্গ কুগামী, চিরকাল পূজি কালীকারে। দেখে মোর পুরবাসী, কিবা গৃহি কি উদাসী, ঘরে ঘরে পূজে শ্যামা মারে॥ যার নাহি ধন কড়ি, হইতে আমার বাড়ি, দীপ-র তাহারে যোগায়। অন্য দেব নাহি জানি, বিনে সে শিব ভবানী, তেকারণ জিজ্ঞাসি তোমায়॥ এই লেখে অক্ষরে, জাত কি অজাত মোরে, জগত জননী সর্ব্বেশ্বরী। যোগী করন প্রত্যক্ষ, তাহাতে হইল লক্ষ, ভূমি নষ্ট গণনায় ধরি॥ শুনি রাজা সেই বাণী, আনন্দে উঠি আপনি, প্রেমাবেশে সদা নৃত্য করে। আমি কিছু মধ্যে নই, জানেন তা ব্রহ্মময়ী, ডর আর সেই ভারে মোরে॥ কহ দেখি গুণমণি, আমার পূর্ব্ব কাহিনী, আছিলাম আমি কোন জন। কিবা পাপে কোথা স্থান, কবে হবে পরিত্রাণ, কত রূপা করি বিলোকন॥ কহিল সে সব বেদে, পূর্ব্ব উক্ত যে সকল, ব্রহ্মার শাপের বিবরণ। নিজ গুরুবাচ শিক্ষা, ভূপতি পাইল দীক্ষা, কিন্তু মোহে আছে বিস্মরণ॥ দেখিয়া তাহার মুখ, নাহি সহি পর দুঃখ মথুরেশ অঙ্গস্পর্শে তার। হৃদয়েতে কর দেয়, রাজা দিব্য জ্ঞান পায়, নিজ স্থান দেখিল প্রচার॥ বলে রাজা সত্য গুরু, বাঞ্ছা রূপ কল্পতরু, আসিয়াছ তারিতে আ-মারে। একি ঘোর পরমাদ, রাজার ঘুচে বিবাদ, সে সাধ বিবাদ রাজ্য ভারে॥ জন্যরূপ বিন্দু মায়া, স্বরূপ তাহার ছায়া, বিম্ববারি বাসনা বিশেষ। শুন ওহে নৃপবর, কহিতেছে যোগীবর, এই মোর জ্ঞান উপদেশ॥ জ্ঞান দিয়ে নৃপবরে, যোগীবর স্থানান্তরে, চলে রাজা দেখিয়ে তখন। রাজা বলে কোথাকারে, তাজায় যাও আমারে [illegible]

ীনজন॥ যদবধি স্বর্গবাস, নাহি যায় তব দাস, তদবধি গুরু তুমি রহ। আপনি যাইলে পরে, বল যাব কি প্রকারে, নিজ গুণে সঙ্গে করি লহ॥ হায় রাজ্য মর্ত্য লোক, কেবল বিকার শোক, ব্রহ্মলোক কি হৈল আমার। পিতা মাতা পরিজন, হইল অনেক দিন, দেখি নাই আছে কি প্রকার॥ যোগী বলে ইহা ভব, কহ অতি অসম্ভব, এই দেহে যাবে স্বর্গবাস॥ লইয়া নরের বপু, কেমনে যাইবে বাপু, কহ দেখি একেমন আশ॥ দেখিতে তোমার জন, তোমাকে হবে বর্জ্জন, স্থূল দেহ মোহ সদা তাহে। ছি ছি ঘৃণা নাহি হয়, কার রক্ত শুক্রময়, মল মূত্র পূর্ণ রহে যাহে॥ দেবেন্দ্র শচী আর যাহা, ব্রহ্মপুরে লয়ে তাহা, যাইতে বাসনা করি চিত্তে। এক ভ্রান্তি ভ্রমভূত, এখন আছে বিস্মৃত, জাননা ত্রিভূত দেব ক্ষেত্রে॥ রাজা বলে কহ তুমি, কি কর্ম্ম করিব আমি, যোগী বলে ত্যজ কলেবর। পুত্রে দিয়া রাজ্যদান, আপনি কর প্রস্থান, ব্রহ্মলোকে চল নৃপবর॥ এতবলি মধুরেশ, কৃপা দৃষ্টে চাহে শেষ, রাজা ত্যজে দেহ অভিমান। কৃপা করিয়ে সন্ন্যাসী, তার কর্ম্ম ফাঁশ নাশি, তিন দিন রহে এক স্থান॥ কুলের মুকুট খ্যাতি, স্বভাবে প্রধান অতি, রামনারায়ণ দ্বিজ নাম। তাহার অঙ্গজাঙ্গজ, রচিল শ্রীশ্যামদ্বিজ, কৌতুকবিলাস পরিণাম॥

কৃত্তিবাস বিদ্যাসাগরের নাইকা সাধন ও মধুরেশের পরিচয়।

ত্রিপদী। রাজা জ্ঞানবান হয়, সন্ন্যাসীর সহ রয়, পুরে-হিতে আসিতে বারণ। বলে অবিশ্বাসী জন, নাহি মম প্রয়োজন, সর্ব্বনাশা করিল সেজন॥ কোতয়াল তোরে

পুরাণ ভয়ে দ্বিজবর, হয়ে থাকে অগোচর, বিষাদিত সদা অপমানে॥ বলে প্রাণ রাখা ভার, উচিত নহে আমার, লোক বলে ত্যজিব জীবন। এই বেটা কোন জন, জানিতে নারি কারণ, অভাগার হইল শমন॥ আমিতো নাইকা পরি, ভুবন বিজয়ী কবি, এই ভূমি নখেতে দর্শন। দিলেক আমারে বর, জিনিব সকল নর, বাদী না রহিবে কোন জন॥ সে কথা অন্যথা হয়, এখন নাহিক ক্ষয়, এ যোগী কিসের কারণ। জানিতে যাহার তত্ত্ব, চিত্তে করি শুদ্ধ তত্ত্ব, নায়িকার করিল সাধন॥ বারে২ জপে নাম, সিদ্ধ হেতু তার কাম, নায়িকার হইল গমন। নায়িকা আসিয়া তথা, কহিছেন মিষ্ট কথা, কেন তুমি ডাকিছ এখন॥ কবি তারে স্তুতি করে, কহে পরে মৃদুস্বরে, দ্বিজবর করিয়া রোদন। সকলি জানগো তুমি, কি আর কহিব আমি, মিথ্যা হৈল তোমার বচন॥ কৃপা করি বর দিলে, তব শত্রু ভূমণ্ডলে, না রহিবে শুনরে নন্দন। সে কথা দূরেতে গেল, কাল প্রায় শত্রু হলো, যোগীবেশ আমার শমন॥ কিবা বিদ্যা কি বিচারে, গুণস্থে নিগুণ করে, অপমানে পরাণে বিষাদ। শুনিয়া নায়িকা বলে, পাগলের প্রায় হলে, কার সঙ্গে করিয়া বিবাদ॥ আমরা কিঙ্করী যার, সেহ দাসীতো যাহার, সে ধনী উহার পদ সেবে। সদা আমাদের মন, আকাঙ্ক্ষা করি দর্শন, তুমি ছার তার কি করিবে॥ রাজার কতেক পুণ্য, সংখ্যায় না হয় গণ্য, দরশন পায় সেই ফলে। যে পদ হৃদয়ে ধরি, শব রূপ ত্রিপুরারি, সে পদ পায়েছে দৈব বলে॥ তুমি কিবা কীর্ত্তি তায়, ব্রহ্মা নহে গণনায়, হেন জন সেই মহাশয়। আমার প্রণাম তাঁরে, সব সে জানিতে পারে, যার মন যেই মত হয়॥ তুমি গুরু অন্তর্যামী, কিছুই না জানি

আমি, অপরাধ না লবে আমার। শুনি দ্বিজ ত্রাস পায়, ধরি নায়িকার পায়, কহিতে লাগিল আর বার॥ কহ যোগী কান্ত সুত, কোথায় পর্ব্ব বসন্ত, সুসিদ্ধি হইল কি প্রকারে। দ্বিজ শ্রীশ্যামাচরণ, কহে পূর্ব্ব বিবরণ, শুনি বিপ্র ভাসে অশ্রুনীরে॥

রাজার কল্পতরু হওন ও পুত্রকে রাজ্যদান

পয়ার। হইলেন জীব মুক্ত রাজা মহাশয়। তিলেক রহিতে ইচ্ছা ভুবনে না হয়॥ মনেং ভাবিলেন বহু পুত্র মম। সবারে বিভাগ রাজ্য দিলে পর সম॥ তবেত না রবে হবে শীঘ্র সর্ব্বনাশ। একত্রে রহিলে অল্প বাহুল্য প্রকাশ॥ পূর্ণ কুম্ভ বারি পঞ্চ ঝারি নৈলে তার। শূন্যকুম্ভ রহে হবে তেমন ভাণ্ডার॥ এতবলি মন্ত্রণা করিল দিজ-জন। এক পুত্রে রাজ্য দিব যে আছে সুজন॥ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ স্নেহ জ্যেষ্ঠ প্রতি। গোপনে তাহার স্থানে কহেন ভূপতি॥ কালি প্রাতে হব বাছা কল্প তরু আমি। সেই কালে রাজ্যদান মাগি লবে তুমি॥ অন্যং জনে দিব যে যাহা চাহিবে। তোমারে কহিনু যাহা তুমি তাহ লবে॥ পরে আযোজন ক্রমে রজনী বঞ্চন। প্রাতঃকালে কল্পতরু হইল রাজন॥ আসিতে বারণ পুরে কেহ না আসিবে। প্রাণ যদি চাহে তুষ্টে তাহা দিতে হবে॥ বা-টীর ভিতর ছিল যত পরিজন। অন্যান্য জনগণ আসিতে বারণ॥ জমাদ্দার ভৈরব সিং ভৈরব আকার। কার সাধ্য হয় তার কাছে আগুসার॥ যোগী গুরু পাত্রমিত্র আর কয় জন। লইয়ে সংকল্প করে বসেছে রাজন॥ কুশ করে কল্পতরু চারি ফল ধরে। নারীগণ শুনি আ-ইসে রাজার গোচরে॥ রাজার কুমার আর কুটম্বের গণ। যার যে বাসনা ছিল দিলেন রাজন॥ যেজন ক-হিল যাহা আমি এই ধন। অকপটে রাজা তারে করে

বিতরণ ॥ সকলের সব সাধ পুরাইলে পরে। শিবচন্দ্ররায় যায় রাজার গোচরে ॥ যাইয়া প্রণাম করে জনকের পায়। বর চাহ বলে রাজা হাস্যমুখে চায় ॥ কুমার কহিল পিতা কিবা দিবে আর। মম অভিলাষ দেহ রাজ্য সুবিস্তার ॥ ছত্র দণ্ড আশা করি কর মোরে দান। অংশ ধ্বংস করি দেহ ভূপতি প্রধান ॥ তথাস্তু বলিল ভূপ যোগী মন্ত্র পাঠে। অন্য পুত্রগণ শুনি চমকিয়া উঠে ॥ দ্বিজ শ্যাম বলে দেখ তাহার কারণ। সমুদয় রাজ্য পায় প্রধান নন্দন ॥

রাজার স্বর্গবাস।

ত্রিপদী। পুত্রে দিয়া রাজ্যভার, পরে চিন্তু আপনার, পরকাল ভূপাল রাখিতে। জল বিম্ব প্রায় ক্ষিতি, কেমন মায়ার রীতি, দেখে শুনে না পারে বুঝিতে। কার রাজ্য ধন জন, কার মনে অপমান, অভিমান কিসের কারণ। কার সঙ্গে সুসম্বন্ধ, কেবা ভাল কেবা মন্দ, এইদ্বন্দ্ব বন্দ ত্রিভুবন ॥ ক্ষণে আছে ক্ষণে নাই, এদণ্ডের মুখে ছাই, বিসম বালাই আশা দাসে। সত্য চিদানন্দ বিভু, জীবভূত সেই প্রভু, ভ্রমাত্মক হন মায়া ফাঁসে। চিত্তাদি ইন্দ্রিয়গণ, কর্ম্মের করি সাধন, অনায়াসে জীবেরে ভুলায়। তিনিস্বয়ং নিরাময়, দেহেতে করি আশ্রয়, দেহ গুণে মানে আপনায় ॥ ওড় পুষ্প সন্নিধানে, যদি শ্বেত পুষ্প আনে, দেখে তারে করিয়ে যতন। তারশ্বেত আভা দূরে, রাখি রক্তবর্ণ করে, সঙ্গ দোষে তথা সনাতন ॥ শুদ্ধ সত্ব বস্তু হয়ে, অবিদ্যা আশ্রয় লয়ে, কর্ম্মভোগী একি বিড়ম্বন। এতেক বলিয়া রায়, প্রত্যেকে বিদায় চায়, জনে জনে যে ছিল নিকটে। সঙ্গে লয়ে যোগীবর, আর দ্বিজ বহুতর, উত্তরিল জাহ্নবীর তটে ॥ গিয়া তথা নিয়মিতে, আরম্ভ

করিল গীতে, রামায়ণ তথা ভাগবত। পুরাণাদি তন্ত্রগণ, চণ্ডী পড়ে কত জন, নানাবিধ যার যেইমত॥ বেদান্ত আদি দর্শন, পাঠ হয় সর্ব্বক্ষণ, সংকীর্ত্তন হয় হরিনাম। এক পক্ষ এইমত, গঙ্গাতীরে হয় গত, পরে যোগী নৃপতিরে বলে। আজি শুভদিন রায়, যোগীগণে স্বর্গে যায়, হেনদিন নাহি আর মিলে॥ শুনি তাহার বচন, যোগেতে বৈসে রাজন, তৃতীয় প্রহর দিবা শেষে। সেই কালে নৃপবর, ত্যজিলেন কলেবর, হাহাকার করে সবে শেষে॥ যোগী হয় অগ্রসর, রাজা দিব্য মূর্ত্তিপান, আনন্দে চলিল ব্রহ্মপুরে। রাজপুত্রগণ আসি, হইয়ে মনে উদাসী, বিধিমতে দাহ আদি করে॥ শ্রাদ্ধশান্তি তার পরে, করে শাস্ত্র অনুসারে, কোন রূপে ত্রুটি তাহে নহে। শিবচন্দ্র রাজ্য পেয়ে, আনন্দে বান্ধব লয়ে, বিজ্ঞভাবে সিংহাসনে রহে॥ পিতার যেমন রীতি, পুত্রে পায় সেই নীতি, এই কথা পূর্ব্বাপরে ভনে। পুত্র সম শিষ্টে পালে, দুষ্টের কি করে কালে, মহাকাল তাহার রাজনে॥ দান্ত শান্ত প্রিয় ভাষি, সকল গুণের রাশি, রাজনীতে পরম পাণ্ডিত। পিতৃ সম সর্ব্ব অংশে, এমন নাহি সে বংশে, অহিতে করেন যে বিহীত॥ দেশ দেশান্তর নর, সবে কহে নৃপবর, হেন আর গৌড়ে নাহি হয়। দরিদ্র দুঃখিত জনে, দান করে হৃষ্ট মনে, দেব দ্বিজে অত্যন্ত প্রত্যয়॥ পিতৃ তুল্য মান্য হয়ে, সুহৃদগণেরে লয়ে, করে রাজা প্রজার পালন। গ্রন্থ শেষ অতঃপর, মহারাজ রাজ্যেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্র ভূপের কথন॥ ইত্যবলি গ্রন্থ শেষ, পরে কহি সবিশেষ, আপনার নিজ বিবরণ॥ পানি আড়া গ্রামে ধাম, দ্বিজ বনমালি নাম, সর্ব্বত্রেতে চাতুরী প্রকাশ। বুদ্ধের সাগর প্রায়, নানা বিদ্যা শোভে তায়, ঈশ্বরেতে সদা তাঁর আশ॥ হিংসা হীন তত্ত্বজ্ঞানী, নহে আত্ম অভিমানী, পরহিতে সদা চেষ্টা-